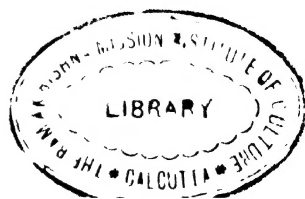


20892



বৈরাগ্য শতক ।

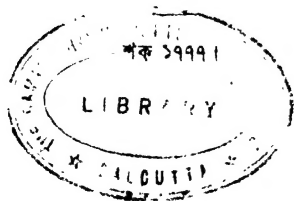
প্রত্যেক সংস্কৃত পদের বাঙ্গালা অর্থ সহিত ।

শ্রী বাণেশ্বর বিদ্যালঙ্কার কর্তৃক

বাঙ্গালা ভাষায় অনুবাদিত ।

কলিকাতা মুচাৰু যন্ত্রে

শ্রী মালচাঁদ বিশ্বাস এণ্ড কোং দ্বারা বাহির মূজাপুরের ১৩ সংখ্যক
ভবনে মুদ্রিত ।



20802

AP

এই বৈরাগ্য শতক গ্রন্থ ভর্তৃহরি প্রণীত, ইহা নানা প্রকার সচুপদেশ ও সাবুভানে পরিপূরিত। পাঠকগণের অনিত্য বিষয়ে বিরাগ উপস্থিত হইয়া নিত্য সত্য ঐশ্বরেতে শ্রদ্ধা ভক্তি ও প্রীতি জন্মে এই লক্ষ্য করিয়া গ্রন্থকর্তা এই গ্রন্থ রচনা করেন, সুতরাং ইহার মধ্যে তদুপযোগী বৈরাগ্যোৎপাদক ভাব সকল বিস্তৃত রূপে বর্ণিত আছে। এই গ্রন্থ মধ্যে পরমেশ্বর-তর্জনাধায়ক যে সকল মহৎ মহৎ ভাব একত্রিত আছে তাহা অন্য কোন গ্রন্থ মধ্যে একত্র প্রাপ্ত হওয়া সুকঠিন। অস্মদেশীয় যে সমস্ত সাধু ব্যক্তি, মহাত্মাগণের মানসোদিত মহত্তাব আশ্রয় করিয়া, ঐশ্বরের প্রেলামৃত রস পান করিতে ইচ্ছা করেন, অথচ তাঁহাদিগের সংস্কৃত ভাষার পরিচয়্যাতাবে একপ্রকার জ্ঞান-গর্ভ গ্রন্থ সকলের মর্ন্য-বধারণে অধিকার নাই, বোধ করি, তাঁহাদিগের আলোচনার জন্য এই গ্রন্থ উপকারী হইতে পারে। এই বিবেচনায় শ্রীযুক্ত রাজা বালীকুমার মল্লিক রায় মহাশয় আনাকে এই গ্রন্থ বাঙ্গালা ভাষায় টীকার সহিত অনুবাদ করিতে আদেশ করেন। আমি তাঁহা বর্তৃক এইরূপ আদিষ্ট হইয়া এবং ব্যয় ধৈর্যে তাঁহার নিকট আনুকূল্য প্রাপ্ত হইয়া ইহা অনুবাদ করিতে প্রস্তুত হই।

এই গ্রন্থের অন্তর্গত কবিতা সমুদয়ের মধ্যে যে সকল ভাব স্মিবিষ্ট আছে, তাহার সমুদয় অংশ আলোচনা করি-
 ছাই যে সকলে সুখী হইবেন এবং ইহার সকল উপদেশই

যে গ্রাহ্য হইবে, আমার এপ্রকার অভিপ্রায় নহে। তবে ইহার যে সমস্ত ভাব আলোচনা করিলে জগদীশ্বরে মতি ও রতি হইতে পারে এবং যে যে উপদেশ দ্বারা ধর্মে আস্থা জন্মে সদ্ভিত্তাশালী সুধীগণ যে তাহা কখনই পরিত্যাগ করিবেন না ইহাতে আমার সন্দেহ নাই।

বিষয়ী দিগের মধ্যে অনেকে সংস্কৃত কবিতার প্রত্যেক বাক্যের অর্থ অবগত হইতে ইচ্ছা করেন, এই নিমিত্ত আমি এই গ্রন্থের কবিতা সকলের বাঙ্গালা টীকা প্রস্তুত করিলাম। সর্বসাধারণের বোধ-মূলত করিবার নিমিত্ত আমি এই গ্রন্থের অর্থ পরিষ্কার ও তাহার ভাবোদ্ধার করিতে সাধ্যানুসারে ক্রটি করি নাই, কিন্তু কত দূর পর্য্যন্ত কৃতকার্য হইয়াছি বলা যায় না।

অবশেষে কৃতজ্ঞতার সহিত স্বীকার করিতেছি যে এতন্নগরস্থ সংস্কৃত পাঠশালার অধ্যাপক শ্রীযুক্ত গিরিশচন্দ্র বিদ্যারত্ন মহাশয় বহু যত্ন ও পরিশ্রমস্বীকার পূর্বক এই গ্রন্থ সংশোধন করিয়া আমাকে বিশেষরূপে উপকৃত করিয়াছেন।

শ্রী বাণেশ্বর শর্মা।

কলিকাতা। }
১৫ ফাল্গুন ১২৭৭ শক। }

বৈরাগ্য শতক ।

চুড়োত্তংসিতচারুচন্দ্রকলিকাচঞ্চিচ্ছাভাসুরো
লীলাদক্ষবিলোককামশলভঃ শ্রেয়োদশাগ্রে স্কুরন্ ।
অন্তুস্কূর্জদপারমোহতিমিরপ্রাগ্ভাবমুচ্চাটয়ন্
চেতঃসদ্বনি যোগিনাং বিজয়তে জ্ঞানপ্রদীপো হরঃ । ১ ॥

‘চুড়োত্তংসিতচারুচন্দ্রকলিকাচঞ্চিচ্ছাভাসুরঃ’ মস্তকে অল-
ঙ্কৃত মনোহর চন্দ্রকলারূপ লোলায়মান শিখা দ্বারা দীপ্যমান
‘লীলাদক্ষবিলোককামশলভঃ’ অবলীলাক্রমে কামরূপ চঞ্চল পত-
ঙ্গের দাহকারী ‘শ্রেয়োদশাগ্রে’ পুণ্যস্বরূপ বর্ভিকার অগ্রভাগে
‘স্কুরন্’ প্রকাশমান ‘অন্তুঃস্কূর্জদপারমোহতিমিরপ্রাগ্ভাবম্’ অভ্য-
ন্তর স্থিত অপার মোহান্ধকারের উৎকর্ষ ‘উচ্চাটয়ন্’ বিনাশ করত
‘চেতঃসদ্বনি’ চিত্তরূপ গৃহে ‘যোগিনাম্’ যোগীদিগের ‘বিজয়তে’
জয়যুক্ত হইন ‘জ্ঞানপ্রদীপঃ’ জ্ঞানময় প্রদীপ স্বরূপ ‘হরঃ’
মহেশ্বর । ১ ॥

মস্তকেতে অলঙ্কৃত মনোহর অর্ধচন্দ্র স্বরূপ লোলায়মান
শিখা দ্বারা দীপ্যমান, অবলীলাক্রমে কামরূপ পতঙ্গের
দাহকারী, এবং পুণ্য স্বরূপ বর্ভিকার অগ্রভাগে স্কূর্ত্তিমান,
জ্ঞানময় দীপ স্বরূপ মহেশ্বর, অন্তর্গত অসীম মোহান্ধকার
রাশি বিনাশ করত, যোগীদিগের মনোমন্দিরে বিরাজ
করুন । ১ ॥

বোদ্ধারো মৎসরগ্রস্তাঃ প্রভবঃ স্ময়দূষিতাঃ ।

অবোধোপহতাশ্চান্যে জীর্ণমঞ্জে স্তুভাষিতম্ । ২ ॥

‘বোদ্ধারঃ’ বুদ্ধিমান্ সকল ‘মৎসরগ্রস্তাঃ’ মাৎসর্যে পূর্ণ ‘প্রভবঃ’ প্রভুসকল ‘স্ময়দূষিতাঃ’ গর্গদ্বারা দূষিত ‘অবোধোপহতাঃ’ অজ্ঞানে অভিভূত ‘চ’ এবং ‘অন্যে’ এতদ্ভিন্ন ব্যক্তির ‘জীর্ণম্’ ক্ষীণ হইয়াছে ‘অঞ্জে’ অঙ্গরাজ্যে ‘স্তুভাষিতম্’ সৎকথা । ২ ॥

বুদ্ধিমান্ লোকেরা মাৎসর্যশালী, প্রভুসকল সাহস্কৃত, অন্যেরা অজ্ঞানে অভিভূত; অতএব অঙ্গরাজ্যে সৎকথালাপ ছলিত হইয়া উঠিয়াছে । ২ ॥

ন সংসারোৎপন্নং চরিতমনুপশ্যামি কুশলম্

বিপাকঃ পুণ্যানাং জনয়তি ভয়ং মে বিমূশতঃ ।

মহদ্ভিঃ পুণ্যোঁঘৈশ্চিরমপি গৃহীতাশ্চ বিষয়াঃ

মহান্তো জায়ন্তে ব্যসনমিব দাতুং বিষয়িণাম্ । ৩ ॥

‘ন’ না ‘সংসারোৎপন্নম্’ সংসারে উৎপন্ন ‘চরিতম্’ কর্ম ‘অনুপশ্যামি’ দেখিতেছি ‘কুশলম্’ নম্রলদায়ক ‘বিপাকঃ’ পরিণাম ‘পুণ্যানাং’ পুণ্যকর্মসমূহের ‘জনয়তি’ জন্মিতেছে ‘ভয়ং’ ভয় ‘মে’ আমার ‘বিমূশতঃ’ বিবেচনা করিতেছি ‘মহদ্ভিঃ’ মহৎ ‘পুণ্যোঁঘৈঃ’ পুণ্যকর্মসমূহ দ্বারা ‘চিরম্’ চিরকালে ‘অপি’ ও ‘গৃহীতাঃ’ লব্ধ ‘চ’ এবং ‘বিষয়াঃ’ বিষয় সকল ‘মহান্তঃ’ মহৎ ‘জায়ন্তে’ জন্মিতেছে ‘ব্যসনম্’ বিপৎ ‘ইব’ ই ‘দাতুং’ দিবার নিমিত্ত ‘বিষয়িণাম্’ সংসারী ব্যক্তিদিগের । ৩ ॥

সংসারের কোন কার্যে মঞ্জল দৃষ্ট হয় না; আমি বিবেচনা করিয়া দেখিলাম পুণ্য কর্মের পরিণাম আমাকে ভয় প্রদর্শন করিতেছে, যেহেতু মহাপুণ্যপুঞ্জ দ্বারা বহুকালে উপার্জিত বিষয় সকল সংসারী দিগকে কেবল ছুঃখ প্রদানই করিতেছে । ৩ ॥

ভ্রাম্তং দেশমনেকদুর্গবিষমং প্রাপ্তং ন কিঞ্চিৎ ফলং
 ত্যক্ত্বা জাতিকুলাভিমানমুচিতং সেবা কৃত্য নিষ্ফলা ।
 ভুক্তং মানববর্জিতং পরগৃহেষাশঙ্কয়া কাকবৎ
 তৃষ্ণে জ্জ্বলসি পাপকর্ষ্মপিশুনে নাদ্যাপি সন্তুষ্যসি । ৪ ॥

‘ভ্রাম্তং’ ভ্রমণ করিয়াছি ‘দেশম্’ দেশ ‘অনেকদুর্গবিষমং’ অনেক
 দুর্গদ্বারা দুর্গম ‘প্রাপ্তং’ পাইয়াছি ‘ন’ না ‘কিঞ্চিৎ’ কিছুই ‘ফলং’
 ফল ‘ত্যক্ত্বা’ ত্যাগ করিয়া ‘জাতিকুলাভিমানম্’ জাতি ও কুলের
 অভিমান ‘উচিতং’ উপযুক্ত ‘সেবা’ উপাসনা ‘কৃত্য’ করিয়াছি
 ‘নিষ্ফলা’ বিফল ‘ভুক্তং’ ভোজন করিয়াছি ‘মানববর্জিতং’ মান
 শূন্য ‘পরগৃহেষু’ অন্যের গৃহে ‘আশঙ্কয়া’ শঙ্কা পূর্বক ‘কাকবৎ’
 কাকতুল্য ‘তৃষ্ণে’ হে তৃষ্ণা ‘জ্জ্বলসি’ বাড়িতেছ ‘পাপকর্ষ্মপিশুনে’
 পাপজনক কর্ণের সূচক ‘ন’ না ‘অদ্যাপি’ এখনও ‘সন্তুষ্যসি’
 সন্তুষ্ট হইতেছ । ৪ ॥

নানা দুর্গম বিষম দেশ সকল ভ্রমণ করিয়াছি, কিঞ্চিৎশ্রমও
 ফল পাই নাই। উপযুক্ত জাতি কুলাভিমান পরিত্যাগ করিয়া
 ধনীগণকে রথা সেবা করিয়াছি। অন্যের গৃহে কাকের ন্যায়
 শঙ্কিত মনে অপমানিত হইয়া উদরপূর্তি করিয়াছি। হে পাপ-
 কর্ণসূচক তৃষ্ণা তুমি এখনও বৃদ্ধি পাইতেছ, সন্তুষ্ট হইতেছ
 না? । ৪ ॥

উৎখাতং নিধিশঙ্কয়া ক্ষিতিতলং ধ্বাতা গিরেধাতবো
 নিস্তীর্ণঃ সরিতাং পতিনুপতয়ো যত্নেন সন্তোষিতাঃ ।
 মন্ত্রারাদনতৎপরেণ মনসা নীতাঃ শ্মশানে নিশাঃ
 প্রাপ্তাঃ কাণবরাটকোপি ন ময়া তৃষ্ণেহধুনা মৃগ্যাম্মা । ৫ ॥

‘উৎখাতং’ খনন করিয়াছি ‘নিধিশঙ্কয়া’ রত্নসম্ভাবনা করিয়া
 ‘ক্ষিতিতলং’ ভূতল ‘ধ্বাতাঃ’ অগ্নিসংযুক্ত করিয়াছি ‘গিরেঃ’ পর্ব
 তের ‘ধাতবঃ’ ধাতুসমূহ ‘নিস্তীর্ণঃ’ পার হইয়াছি ‘সরিতাং’ নদী-

সকলের 'পতিঃ' প্রভু 'নৃপত্যয়ঃ' রাজা সকল 'যত্নেন' যত্নদ্বারা 'মনোযিতাঃ' সন্তুষ্ট করিয়াছি 'মন্ত্রারাধনতৎপরেণ' মন্ত্রসাধনে তৎপর 'মনসা' মন দ্বারা 'নীতাঃ' যাপন করিয়াছি 'শ্মশানে' মৃত-শরীরাদি পুরিত ভয়ানক স্থানে 'নিশাঃ' রাত্রিসকল 'প্রাপ্তঃ' পাইয়াছি 'কাণবরাটকঃ' কাণা কড়ি 'অপি' ও 'ন' না 'ময়া' আমি 'তৃষে' হে তৃষা 'অধুনা' এক্ষণে 'মুঞ্চ' ত্যাগ কর 'মাম্' আমাকে । ৫ ॥

ভূগর্ভস্থিত রত্ন লোভে ভুতল খনন করিয়াছি, পর্বতের খাতু সমূহকে অগ্নিদ্বারা গলিত করিয়াছি, সমুদ্র উত্তীর্ণ হইয়াছি, অতিযত্নে রাজাদিগকে সন্তুষ্ট করিয়াছি, এবং মন্ত্রসাধনে আসক্ত হইয়া কত শত রাত্রি শ্মশানে যাপন করিয়াছি, কিন্তু কুত্রাপি এক কাণা কড়িও প্রাপ্ত হই নাই । হে তৃষা এক্ষণে আমাকে পরিত্যাগ কর । ৫ ॥

খলোল্লাপাঃ সোঢ়াঃ কথমপি তদারাধনপরৈঃ

নিগৃহ্যাস্তর্ক্বাপ্পং হসিতমপি শূন্যেন মনসা ।

ক্লুতশ্চিত্তস্তম্ভঃ প্রতিহতধিয়ামঞ্জলিরপি

ত্বমাশে মোঘাশে কিমু পরমতো নর্ভয়সি মাম্ । ৬ ॥

'খলোল্লাপাঃ' দুর্জনের সহিত কথোপকথন 'সোঢ়াঃ' সহ করিয়াছি 'কথমপি' অতিকষ্টে 'তদারাধনপরৈঃ' তাহাদের সেবায় তৎপর 'নিগৃহ্য' রোধ করিয়া 'অস্তর্ক্বাপ্পং' কণ্ঠনালীস্থ জল 'হসিতম্' হাস্য করিয়াছি 'অপি' ও 'শূন্যেন' নিরবলম্ব 'মনসা' মনে 'ক্লুতঃ' করিয়াছি 'চিত্তস্তম্ভঃ' অস্বঃকরণ স্থিরীকরণ 'প্রতিহতধিয়াং' হত-বুদ্ধিদিগের 'অঞ্জলিঃ' যুক্তপানি 'অপি' ও 'ত্বং' তুমি 'আশে' হে আশা 'মোঘাশে' ছুরাশা 'কিম্' কি 'উ' প্রশ্ন 'পরম্' পরে 'অতঃ' ইহার 'নর্ভয়সি' নাচাইতেছ 'মাম্' আমাকে । ৬ ॥

দুর্জন দিগের আরাধনে তৎপর হইয়া অতিকষ্টে তাহা-দিগের বাক্যালাপ সহ করিয়াছি, অস্তুরেতে বাষ্প রোধ করিয়া

শূন্য মনে হাশ্রুও করিয়াছি, অস্তুঃকরণ স্তম্ভিত করিয়াছি, হত-
বুদ্ধি দিগের নিকট অঞ্জলি বন্ধনও করিয়াছি; হে ছুরাশা-
তুমি ইহার পর আর কেন আমাকে নাচাইতেছ। ৬ ॥

অমীষাং প্রাণানাং তুলিতবিসিনীপত্রপয়সাং
ক্লতে কিং নাম্মাভি বিগলিতবিবেকৈক্যব্যবসিতম্ ।
যদাঢ্যানামগ্রে দ্রবিণমদনিঃসংজ্ঞমনসাং
ক্লতং বীতব্রীড়ৈর্নিজ্জগুণকথাপাতকমপি । ৭ ॥

‘অমীষাং’ এই সকল ‘প্রাণানাং’ প্রাণের ‘তুলিতবিসিনীপত্র-
পয়সাং’ পদ্মপত্রস্ফুট জলের ন্যায় ‘ক্লতে’ নিমিত্তে ‘কিং’ কি ‘ন’
না ‘অম্মাভিঃ’ আমরা ‘বিগলিতবিবেকৈঃ’ বিবেক বিহীন হইয়া
‘ব্যবসিতম্’ করিয়াছি ‘যং’ যেহেতু ‘আঢ্যানাং’ ধনীদিগের
‘অগ্রে’ নিকটে ‘দ্রবিণমদনিঃসংজ্ঞমনসাং’ ধনমদে অচেতন
‘ক্লতং’ করিয়াছি ‘বীতব্রীড়ৈঃ’ নির্লজ্জ হইয়া ‘নিজ্জগুণকথাপা-
তকম্’ স্বীয়গুণ প্রকাশ রূপ পাপ ‘অপি’ ও। ৭ ॥

নলিনীদলগত জল তুল্য চঞ্চল এই প্রাণের জন্যে আমরা
বিবেকবিহীন হইয়া কি কুকর্মা না করিয়াছি, যেহেতু ধনমদে
অচেতন ধনীদিগের নিকটে নির্লজ্জ হইয়া আপন গুণ বর্ণনা
রূপ পাতকও করিয়াছি। ৭ ॥

ভোগা ন ভুক্তা বয়মেব ভুক্তাঃ
তপো ন তপ্তং বয়মেব তপ্তাঃ ।
কালো ন যাতো বয়মেব যাতাঃ
তৃষ্ণা ন জীর্ণা বয়মেব জীর্ণাঃ । ৮ ॥

‘ভোগাঃ’ বিষয় সকল ‘ন’ না ‘ভুক্তাঃ’ ভোগ করিয়াছি ‘বয়ম্’
আমরা ‘এব’ ই ‘ভুক্তাঃ’ ভুক্ত হইয়াছি ‘তপঃ’ তপস্যা ‘ন’ না
‘তপ্তং’ করিয়াছি ‘বয়ম্’ আমরা ‘এব’ ই ‘তপ্তাঃ’ সন্তপ্ত হইয়াছি

‘কালঃ’ ক্ষণ দণ্ড মুহূর্ত্তাদি ‘ন’ না ‘যাতঃ’ গত হইয়াছে ‘বয়ম্’
আমরা ‘এব’ ই ‘যাতাঃ’ গত হইয়াছি ‘তৃষ্ণা’ আশা ‘ন’ না ‘জীর্ণা’
জীর্ণ হইয়াছে ‘বয়ম্’ আমরা ‘এব’ ই ‘জীর্ণাঃ’ জীর্ণ হইলাম । ৮ ॥

ভোগ্য বস্তু ভোগ করি নাই কিন্তু আমরাই ভক্ষিত
হইয়াছি, তপস্যা করি নাই কিন্তু আমরাই সন্তপ্ত হইয়াছি,
কাল গত হয় নাই কিন্তু আমরাই গত হইয়াছি, তৃষ্ণা জীর্ণ
হয় নাই কিন্তু আমরাই জীর্ণ হইলাম । ৮ ॥

বলিভিমুখমাক্রান্তং পলিতৈরঙ্কিতং শিরঃ ।

গাত্রাণি শিথিলায়ন্তে তৃষ্ণেকা তরুণায়তে । ৯ ॥

• ‘বলিভিঃ’ লোল মাংস ‘মুখম্’ মুখ ‘আক্রান্তং’ আক্রমণ
করিয়াছে ‘পলিতৈঃ’ শুক্ল কেশ ‘অঙ্কিতং’ চিহ্নিত হইয়াছে ‘শিরঃ’
মস্তক ‘গাত্রাণি’ অঙ্গসমুদায় ‘শিথিলায়ন্তে’ অবশ হইতেছে ‘তৃষ্ণা’
আশা ‘একা’ কেবল ‘তরুণায়তে’ নৃতন হইতেছে । ৯ ॥

লোল মাংসে মুখ বিশ্রী হইয়াছে, মস্তকস্থ কেশজাল
শুক্ল হইয়া গিয়াছে, অঙ্গসমুদায় অবশ হইতেছে, (অর্থাৎ
মৃত্যুর আর বড় বিলম্ব নাই) কিন্তু আশা নিত্য নৃতন
হইতেছে । ৯ ॥

নিরুত্তা ভোগেচ্ছা পুরুষবহুমানো বিগলিতঃ

সমানাঃ স্বর্ঘাতাঃ সপদি স্মৃদো জীবিতসমাঃ ।

শনৈর্বক্টুখানং ঘনতিমিরুদ্ধে চ নয়নে

অহো ভুফঃ কায়স্তদপি মরণোপায়চকিতঃ । ১০ ॥

‘নিবৃত্তা’ নিবৃত্ত হইয়াছে ‘ভোগেচ্ছা’ বিষয় ভোগের আকাঙ্ক্ষা
‘পুরুষবহুমানঃ’ পৌরুষাভিমান ‘বিগলিতঃ’ নষ্ট হইয়াছে ‘সমানাঃ’
সমবয়স্ক ‘স্বঃ’ স্বর্গ ‘যাতাঃ’ গিয়াছেন ‘সপদি’ সম্প্রতি ‘স্মৃদঃ’
বন্ধুবর্গ ‘জীবিতসমাঃ’ প্রাণতুল্য ‘শনৈঃ’ অল্পে ‘বক্টুখানং’

যষ্টির উৎক্ষেপণ (অর্থাৎ দণ্ডধারণ) ‘ঘনতিমিররুদ্ধে’ নিবিড়
অন্ধকারে আবৃত ‘চ এবং ‘নয়নে’ নয়নদ্বয় ‘অহো’ আশ্চর্য্য
‘দুর্ঘটঃ’ দোষপূর্ণ ‘কায়ঃ দেহ’ তদপি’ তথাপি ‘মরণোপায়চকিতঃ’
মরণ প্রাপ্তিতে ভয়যুক্ত । ১০ ॥

বিষয় ভোগের আকাঙ্ক্ষা নিবৃত্ত হইয়াছে, পৌরুষাভি-
মান নষ্ট হইয়াছে, প্রাণতুল্য সমবয়স্ক মিত্রগণ সম্প্রতি
লোকান্তর গত হইয়াছেন, চলিতে অশক্ত হইয়া যষ্টি ধারণ
করিয়াছি, নয়ন দ্বয় ঘোরান্ধকারে আবৃত হইয়াছে, আশ্চর্য্য!
তথাপি এই দুর্ঘট দেহ মরণ স্মরণে ভীত হইতেছে । ১০ ॥

আশা নাম নদী মনোরথজলা তৃষাতরঙ্গাকুলা
রাগগ্রাহবতী বিতর্কবিহগা ধর্ম্মক্রমধংসিনী ।
মোহাবর্ত্তসুদুস্তরাতিগহনা প্রোত্তুঙ্গচিন্তাতটী
তস্মাঃ পারগতা বিশুদ্ধমনসো নন্দন্তি যোগীশ্বরঃ । ১১ ॥

‘আশা’ তৃষা ‘নাম’ আখ্যা ‘নদী’ সরিৎ ‘মনোরথজলা’
মনোরথরূপ জল পূর্ণ ‘তৃষাতরঙ্গাকুলা’ তৃষা রূপ তরঙ্গ ব্যাপ্ত
‘রাগগ্রাহবতী’ অনুরাগ রূপ নক্রাদি বিশিষ্ট ‘বিতর্কবিহগা’ কুতর্ক
রূপ বিহঙ্গমযুক্ত ‘ধর্ম্মক্রমধংসিনী’ ধর্ম্মরূপ বৃক্ষের বিনাশ কারিণী
‘মোহাবর্ত্তসুদুস্তরা’ মোহরূপ জলভ্রম দ্বারা অতি দুস্তর ‘অতি-
গহনা’ অতিভ্রম ‘প্রোত্তুঙ্গচিন্তাতটী’ অতি উচ্চ চিন্তা রূপ তট
যুক্ত ‘তস্মাঃ’ তাহার ‘পারগতাঃ’ পারগাম্য ‘বিশুদ্ধমনসঃ’
বিশুদ্ধচিত্ত ‘নন্দন্তি’ আনন্দিত হইয়েন ‘যোগীশ্বরঃ’ যোগীশ্রেষ্ঠ
সকল । ১১ ॥

আশা নামে নদী, মনোরথরূপ জলে পরিপূর্ণ, তৃষারূপ
তরঙ্গ ব্যাপ্ত, অনুরাগ রূপ হিংস্র কুম্ভীরাদি ইহাতে পরিভ্রমণ
করিতেছে, কুতর্ক রূপ জলচর বিহঙ্গম সকল ইতস্ততঃ সঞ্চরণ
করিতেছে, ধর্ম্মরূপ তটতরুগণ সম্মূলে উন্মূলিত হইতেছে,

মোহরূপ জলভ্রম দ্বারা অতিদুস্তর ও অতিদুর্গম হইয়াছে,
চিন্তারূপ উন্নত তট-শালিনী এই আশানদীর পারে গমন
করিয়া বিশুদ্ধচিত্ত জ্ঞানী লোকেরা আনন্দ অনুভব করেন। ১১॥

অবশ্যং যাতার শিরতরমুষিত্বাপি বিষয়াঃ
বিয়োগে কো ভেদ স্ত্যজতি ন জনো যৎ স্বয়মমূন্ ।
ব্রজন্তঃ স্নাতন্ত্র্যাদতুলপরিতাপায় মনসঃ
স্বয়ং ত্যক্তাস্তেতে শমসুখমনস্তং বিদধতি । ১২ ॥

‘অবশ্যং’ অবশ্যই ‘যাতারঃ’ বাইবে ‘শিরতরম্’ বহুকাল
‘উষিত্বা’ বাস করিয়া ‘অপি’ ও ‘বিষয়াঃ’ বিষয় সকল ‘বিয়োগে’
বিচ্ছেদে ‘কঃ’ কি ‘ভেদঃ’ প্রভেদ ‘ত্যজতি’ ত্যাগ করিতেছে ‘ন’
না ‘জনঃ’ লোকে ‘যৎ’ যেহেতু ‘স্বয়ম্’ আপনি ‘অমূন্’ ইহা-
দিগকে ‘ব্রজন্তঃ’ গমন করিলে ‘স্নাতন্ত্র্যাৎ’ স্বাধীন রূপে ‘অতুল-
পরিতাপায়’ অত্যন্ত পরিতাপ জনক ‘মনসঃ’ মনের ‘স্বয়ং’
আপনি ‘ত্যক্তাঃ’ পরিত্যাগ করিলে ‘এতে’ ইহারা ‘শমসুখম্’
শান্তিসুখ ‘অনস্তম্’ অসীম ‘বিদধতি’ বিধান করে। ১২ ॥

বিষয় সমস্ত বহুকাল থাকিলেও অবশ্য গমন করিবেই
করিবেক ; অতএব উহা থাকা না থাকায় এমন কি বিশেষ
আছে যে, লোকে ইহা স্বয়ং পরিত্যাগ করিতে পারে না ।
যদি বিষয় সকল আপন হইতে ক্ষয় পাইয়া যায় মনের
সান্তিশয় অনুতাপ জনক হয়, কিন্তু স্বয়ং পরিত্যাগ করিতে
পারিলে অত্যন্ত শান্তি সুখ জন্মিতে পারে। ১২ ॥

ব্রহ্মজ্ঞানবিবেকনির্ম্মলধিয়ঃ কুর্ক্বন্ত্যহো ছফরং
যস্মুঞ্চস্ত্যুপভোগভাঞ্জ্যপি ধনান্যেকান্ততো নিস্পৃহাঃ ।
ন প্রাপ্তানি পুরা ন সম্প্রতি ন চ প্রাপ্তৌ দৃঢ়প্রত্যয়াঃ
বাঞ্ছামাত্রপরিগ্রহাণ্যপি পরিত্যক্ত্বুং ন শক্তা বয়ম্ । ১৩ ॥

‘ব্রহ্মজ্ঞানবিবেকনির্মলধিঃ’ পরমেশ্বর জ্ঞান জন্মিত বিবেক দ্বারা বিশুদ্ধচিত্ত ব্যক্তি সকল ‘কুর্ন্তস্তি’ করিতেছেন ‘অহো’ আশ্চর্য্য ‘ছন্দরং’ কঠিন কর্ম ‘যং’ যেহেতু ‘মুঞ্চস্তি’ ত্যাগ করিতেছেন ‘উপভোগভাঞ্জি’ উপভোগ যোগ্য ‘অপি’ ও ‘ধনানি’ ধনসকল ‘একান্ততঃ’ নিতান্তই ‘নিম্পূহাঃ’ আকাঙ্ক্ষা রহিত ‘ন’ না ‘প্রাপ্তানি’ পাইয়াছি ‘পুবা’ পূর্বে ‘ন’ না ‘সম্পত্তি’ এক্ষণে ‘ন’ না ‘চ’ এবং ‘প্রাপ্তৌ’ প্রাপ্তি বিষয়ে ‘দৃঢ়প্রত্যয়াঃ’ দৃঢ় বিশ্বাস ‘বাহ্লামাত্র-পরিগ্রহাণি’ ইচ্ছানাশে গৃহীত ‘অপি’ ও ‘পরিত্যক্তুং’ পরিত্যাগ করিতে ‘ন’ না ‘শঙ্কঃ’ সন্দেহ ‘বঃ’ আমরা। ১৩ ॥

আম্নতত্ত্ব জ্ঞান জন্মিত বিবেক দ্বারা বিশুদ্ধচিত্ত ব্যক্তির কি ছন্দর কর্মই করিয়া থাকেন, যেহেতু তাঁহারা উপভোগ যোগ্য লব্ধ ধন সকলও নিতান্ত নিম্পূহ হইয়া পরিত্যাগ করেন। কিন্তু আমরা কখন ধন প্রাপ্তও হই নাই, এক্ষণেও প্রাপ্ত হইতেছি না, পরে পাইব বলিয়া দৃঢ় বিশ্বাসও নাই, অথচ কেবল ধনের অভিলাষমাত্র করিয়া তাহা পরিত্যাগ করিতে পারিতেছি না। ১৩ ॥

ধন্যানাং গিরিকন্দরেষু বসতাং জ্যোতিঃ পরং ধ্যায়তাম্
আনন্দাশ্রকণান্ পিবন্তি শকুনা নিঃশঙ্কমঙ্কেশয়াঃ।
অশ্বাকন্ত মনোরথোপরচিত-প্রাসাদবাপীতট-
ক্রীড়াকাননকেলিকৌতুকজুষামায়ুঃ পরং ক্ষীয়তে। ১৪ ॥

‘ধন্যানাং’ পুণ্যবান্ ব্যক্তির ‘গিরিকন্দরেষু’ গিরিগুহায় ‘বসতাং’ বাস করিতেছেন ‘জ্যোতিঃ’ তেজঃস্বরূপ ‘পরং’ পরমেশ্বর ‘ধ্যায়তাম্’ ধ্যান বিশিষ্ট ‘আনন্দাশ্রকণান্’ আনন্দাশ্র বিন্দু সকল ‘পিবন্তি’ পান করিতেছে ‘শকুনাঃ’ পক্ষিসকল ‘নিঃশঙ্কম্’ বীভশঙ্ক হইয়া ‘অঙ্কেশয়াঃ’ ক্রোড়স্থিত ‘অশ্বাকং’ আমাদিগের ‘তু’ কিন্তু ‘মনোরথোপরচিতপ্রাসাদবাপীতটক্রীড়াকানন-কেলিকৌতুকজুষাং’

মনোরথে কল্পিত অটালিকায় দীর্ঘিকাভীরে এবং ক্রীড়াকাননে
ক্রীড়া দ্বারা আক্লাদিত 'আয়ুঃ' পরমাযুঃ 'পরং' কেবল 'ক্ষীয়তে'
ক্ষীণ হইতেছে । ১৪ ॥

পুণ্যবান্ ব্যক্তির জ্যোতির্ময় পরমেশ্বরের ধ্যানে রত
থাকিয়া গিরিগুহায় বাস করিতেছেন, বিহঙ্গমগণ নিঃশঙ্কচিত্তে
অঙ্কস্থিত হইয়া তাঁহাদের আনন্দাশ্রু বিন্দু পান করিতেছে ।
কিন্তু আমরা অটালিকায় সরোবরতীরে এবং ক্রীড়াকাননে
ক্রীড়া কৌতুক কেবল মনে মনে কল্পনা করিয়াই আয়ুঃ
ক্ষয় করিতেছি । ১৪ ॥

স্তনৌ মাংসগ্রস্থী কনককলসাবিত্যুপমিতৌ
মুখং শ্লেষ্মাগারং তদপিচ শশাঙ্কেন তুলিতম্ ।
স্রবন্মূত্রক্রিম্নং করিবরকরম্পর্জি জঘনং
মুছ নিন্দ্যং রূপং কবিবরবিশেষৈ গুরু কৃতম্ । ১৫ ॥

'স্তনৌ' স্তনদ্বয় 'মাংসগ্রস্থী' মাংসের পিণ্ড 'কনককলসৌ' স্রবণ
কলস 'ইতি' এইবলিয়া 'উপমিতৌ' উপমিত হইয়াছে 'মুখং' মুখ
'শ্লেষ্মাগারং' কফের মন্দির 'তং' তাহা 'অপি' ও 'চ' এবং
'শশাঙ্কেন' চন্দ্রের সহিত 'তুলিতম্' তুলনা দেওয়া হইয়াছে
'স্রবন্মূত্রক্রিম্নং' মূত্র ক্ষরণাদি দ্বারা ক্লেদযুক্ত 'করিবরকরম্পর্জি'
হস্তি শুণ্ডা সদৃশ 'জঘনং' জজ্ঞার অগ্রভাগ 'মুছঃ' পুনঃ পুনঃ
'নিন্দ্যং' নিন্দনীয় 'রূপং' শব্দীর 'কবিবরবিশেষৈঃ' কবিশ্রেষ্ঠ
মহাশয়বা 'গুরু' গৌরবান্বিত 'কৃতং' করিয়াছেন । ১৫ ॥

স্তনদ্বয় কেবল মাংসের পিণ্ড মাত্র, হেমকুস্তুরের সহিত
ইহার উপমা দিয়াছেন । কফ কাশের আধার যে মুখ তাহা-
কেও চন্দ্রের তুল্য করিয়া কহিয়াছেন । মূত্রাদি ক্ষরণ ও
ক্লেদ যুক্ত জঘন দ্বয়কে হস্তিশুণ্ডার তুল্য বলিয়াছেন । স্মতরাং

কবিবর মহাশয়রা নারী শরীরকে, বাস্তবিক নিন্দনীয় হইলেও
গৌরবান্বিত করিয়া তুলিয়াছেন । ১৫ ॥

ভিক্ষাশনং তদপি নীরসমেকবারং
শয্যা চ ভূঃ পরিজনো নিজদেহমাত্রম্ ।
বস্ত্রঞ্চ জীর্ণপটখণ্ডনিবন্ধকস্থা
হাহা তথাপি বিষয়ান্ ন পরিত্যজন্তি । ১৬ ॥

‘ভিক্ষাশনং’ ভিক্ষালব্ধ অন্ন ভোজন ‘তৎ’ তাহা ‘অপি’ ও ‘নীর-
সম্’ মধুরাদি রস হীন ‘একবারং’ একবার ‘শয্যা’ শয্যা ‘চ’ এবং
‘ভূঃ’ পৃথিবী ‘পরিজনঃ’ পরিবার ‘নিজদেহমাত্রম্’ স্বীয় শরীর-
মাত্র ‘বস্ত্রং’ বসন ‘চ’ এবং ‘জীর্ণপটখণ্ডনিবন্ধকস্থা’ জীর্ণ বস্ত্র-
খণ্ডে রচিত কস্থা ‘হা হা’ হায় হায় ‘তথাপি’ তবুও ‘বিষয়ান্’
বিষয় সকল ‘ন’ না ‘পরিত্যজন্তি’ পরিত্যাগ করিতেছে । ১৬ ॥

ভিক্ষালব্ধ নীরস অন্ন একাহার, ভুতল শয্যা, স্বীয় শরীর-
মাত্র পরিবার, জীর্ণ বস্ত্রখণ্ড রচিত কস্থাই পরিধেয়, হায় হায়!
এমন অবস্থাতেও লোকে বিষয় বাসনা ত্যাগ করে না । ১৬ ॥

অজ্ঞানন্ মহান্নাং পততি শলভ স্তীব্রদহনে
স মীনোহপ্যজ্ঞানাৎ বড়িশযুতমশ্মাতি পিশিতম্ ।
বিজ্ঞানন্তোহপ্যেতে বয়মিহ বিপজ্জালজটিলান্
ন মুঞ্চামঃ কামানহহ গহনো মোহমহিনা । ১৭ ॥

‘অজ্ঞানন্’ না জানিয়া ‘মহান্নাং’ প্রভাব ‘পততি’ পতিত হয়
‘শলভঃ’ পতঙ্গ ‘স্তীব্রদহনে’ দীপ্ত অগ্নিতে ‘সঃ’ সেই ‘মীনঃ’ নংমু
‘অপি’ ও ‘অজ্ঞানাৎ’ অজ্ঞানবশতঃ ‘বড়িশযুতম্’ বড়িশ যুক্ত ‘অ-
শ্মাতি’ ভোজন করে ‘পিশিতম্’ মাংস ‘বিজ্ঞানন্তঃ’ বিশেষ জানিয়া
‘অপি’ ও ‘এতে’ এই ‘বয়ম্’ আমরা ‘ইহ’ এই সংসারে ‘বিপজ্জাল-
জটিলান্’ বিপদ সমূহে আবৃত ‘ন’ না ‘মুঞ্চামঃ’ ত্যাগ করিতেছি

‘কামান্’ বিষয় সকল ‘অহহ’ খেদসূচক ‘গহনঃ’ চ্ছজ্জৈয় ‘মোহ-
মহিমা’ মোহের মাহাত্ম্য। ১৭ ॥

পতঙ্গ দাহছুঃখ না জানিয়াই দীপ্ত অগ্নিতে পতিত হয়,
এবং মৎশ্যও না জানিয়াই বড়িশবিদ্ধ মাংসখণ্ড গ্রাস করে ;
কিন্তু আমরা এই সংসারে বিষয় সকল পদে পদে বিপদ বৃদ্ধ
জানিয়া শুনিরাও ত্যাগ করিতে পারি না ; হায় ! হায় ! মোহের
কি অনির্কচনীয় মহিমা !। ১৭ ॥

তুঙ্গং বেশ্ম স্মৃতাঃ সতামভিমতাঃ সংখ্যাতিগাঃ সম্পদঃ
কল্যাণী দয়িতা বয়শ্চ নবমিত্যজ্ঞানমূঢ়ো জনঃ ।
মহ্না বিশ্বমনশ্বরং নিবিশতে সংসারকারাগৃহে
সংদৃশ্য ক্ষণভঙ্গুরং তদখিলং ধন্যস্ত সন্ন্যস্ততি । ১৮ ॥

‘তুঙ্গং’ উচ্চ ‘বেশ্ম’ গৃহ ‘স্মৃতাঃ’ পুত্রসকল ‘সতাম্’ সাধুদিগের
‘অভিমতাঃ’ সম্মত ‘সংখ্যাতিগাঃ’ সংখ্যাভীত ‘সম্পদঃ’ ঐশ্বর্য্য সমুদয়
‘কল্যাণী’ মঙ্গলদায়িকা ‘দয়িতা’ প্রিয়তমা ‘বয়ঃ’ বয়ঃক্রম ‘চ’
এবং ‘নবম্’ নবীন ‘ইতি’ এইপ্রকার ‘অজ্ঞানমূঢ়ঃ’ অজ্ঞানান্ধ
‘জনঃ’ ব্যক্তি ‘মহ্না’ মানিয়া ‘বিশ্বম্’ জগৎ ‘অনশ্বরং’ অক্ষয়
‘নিবিশতে’ প্রবিষ্ট হইতেছে ‘সংসারকারাগৃহে’ সংসাররূপ কারা-
গারে ‘সংদৃশ্য’ দেখিয়া ‘ক্ষণভঙ্গুরং’ অল্পকালস্থায়ী ‘তৎ’ সেই ‘অ-
খিলং’ সমস্ত ‘ধন্যঃ’ পুণ্যবান্ ‘তু’ কিন্তু ‘সন্ন্যস্ততি’ পরিত্যাগ
করিয়া থাকে । ১৮ ॥

উন্নত ভবন, সাধুসম্মত সন্তানগণ, অসীম সম্পত্তি, স্ম-
লক্ষণা প্রেয়সী, নবীন বয়স্ এই সমস্ত জগতের বস্তু চিরস্থায়ী
বিবেচনা করিয়া অজ্ঞানান্ধ ব্যক্তির সংসার কারাগারে
প্রবেশ করিতেছে । কিন্তু পুণ্যবান্ ব্যক্তির এই সমুদায়কে
ক্ষণভঙ্গুর জানিয়া পরিত্যাগ করিয়া থাকেন । ১৮ ॥

দীনাং দীনমুখৈঃ স্বকীয়শিশুকৈরাকুটজীর্ণাম্বরাং
ক্রোশন্তিঃ ক্ষুধিতৈঃ নিরন্নজঠরাং পশ্চেন্ন চেদোহিনীম্।
যাচ্ঞাভঙ্গভয়েন গদাদগলোদাচ্ছদ্বিলীনাঙ্করং
কো দেহীতি বদেৎ স্বদন্ধজঠরস্থার্থে মনস্বী পুমান্। ১৯ ॥

‘দীনাং’ দুর্দশাপন্ন ‘দীনমুখৈঃ’ ম্লানবদন ‘স্বকীয়শিশুকৈঃ’
স্বীয় সন্তানগণ ‘আকুটজীর্ণাম্বরাং’ জীর্ণবস্ত্র গৃহীত ‘ক্রোশন্তিঃ’
রোদন করত ‘ক্ষুধিতৈঃ’ ক্ষুধায়ুক্ত ‘নিরন্নজঠরাং’ উদরে অন্ন নাই
‘পশ্চেন্ন’ দেখে ‘ন’ না ‘চেৎ’ যদি ‘গেহিনীম্’ গৃহিবীকে ‘যাচ্ঞা-
ভঙ্গভয়েন’ প্রার্থনা ভঙ্গভয়ে ‘গদাদগলোদাচ্ছদ্বিলীনাঙ্করং’ জড়ী-
ভূত কণ্ঠ হইতে উচ্চারিত অস্পষ্ট ধ্বনি ‘কঃ’ কে ‘দেহি’ দাও
‘ইতি’ ইহা ‘বদেৎ’ বলে ‘স্বদন্ধজঠরস্থার্থে’ আপন দন্ধ উদরের
জন্ত ‘মনস্বী’ প্রশস্তমনাঃ ‘পুমান্’ পুরুষ। ১৯ ॥

ক্ষুধার্ত্ত ম্লানবদন স্বীয় সন্তানগুলি রোদন করিতে করিতে
অতিদীনা অন্নহীনা গৃহিণীর জীর্ণ বস্ত্রাঞ্চল ধরিয়া আকর্ষণ
করিতেছে যদি না দেখিতে হইত, তাহা হইলে কোন্ মনস্বী
ব্যক্তি প্রার্থনার ভঙ্গ ভয়ে জড়ীভূত কণ্ঠ নিঃসৃত গদাদ ধ্বনিতে
কেবল স্বীয় দন্ধ উদরের জন্য ‘দেহি’ এই বাক্য বলিতে
সম্মত হইত। ১৯ ॥

অভিমতমহামানগ্রন্থিপ্ৰভেদপটীয়সী

গুরুতরগুণগ্রামাস্ত্রোজক্ষুটোজ্জলচন্দ্রিকা।

বিপুলবিলসল্লজ্জাবল্লীবিদারকুঠারিকা

জঠরপিঠরী ছুস্পূরেয়ং করোতি বিড়ম্বনাম্। ২০ ॥

‘অভিমতমহামানগ্রন্থিপ্ৰভেদপটীয়সী’ বাঞ্ছিত মহৎ মান্যতারূপ
গ্রন্থির শৈথিল্য কবণে কুশলা ‘গুরুতরগুণগ্রামাস্ত্রোজক্ষুটোজ্জল-
চন্দ্রিকা’ গুরুতর গুণ সমূহ রূপ পদ্মের প্রকাশ বিষয়ে উজ্জ্বল
চন্দ্রিকা স্বরূপ ‘বিপুলবিলসল্লজ্জাবল্লীবিদারকুঠারিকা’ মহৎ প্রকা-

শমান লজ্জারূপ লতার ছেদনে কুঠারস্বরূপ 'জঠরপিঠরী' উদররূপ কলসী 'ছুপ্পরা' পূর্ণকরা অসাধ্য 'ইযং' এই 'করোতি' করিতেছে 'বিড়ম্বনাম্' বধনা । ২০ ॥

এই ছুপ্পুরণীয় উদরকলসী কতই বধনা করিতেছে, বাঞ্ছিত বিপুল মান বিনাশ করিতেছে, পদ্মপ্রকাশ বিষয়ে চন্দ্রিকার ন্যায় উৎকৃষ্ট গুণ সমূহ প্রকাশের বাধা বিধান করিতেছে এবং লজ্জা লতার সমূলে উন্মূলন করিতেছে । ২০ ॥

পুণ্যগ্রামে বনে বা মহতি সিতপটচ্ছেদপালীং কপালীম্
আদায় ন্যায়গর্ভং দ্বিজহৃতহৃতভুক্ষু মধুম্রোপকণ্ঠম্ ।
দ্বারং দ্বারং প্রবিষ্টো বরমুদরদরীপূরণায় ক্ষুধার্তো
মানী প্রাণী সনাথো ন পুনরনুদিনং তুল্যকুল্যোষু দীনঃ । ২১ ॥

'পুণ্যগ্রামে' পবিত্র গ্রামে 'বনে' অরণ্যে 'বা' অথবা 'মহতি' মহৎ 'সিতপটচ্ছেদপালীং' শুক্লবর্ণ ছিন্ন বস্ত্রের মুলী 'কপালীম্' ভিক্ষাপাত্র 'আদায়' লইয়া 'ন্যায়গর্ভং' সত্যপূর্ণ 'দ্বিজহৃতহৃত-ভুগ্ধুমধুম্রোপকণ্ঠং' ব্রাহ্মণদিগের হৃতাগ্নি দ্বারা ধূম্রবর্ণ নিকটবর্তী স্থান 'দ্বারং দ্বারং' দ্বারে দ্বারে 'প্রবিষ্টঃ' প্রবেশ করা 'বরম্' শ্রেষ্ঠ কল্প 'উদরদরীপূরণায়' উদরগর্ভ পূরণের নিমিত্ত 'ক্ষুধার্তঃ' ক্ষুধায় কাতর 'মানী' মানবিশিষ্ট 'প্রাণী' প্রাণবিশিষ্ট 'সনাথঃ' নাথ বিশিষ্ট 'ন' না 'পুনঃ' কিন্তু 'অনুদিনং' প্রতিদিন 'তুল্যকুল্যোষু' সজাতীয়-বর্গের নিকট 'দীনঃ' দরিদ্র । ২১ ॥

শুভ বস্তুখণ্ডে নির্মিত ভিক্ষার মুলী অবলম্বন করিয়া কোন পুণ্যগ্রামে বা মহারণ্যে ব্রাহ্মণদিগের হোমাগ্নির ধূমে ধূম্রবর্ণ সত্যপূর্ণ দ্বারে দ্বারে প্রবেশ পূর্বক উদরগর্ভ পূরণ করা বরং শ্রেয়ঃ কল্প, কিন্তু মান যুক্ত ও নাথ যুক্ত হইয়া প্রতিদিন সজাতীয় বর্গের নিকট ক্ষুধার্ত ও দীনভাবাপন্ন হওয়া কদাপি কর্তব্য নয় । ২১ ॥

গঙ্গাতরঙ্গকণশীকরশীতলানি
 বিদ্যাধরাধ্যুষিতচারুশিলাতলানি ।
 স্থানানি কিং হিমবতঃ প্রলয়ং গতানি
 যৎ সাবমানপরপিগুরতা মনুষ্যাঃ । ২২ ॥

‘গঙ্গাতরঙ্গকণশীকরশীতলানি’ গঙ্গাতরঙ্গের জলকণদ্বারা শীতল
 ‘বিদ্যাধরাধ্যুষিতচারুশিলাতলানি’ বিদ্যাধর গণ কর্তৃক অধিষ্ঠিত
 মনোহর শিলাতল ‘স্থানানি’ স্থানসকল ‘কিং’ কি ‘হিমবতঃ’
 হিমালয়ের ‘প্রলয়ং’ নাশ ‘গতানি’ পাইয়াছে ‘যৎ’ যেহেতু ‘সাবমান
 পরপিগুরতাঃ’ অপমানের সহিত পরাম্বে আসক্ত ‘মনুষ্যাঃ’
 মানুষ্যেরা । ২২ ॥

গঙ্গাতরঙ্গের জলকণ সম্পর্কে শূশীতল, বিদ্যাধরগণের
 অধিষ্ঠান, হিমালয় পর্বতের-সেই সমস্ত মনোহর শিলাতল
 কি বিনষ্ট হইয়া গিয়াছে, যেহেতু মনুষ্যেরা অপমানিত
 হইয়া পরপিণ্ড ভোজনে আসক্ত হইতেছে । ২২ ॥

কিং কন্দাঃ কন্দরেভাঃ প্রলয়মুপগতা নিব্বরা বা গিরিভাঃ
 প্রধ্বস্তাঃ কিং মহীজাঃ সরসফলভূতো বল্কলিনাশচ শাখাঃ ।
 বীক্ষ্যন্তে যন্মুখানি প্রসভমপগতপ্রশ্রয়াণাং খলানাং
 দুঃখোপাত্তাপ্পবিত্তস্ময়পবনবশান্নর্জিতভ্রুতানি । ২৩ ॥

‘কিং’ কি ‘কন্দাঃ’ মূল সকল ‘কন্দরেভাঃ’ গিরিগুহা হইতে
 ‘প্রলয়ম্’ নাশ ‘উপগতাঃ’ পাইয়াছে ‘নিব্বরাঃ’ ঝরণা সকল ‘বা’
 কিংবা ‘গিরিভাঃ’ পর্বত হইতে ‘প্রধ্বস্তাঃ’ নষ্ট হইয়াছে ‘কিং’ কি
 ‘মহীজাঃ’ বৃক্ষ সকল ‘সরসফলভূতঃ’ রসবৎ ফল যুক্ত ‘বল্কলিনাশঃ’
 বল্কল বিশিষ্ট ‘চ’ এবং ‘শাখাঃ’ ডাল সকল ‘বীক্ষ্যন্তে’ দর্শন
 করিতেছে ‘যৎ’ যেহেতু ‘মুখানি’ মুখ সমুদায় ‘প্রসভম্’ হঠাৎ
 ‘অপগতপ্রশ্রয়াণাং’ বিনয় রহিত ‘খলানাং’ খলদিগের ‘দুঃখো-
 পাত্তাপ্পবিত্তস্ময়পবনবশাং’ দুঃখে উপার্জিত অল্প ধনের অহঙ্কার

রূপ বায়ুবেগ বশতঃ 'নির্ভিতজঙ্গলানি' জঙ্গরূপ লতা নৃত্য করি-
তেছে। ২৩ ॥

গিরিগুহার মধ্যে মূল সকল কি নষ্ট হইয়াছে, নির্ঝরজল
কি শুষ্ক হইয়াছে, সরস ফলবান্ তরুগণ কি বিনষ্ট হইয়াছে,
শাখা সকল কি বকুলবিহীন হইয়াছে; যেহেতু অতিদুঃখে
যৎকিঞ্চিৎ ধন উপার্জন করিয়াও সাতিশয় গর্ভিত ও
অবিনীত ছুর্জন দিগের ভ্রুকুটীকুটিল মুখ লোকেরা অব-
লোকন করিতেছে। ২৩ ॥

পুণ্যে মূলফলেঃ প্রিয়ৈশ্চ মলিলৈঃ বৃত্তিৎ কুরুষ্বাধুনা
ভূশয্যাং নবপল্লবৈ বিতনুতাম্মস্তিষ্ঠ যামো বনম্।
ক্ষুদ্রাণামবিবেকমুচমনসাং তত্রেশ্বরানাং সদা
বিস্তব্যাদিবিকারবিস্বলগিরাং নামাপি ন জয়তে। ২৪ ॥

'পুণ্যেঃ' পবিত্র 'মূলফলেঃ' মূলফলদ্বারা 'প্রিয়ৈঃ' প্রীতিজনক
'চ' এবং 'মলিলৈঃ' জল দ্বারা 'বৃত্তিৎ' উপজীবিকা 'কুরুষ্ব' কর
'অধুনা' এক্ষণে 'ভূশয্যাং' ভূমি শয়নস্থান 'নবপল্লবৈঃ' নূতন
পল্লব দ্বারা 'বিতনুতাম্' বিস্তার কর 'স্তিষ্ঠ' উঠ 'যামঃ' গমন
করি 'বনম্' অরণ্যে 'ক্ষুদ্রাণাম্' নীচদিগের 'অবিবেকমুচমনসাং'
অবিবেচনা দ্বারা মুগ্ধমানস 'তত্র' তথায় 'ঐশ্বরানাং' ধনীদিগের
'সদা' সর্বদা 'বিস্তব্যাদিবিকারবিস্বলগিরাং' ধনরূপ ব্যাধির বিকারে
বিস্বলবাক্য 'নাম' নান 'অপি' ও 'ন' না 'জয়তে' শ্রুত হয়। ২৪ ॥

এক্ষণে পবিত্র ফল মূল ও তৃপ্তিকর মলিল দ্বারা জীবিকা
নির্বাহ কর, কোমল নব পল্লব বিস্তীর্ণ করিয়া ভূতলে শয্যা
প্রস্তুত কর, হে বন্ধুগণ! উঠ, চল আমরা অরণ্যে প্রস্থান
করি, তথায়, অধম অবিবেকী ও ধনরূপ রোগের বিকার বশতঃ
প্রলাপভাষী ধনীদিগের নামও শ্রুত হইবেক না। ২৪ ॥

ফলং স্বেচ্ছালভ্যং প্রতিবনমখেদং ক্ষিতিকুহাং
 পয়ঃ স্থানে স্থানে শিশিরমধুরং পুণ্যসরিতাম্ ।
 স্মৃৎস্পর্শা শয্যা সুললিতলতাপল্লবময়ী
 সহস্বে সন্তাপং তদপি ধনীনাং দ্বারি রূপণাঃ । ২৫ ॥

‘ফলং’ ফল ‘স্বেচ্ছালভ্যং’ স্বেচ্ছাধীন লাভ হয় ‘প্রতিবনম্’
 সকল বনে ‘অখেদং’ বিনা ক্লেণে ‘ক্ষিতিকুহাং’ বৃক্ষ সকলের
 ‘পয়ঃ’ জল ‘স্থানে স্থানে’ সর্বত্র ‘শিশিরমধুরং’ শীতল ও সুমিষ্ট
 ‘পুণ্যসরিতাম্’ পবিত্র নদীর ‘স্মৃৎস্পর্শা’ স্মৃৎস্পর্শ বিশিষ্ট ‘শয্যা’
 শয়নস্থান ‘সুললিতলতাপল্লবময়ী’ সুকোমল লতাপল্লবে রচিত
 ‘সহস্বে’ সহ্য করে ‘সন্তাপং’ দুঃখ ‘তদপি’ তথাপি ‘ধনীনাং’ ধনী-
 দিগের ‘দ্বারি’ দ্বারে ‘রূপণাঃ’ দানতাপসম। ২৫ ॥

সকল বনেই তরুণের ফল এবং সর্বত্রই পবিত্র নদীর
 মধুর শীতল জল, ও ানে স্থানে সুকোমল লতাপল্লবে স্মৃৎ-
 স্পর্শা শয্যা বিদ্যমান আছে, ইচ্ছামাত্র অনায়াসে লব্ধ হইতে
 পারে, তথাপি লোকেরা দীনতাপসম হইয়া ধনীদিগের
 দ্বারে দ্বারে নিরন্তর সন্তপ্ত হইতেছে। ২৫ ॥

যে বর্জ্যন্তে ধনপতিপুরঃ প্রার্থনাসিদ্ধিতাজো
 যে চাম্পদ্বং দধতি বিষয়াক্ষেপপর্যাস্তবুদ্ধেঃ ।
 তেষামন্তঃস্কুরিতহসিতং বাসরাণাং স্মরেয়ং
 ধ্যানচ্ছেদে শিখরিকুহরপ্রাবশ্যানিষণ্ণঃ । ২৬ ॥

‘যে’ যাহারা ‘বর্জ্যন্তে’ বৃদ্ধি পাইতেছে ‘ধনপতিপুরঃ’ ধনীদি-
 গের অগ্রে ‘প্রার্থনাসিদ্ধিতাজো’ প্রার্থনা সিদ্ধি করিয়া ‘যে’ যাহারা
 ‘চ’ এবং ‘অল্পদ্বং’ লঘুদ্বং ‘দধতি’ ধারণ করিতেছে ‘বিষয়াক্ষেপ
 পর্যাস্তবুদ্ধেঃ’ বিষয় ক্লেণে বিপরীতবুদ্ধি ব্যক্তির নিকট ‘তেষাম্’
 তাহাদের ‘অন্তঃস্কুরিতহসিতং’ অন্তঃকরণে প্রকাশিত হাস্ত
 ‘বাসরাণাং’ দিন সকল ‘স্মরেয়ং’ স্মরণ কবি ‘ধ্যানচ্ছেদে’

ধ্যানাবসানে শিখরিকুহরপ্রাবশম্যানিযগ্নঃ' পর্ততগুহায় প্রস্তরাসনে
উপদিষ্ট। ২৬ ॥

যে সকল ব্যক্তির ধনীদিগের নিকট প্রার্থনা সিদ্ধি করিয়
বুদ্ধি পাইতেছে, আর যে সকল ব্যক্তির, বিষয়ের বিবিধ
যন্ত্রণায় বিপরীতবুদ্ধি ব্যক্তিদের নিকট আপন হীনত্ব স্বীকার
করিতেছে, আমি ধ্যানাবসানে গিরিগুহার পাষণাসনে
সুখাসীন হইয়া তাহাদের সেই সকল দিন সহায় মাননে
স্মরণ করিতেছি। ২৬ ॥

ভিক্ষাহারমদীনমপ্রতিহতং ভীতিচ্ছিদং সর্ষদা
দুর্মাৎসর্যামদাভিমানমখনং দুঃখৌঘবিধংসনম্।
সর্ষত্রানুহমপ্রবত্তমূলভং সাধুপ্রিয়ং পাবনং
শস্ত্রোঃ সত্রমবার্যামক্ষয়নিধিং শংসন্তি যোগীশ্বরঃ। ২৭।

'ভিক্ষাহারম্' ভিক্ষালব্ধ অন্ন ভোজন 'অদীনম্' দীনতা শূন্য
'অপ্রতিহতং' বাঘাতরহিত 'ভীতিচ্ছিদং' ভয়নাশক 'সর্ষদা'
সকল কালে 'দুর্মাৎসর্যামদাভিমানমানং' ভ্রষ্ট মাত্সর্য্য মত্ততা ও
অভিমান নাশক 'দুঃখৌঘবিধংসনম্' দুঃখদমুহের ধ্বংস কারক
'সর্ষত্র' সকল স্থানে 'অনুহম্' প্রতিদিন 'অপ্রবত্তমূলভং' অনায়াস
লভ্য 'সাধুপ্রিয়ং' সাধুদিগের প্রিয় 'পাবনং' পবিত্র 'শস্ত্রোঃ' শিবের
'সত্রম্' ব্রতস্বরূপ 'অবার্যাম্' অবারণীয় 'অক্ষয়নিধিং' ক্ষয়হীন রত্ন
'শংসন্তি' প্রশংসা করেন 'যোগীশ্বরঃ' প্রধান যোগীরা। ২৭ ॥

দীনতা শূন্য, প্রতিবন্ধ রহিত, সর্ষদা ভয় নাশক, দুর্মা
ৎসর্য্য মত্ততা ও অভিমান নাশক, দুঃখ রাশির উচ্ছেদক
অনায়াসলভ্য, সাধুলোকের প্রিয়, পবিত্র, অক্ষয় রত্ন তুল্য
অনিবার্য্য, মহাদেবের ব্রত স্বরূপ প্রতিদিন সর্ষত্র ভিক্ষায়
ভোজন যোগাশ্রেষ্ঠেরা প্রশংসা করিয়া থাকেন। ২৭ ॥

ভোগে রোগভয়ং কুলে চ্যুতিভয়ং বিত্তে নৃপালাংভয়ং
 মানে দৈন্যভয়ং বলে রিপুভয়ং রূপে তরুণ্যা ভয়ম্ ।
 শাস্ত্রে বাদিভয়ং গুণে খলভয়ং কায়ে কৃতান্তাং ভয়ম্
 সর্কং বস্তু ভয়াশ্চিতং ভূবি নৃগাং বৈরাগ্যমেবাভয়ম্ । ২৮ ॥

‘ভোগে’ প্রচুর ভোগ করিলে ‘রোগভয়ং’ রোগের ভয় ‘কুলে’
 কুল থাকিলে ‘চ্যুতিভয়ং’ কুলনাশভয় ‘বিত্তে’ ধন হইলে ‘নৃপা-
 লাং’ রাজাহইতে ‘ভয়ং’ ভয় ‘মানে’ মান্যতা জন্মিলে ‘দৈন্যভয়ং’
 দ্রাবিদ্রোর ভয় ‘বলে’ অধিক বল হইলে ‘রিপুভয়ং’ শত্রুহইতে ভয়
 ‘রূপে’ সৌন্দর্য্য থাকিলে ‘তরুণ্যাঃ’ তরুণী হইতে ‘ভয়ং’ ভয় ‘শাস্ত্রে’
 শাস্ত্রজ্ঞান জন্মিলে ‘বাদিভয়ং’ প্রতিবাদীর ভয় ‘গুণে’ গুণ বিষয়ে
 ‘খলভয়ং’ দুর্জন হইতে ভয় ‘কায়ে’ দেহবিষয়ে ‘কৃতান্তাং’ যম-
 হইতে ‘ভয়ং’ ভয় ‘সর্কং’ সমুদয় ‘বস্তু’ বিষয় ‘ভয়াশ্চিতং’ ভয়যুক্ত
 ‘ভূবি’ পৃথিবীতে ‘নৃগাং’ মনুষ্যদিগের ‘বৈরাগ্যম্’ বিষয়েতে তুচ্ছ-
 জ্ঞান ‘এব’ ই ‘অভয়ম্’ ভয়শূন্য । ২৮ ॥

যদি অধিক ভোগ কর রোগের ভয়, কুলীন হইলে কুল-
 চ্যুতির ভয়, ধনবান্ হইলে রাজা হইতে ভয়, মান্যতা হইলে
 দরিদ্র হইবার ভয়, অধিক বল জন্মিলে শত্রু হইতে ভয়,
 রূপবান্ হইলে যুবতী হইতে ভয়, শাস্ত্রজ্ঞান জন্মিলে প্রতি-
 পক্ষের ভয়, গুণ হইলে দুর্জনের ভয়, শরীরেতে মৃত্যুর ভয় ;
 স্মৃতরাং সংসারে সমস্ত বস্তুই ভয় জনক হইয়া রহিয়াছে,
 কেবল বৈরাগ্যেই কোন ভয়, নাই । (অতএব হে মানবগণ !
 তোমরা বৈরাগ্য অবলম্বনপূর্ব্বক ভয় হইতে মুক্ত হও) । ২৮ ॥

আক্রান্তং মরণেন জন্ম জরসা যাত্যন্তমং যৌবনং
 সন্তোষো ধনলিপ্সয়া শমস্মুখং প্রৌঢ়াঙ্কনাবিব্রমৈঃ ।
 লৌকৈ স্মৎসরিতি গুণা বনভুবো ব্যাটৈ নৃপা দুষ্কনৈঃ
 অটৈ : স্যেগ বিভুতয়োহপ্যুপহতা গ্রন্থং ন কিং কেন বা । ২৯ ॥

‘আক্রান্তং’ আক্রমণ করিয়াছে ‘মরণেন’ মরণ ‘জন্ম’ জীবন ‘জরসা’ বৃদ্ধাবস্থা ‘যাতি’ যাইতেছে ‘উত্তমং’ উত্তম ‘যৌবনং’ যৌবন ‘সন্তোষঃ’ সন্তোষ ‘ধনলিপ্সয়া’ ধনাকাঙ্ক্ষা ‘শমসুখং’ শান্তিসুখ ‘প্রৌঢ়াঙ্গনাবিজ্রৈমঃ’ পূর্ণযৌবনা কামিনীর হাব ভাবাদি ‘লোকৈঃ’ লোকেরা ‘মৎসরিভিঃ’ অহঙ্কৃত ‘গুণাঃ’ গুণ সকল ‘বনভুবঃ’ বনস্থলী ‘ব্যালৈঃ’ হিংস্র জন্তুরা ‘নৃপাঃ’ রাজাসকল ‘দুর্জ্ঞৈঃ’ দুর্জ্ঞনেরা ‘অশ্বৈর্যোগ’ অশ্বিবতা ‘বিভৃতয়ঃ’ ঐশ্বর্য্য ‘অপি’ ও ‘উপহতাঃ’ নাশ প্রাপ্ত ‘গ্রস্তং’ গ্রাস করিয়াছে ‘ন’ না ‘কিং’ কি ‘কেনবা’ কেইবা । ২৯ ॥

মৃত্যু, জীবদিগের জীবনকে গ্রাস করিয়া রাখিয়াছে মনোহর যৌবন জরার গ্রাসে পতিত রহিয়াছে, ধনলালসার সন্তোষ প্রস্থান করিয়াছে, পূর্ণযৌবনা কামিনীদিগের হাব ভাবাদি দ্বারা শান্তিসুখ বিন্দুমাত্রও নাই, অহঙ্কৃত লোকের গুণগ্রাম গ্রাস করিয়াছে, হিংস্র জন্তুরা বনস্থলী অধিকা করিয়াছে, দুর্জ্ঞনেরা রাজাদিগের উপদ্রব করিতেছে, ঐশ্বর্য্য অশ্বৈর্য্যে নাশের অধীন হইয়াছে, স্মৃতরাং কেই বা কোং বস্তু গ্রাস না করে । (বস্তুতঃ কোন বস্তুই এক অবস্থা থাকিতে পারেনা, সকলই চঞ্চল, সকলই অনিত্য) । ২৯ ॥

আধিব্যাধিশতে জনশ্চ বিবিধৈরারোগ্যমুন্মূলাতে
লক্ষ্মীর্যত্র পতন্তি তত্র বিবৃতদ্বারা ইব হ্যাপদঃ ।

জাতং জাতমবশ্যমাশু বিবশং মৃত্যুঃ কেরোত্যান্নমাৎ

তৎ কিং কেন নিরঙ্কুশেন বিধিনা যন্নির্মিতং তৎস্থিরম্ ॥ ৩০

‘আধিব্যাধিশতেঃ’ মানসিক ও শারীরিক পীড়া সমূহ ‘জনশ্চ’ লোকের ‘বিবিধৈঃ’ নানাবিধ ‘আরোগ্যম্’ স্বাস্থ্য ‘উন্মূলাতে’ উন্মূলিত করিতেছে ‘লক্ষ্মীঃ’ সম্পত্তি ‘যত্র’ যে স্থানে ‘পতন্তি’ পতিত হয় ‘তত্র’ তথায় ‘বিবৃতদ্বারাঃ’ মুক্ত দ্বার ‘ইব’ যেন ‘হি’ নিশ্চয় ‘অপদঃ’ বিপদ সমূহ ‘জাতং’ উৎপন্ন ‘জাতং’ জীবগণকে ‘অব-

শ্যন্ অবশ্যই 'আশু' শীঘ্র 'বিবশং' পরাধীন 'মৃত্যুঃ' মরণ 'করোতি' করিতেছে 'আত্মসাৎ' আপন আয়ত্ত 'তৎ' অতএব 'কিং' কি 'কেন' কোন্ 'নিরঙ্কুশনং' প্রতিবন্ধ রহিত 'বিধিনা' বিধাতা 'যৎ' যাহা 'নির্মিতং' নির্মাণ করিয়াছেন 'তৎ' তাহা 'স্থিরম্' চিরস্থায়ী । ৩০ ॥

শতশত মানসিক ও শারীরিক নানাবিধ পীড়া মনুষ্যের আরোগ্য উন্মূলন করিতেছে, যেখানে সম্পত্তি থাকে তথায় মৃত্যুদ্বার হইয়াই যেন বিপত্তি সকল উপস্থিত হয়, যে জন্ম গ্রহণ করিতেছে, মৃত্যু তাহাকেই অবশ্য করিয়া আপন আয়ত্ত করিতেছে ; অতএব কোন্ স্বেচ্ছাবিহারী বিধাতা এমন কি বস্তু নির্মাণ করিয়াছেন যাহা চিরস্থায়ী হইবেক ? (অর্থাৎ কিছুই চিরস্থায়ী নহে) । ৩০ ॥

ভোগা স্তুত্ব তরঙ্গ তুলা তরলাঃ প্রাণাঃ ক্ষণধ্বংসিনঃ
স্তোকান্যেব দিনানি যৌবনসুখং স্ফূর্তিঃ ক্রিয়ামু স্থিতা ।
তৎসংসারমসারমেব নিগিলং বুদ্ধা বুধা বোধকাঃ
লোকানুগ্রহপেশলেন মনসা যত্নঃ সমাধীয়তাম্ । ৩১ ॥

'ভোগাঃ' ভোগ সকল 'তুত্ব তরঙ্গ তুলা তরলাঃ' উচ্চ তরঙ্গের ন্যায় চঞ্চল 'প্রাণাঃ' জীবন 'ক্ষণধ্বংসিনঃ' ক্ষণভঙ্গুর 'স্তোকানি' অল্প 'এব' ই 'দিনানি' দিন 'যৌবনসুখং' যৌবনানন্দ 'স্ফূর্তিঃ' প্রফুল্লতা 'ক্রিয়ামু' কার্যোতে 'স্থিতা' রহিয়াছে 'তৎ' অতএব 'সংসারম্' ইহলোক 'সংসারম্' সারহীন 'এব' ই 'নিগিলং' সমস্ত 'বুদ্ধা' বুঝিয়া 'বুধাঃ' হে বুধগণ 'বোধকাঃ' বুঝাইয়া দিয়া 'লোকানুগ্রহ-পেশলেন' লোকের প্রতি অনুগ্রহ কুণল 'মনসা' মানস 'যত্নঃ' চেষ্টা 'সমাধীয়তাম্' কর । ৩১ ॥

বিষয়ভোগ সকল উত্তুঙ্গ তরঙ্গ তুলা চঞ্চল, জীবন ক্ষণভঙ্গুর, যৌবনানন্দও অতি অল্প দিন, স্ফূর্তি কার্যোতেই অবস্থিত করিতেছে, অতএব বুদ্ধ মুখগণ! এই সমস্ত সংসারকে

অসার বিবেচনা করিয়া লোকের প্রতি অনুগ্রহ পূর্বক ই
বুঝাইতে যত্ন কর। ৩১ ॥

ভোগা মেঘবিতানমধ্যবিলসৎসৌদামিনীচঞ্চলাঃ
আয়ু বায়ুবিঘাট্টিতাজপটলীচ্ছিন্নাম্ববৎ তঙ্গুরম্।
লোলা যৌবনলালসা স্তনুভূতামিত্যাকলযা ক্রতৎ
যোগে ধৈর্য্যসমাধিসিন্ধিস্থলভে বুদ্ধিং বিদদ্ধং বুধাঃ। ৩০

‘ভোগাঃ’ বিষয় সকল ‘মেঘবিতানমধ্যবিলসৎসৌদামিনীচঞ্চলাঃ’
মেঘবিস্তারের মধ্যে প্রকাশমান বিদ্যুতের ন্যায় চঞ্চল ‘আয়ুঃ’
জীবন ‘বায়ুবিঘাট্টিতাজপটলীচ্ছিন্নাম্ববৎ’ বায়ুকর্ভুক আলোড়িত
মেঘ সমূহের ছিন্ন ভিন্ন জলবিন্দুর ন্যায় ‘তঙ্গুরম্’ নশ্বর ‘লোলাঃ’
চঞ্চল ‘যৌবনলালসা’ যৌবনান্তিময় ‘স্তনুভূতাম্’ শরীরাদিগের
‘ইতি’ ইহা ‘আকলযা’ নিশ্চয় করিয়া ‘ক্রতৎ’ শীঘ্র ‘যোগে’
ঈশ্বরে চিত্ত সমর্পণে ‘ধৈর্য্যসমাধিসিন্ধিস্থলভে’ ধৈর্য্য ও সমাধি-
সিন্ধি দ্বারা স্থলভ ‘বুদ্ধিং’ মন ‘বিদদ্ধং’ কর ‘বুধাঃ’ হে বুধগণ। ৩২

ভোগ সকল মেঘ মধ্য স্থিত সৌদামিনীর ন্যায় চঞ্চল
আয়ু বায়ুবিচলিত মেঘসমূহের জল তুল্য নশ্বর, শরীরী
দিগের যৌবনবাসনাও অস্থিরা, হে! বুধগণ এই সকল বিবেচনা
করিয়া ধৈর্য্য ও ধ্যান দ্বারা পরমেশ্বরে নিরন্তর মন অর্পণ
কর। ৩২ ॥

আয়ুঃ কল্লোললোলং কতিপয়দিবসস্থায়িনী যৌবনশ্রীঃ
অর্থাঃ সঙ্কল্পকল্পা ঘনসময়তড়িদ্ধিব্রমা ভোগপূগাঃ।
কণ্ঠশ্লেষোপগূঢ়ং তদপি চ ন চিরং যৎ প্রিয়াভিঃ প্রণীতং
ব্রহ্মণ্যাসক্তচিত্তা ভবত ভবভয়াস্তোপিপারং প্লবস্তাম্। ৩৩ ॥

‘আয়ুঃ’ জীবন ‘কল্লোললোলং’ তরঙ্গের ন্যায় চঞ্চল ‘কতিপয়-
দিবসস্থায়িনী’ কিছু দিন স্থায়ী ‘যৌবনশ্রীঃ’ যৌবন শোভা ‘অর্থাঃ’
ধন সমূহ ‘সঙ্কল্পকল্পাঃ’ মনঃকল্পনার ন্যায় ‘ঘনসময়তড়িদ্ধিব্রমাঃ’

বর্ষাকালীন বিদ্যাতের ন্যায় 'ভোগপুণ্যঃ' ভোগসমূহ 'কণ্ঠশ্লেষো-
পথচং' কণ্ঠধারণপূর্বক আলিঙ্গন 'তং' তাহা 'অপি' ও 'চ' এবং
'ন' না 'চিরং' চিরকাল 'যং যে' প্রিয়াভিঃ' স্ত্রীকর্তৃক 'প্রণীতং'
কৃত 'বৃদ্ধণি' শ্বরমেধরে 'আসক্তচিত্তাঃ' নিবিষ্টমানস 'ভবত' হও
'ভবতনাম্ভোপিপারং' সংসার ভয় সমুদ্রের পার 'প্ৰবন্তাম্' পার
হও । ৩৩ ॥

জীবনকাল তরঙ্গতুল্য চঞ্চল, যৌবনশোভা কিছুদিন
স্থায়ী, অর্থ সকল মনঃকল্পনা তুল্য, ভোগ সমূহ বর্ষাকালীন
বিদ্যাতের ন্যায় অস্থির, প্রণয়িনীকৃত কণ্ঠধারণ পূর্বক
আলিঙ্গনও ক্ষণ কালের নিমিত্ত ; অতএব হে মানবগণ !
পরব্রহ্মে মন সমর্পণ কর, ভয়ানক সংসার সমুদ্র উত্তীর্ণ
হও । ৩৩ ॥

ক্লেশ্চুণ্যমেধ্যমধ্যে নিয়মিততন্মুভিঃ স্থীয়তে গর্ভবাসে
কান্ত্যবিশ্লেষদুঃখব্যতিকরবিষমে যৌবনে চোপভোগঃ ।
বামাক্ষীগামবজ্রাবিহসিতবসতি বৃদ্ধভাবোহপ্যসাধুঃ
সংসারে রে মনুষ্যা বদত যদি সুখং স্বপ্নমপ্যস্তি কিঞ্চিৎ । ৩৪ ॥

'ক্লেশ্চুণ' অতিকষ্টে 'অমেধ্যমধ্যে' অপবিত্র ন্যে 'নিয়মিতত-
ন্মুভিঃ' সঙ্কচিত গাত্র 'স্থীয়তে' স্থিতি করিতে হয় 'গর্ভবাসে' কুক্ষি-
গৃহে 'কান্ত্যবিশ্লেষদুঃখব্যতিকরবিষমে' প্রিয়া বিরহ দুঃখসমূহ
দ্ব রাদিযম 'যৌবনে' তরুণাবস্থায় 'চ' এবং 'উপভোগঃ' বিষয়ভোগ
'বামাক্ষীগাম্' বামনোচনাদিগের 'অবজ্রাবিহসিতবসতিঃ' অবজ্রা
ও পবিহাসে বাস 'বৃদ্ধভাবঃ' বৃদ্ধাবস্থা 'অপি' ও 'অসাধুঃ' উস্তম
নহে 'সংসারে' সংসারেতে 'রে' অরে 'মনুষ্যাঃ' মনুষ্য সকল
'বদত' বল 'যদি' যদি 'সুখং' সুখ 'স্বপ্নম্' অল্প 'অপি' ও 'অস্তি'
আছে 'কিঞ্চিৎ' কিছু । ৩৪ ॥

প্রথমে সঙ্কুচিতশরীর লইয়া অপবিত্র গর্ভবাসে অতি-
কষ্টে অবস্থিতি করিতে হয় পরে যৌবনাবস্থায় প্ৰণয়িনী-

বিরহ জন্য দুঃখসমূহ ভোগ করিতে হয়, বৃদ্ধাবস্থাতে
বামলোচনা দিগের অবজ্ঞা ও পরিহাসের পাত্র হইয়া অব
স্থিতি করিতে হয়, অতএব হে মনুষ্যগণ সংসারে কি কিঞ্চি
মাত্রও সুখ আছে তোমরা বলিতে পার ? । ৩৪ ॥

ব্যাপ্তীৰ তিষ্ঠতি জরা পরিতর্জয়ন্তী

রোগাশ্চ শত্রব ইব প্রহরন্তি দেহে ।

আয়ুঃ পরিশ্রবতি ভিন্নঘটাদিবাস্ত্রো-

লোক স্তথাপ্যহিতমাচরতীতি চিত্রম্ । ৩৫ ॥

'ব্যাপ্তী' ব্যাপ্তপত্নী 'ইব' ন্যায় 'তিষ্ঠতি' স্থিতি করিতেছে 'জরা'
বৃদ্ধাবস্থা 'পরিতর্জয়ন্তী' তর্জন জর্জনকারিণী 'রোগাঃ' ব্যাপ্তি সকল
'চ' এবং 'শত্রবঃ' শক্র সকল 'ইব' ন্যায় 'প্রহরন্তি' প্রহার করিতেছে
'দেহে' শরীরে 'আয়ুঃ' পরমায়ুঃ 'পরিশ্রবতি' গজিত হইতেছে
'ভিন্নঘটাং' ছিদ্ৰিত কলস হইতে 'ইব' ন্যায় 'অস্তঃ' জন 'লোকঃ'
জন 'তথাপি' তবুও 'অহিতম্' অনিষ্ট 'আচরতি' করে 'ইতি' ইহা
'চিত্রম্' আশ্চর্য্য । ৩৫ ॥

জরা ব্যাপ্তীর ন্যায় সম্মুখে তর্জন গর্জন করিতেছে
রোগ সকল শত্রুর ন্যায় শরীরে গুরুতর প্রহার করিতেছে,
আয়ুঃ ছিদ্ৰিত কলস হইতে জলের ন্যায় বিগলিত হইতেছে,
তথাপি লোকেরা অন্যায় আচরণে প্রবৃত্ত হইতেছে, কি
আশ্চর্য্য ! । ৩৫ ॥

ভোগা ভঙ্গুরবৃত্তয়ো বহুবিধা স্তৈস্তরেব চায়ং ভবঃ

তৎ কশ্যেহ কুতে পরিভ্রমত হে লোকাঃ ক্লুতং চেষ্টিতৈঃ ।

আশাপাশশতোপশান্তিবিশদং চেতঃ সমাধীয়তাং

কাম্যোৎপত্তিবশে স্বধামনি যদি শ্রদ্ধেয়মস্মদ্বচঃ । ৩৬ ॥

'ভোগাঃ' ভোগ সকল 'ভঙ্গুরবৃত্তয়ঃ' ভঙ্গ স্বভাব 'বহুবিধাঃ'
নানা প্রকার 'তৈঃ' তদ্বারা 'এব' ই 'চ' এবং 'অয়ং' এই 'ভবঃ'

সংসার 'তং' অতএব 'কস্ম্য' কাহার 'ইহ' এই সংসারে 'কৃত্তে'
 জন্ম 'পরিভ্রমত' ভ্রমণ করিতেছে 'হে' অহে 'লোকাঃ' লোক সকল
 'কৃত্তং' অনাবশ্যক 'চেষ্টিতৈঃ' চেষ্টা 'আশাপাশশতোপশান্তি-
 বিশদং' তৃষ্ণারূপ রঞ্জু সমূহের বিচ্ছেদ দ্বারা নির্মল 'চেতঃ' মন
 'সমর্পীয়তাম্' অর্পণ কর 'কাম্যোৎপত্তিবশে' কামনার উৎপত্তি
 যাহার অধীন 'স্বধাননি' আত্মরূপ আশ্রয়ে 'যদি' যদি 'শ্রেঙ্কেয়ম্'
 শ্রেঙ্কার যোগ্য 'অস্মদ্বচঃ' আমাদের বাক্য। ৩৬ ॥

সমুদায় বিষয়তোগই ভঙ্কুরস্বভাব, এবং তাহারি দ্বারা এই
 সংসার নির্মিত হইয়াছে, অতএব হে মানবগণ! তোমরা
 কিসের নিমিত্ত এই সংসারে ভ্রমণ করিতেছ, আর ভ্রমণে
 প্রয়োজন নাই; যদি আমাদের কথায় বিশ্বাস হয় তবে সর্ব
 কামনা পরিত্যাগ পূর্বক মনকে নির্মল করিয়া সকল কামনার
 আশ্রয় ব্রহ্মরূপ আশ্রয়ে আশ্রিত হও। ৩৬ ॥

'ব্রহ্মেন্দ্রাদিনরুদ্দাগাংস্তৃণগণান্ যত্র স্থিতো মন্যতে
 যচ্ছাপাৎ বিরসা ভবন্তি বিষয়া স্ত্রৈলোক্যরাজ্যাদয়ঃ।
 বোধঃ কোহপি স একএব পরমো নিত্যোদিতো জুম্বতে
 ভোঃ সাধো ক্ষণভঙ্কুরে তদিতরে ভোগে রতিং মা কুথাঃ। ৩৭ ॥

'ব্রহ্মেন্দ্রাদিনরুদ্দাগান্' ব্রহ্মা ইন্দ্র প্রভৃতি দেবগণকে 'তৃণ-
 গণান্' তৃণ সমূহ 'যত্র' যে স্থানে 'স্থিতঃ' স্থিত হইলে 'মন্যতে'
 বোধ হয় 'যচ্ছাপাৎ' যাহার শাপে 'বিরসাঃ' নীরস 'ভবন্তি' হয়
 'বিভবাঃ' ঐশ্বর্য্য সকল 'ত্রৈলোক্যরাজ্যাদয়ঃ' ত্রিলোকের রাজ্যাদি
 'বোধঃ' জ্ঞানস্বরূপ 'কঃ' অনির্দেয় 'অপি' নিশ্চয় 'সঃ' সেই
 'একঃ' কেবল 'এব' ই 'পরমঃ' উৎকৃষ্ট 'নিত্যোদিতঃ' সর্বদা
 প্রকাশমান 'জুম্বতে' প্রকাশ পাইতেছে 'ভোঃ' হে 'সাধো' সাধু
 'ক্ষণভঙ্কুরে' ক্ষণক্ষণসী 'তদিতরে' তদ্বিগ 'ভোগে' বিষয়ে 'রতিং'
 আসক্তি 'মা' না 'কুথাঃ' কর। ৩৭ ॥

যাহার আশ্রয়ে আশ্রিত হইলে ব্রহ্মাদি দেবগণকে তৃণ-
 তুল্য বোধ হয়, যিনি কৃষ্ট হইলে ত্রিলোকের রাজত্ব প্রভৃতি

সমস্ত সম্পত্তি নীরস হয়, সেই অনির্কচনীয়া জ্ঞানময় নি-
প্রকাশমান এক পরমাত্মা সর্বস্থানেই বিরাজ করিতেছে।
হে সাধুগণ, তোমরা তদ্বিত্ত অন্য কোন ক্ষণভঙ্গুর পদা-
কদাপি আসক্ত হইও না। ৩৭ ॥

সা রম্যা নগরী মহান্ স নৃপতিঃ সামন্তচক্রঃ তৎ
পার্শ্বে তস্মৈ চ সা বিদগ্ধপরিষৎ তা শ্চন্দ্রবিদ্যাননাঃ ।
উন্নতঃ স চ রাজপুত্রনিবহ স্তে বন্দিন স্তাঃ কথাঃ
সর্বং যস্মৈ বশাদগাৎ স্মৃতিপথং কালায় তস্মৈ নমঃ । ৩৮ ॥

‘সা’ সেই ‘রম্যা’ মনোহর ‘নগরী’ পুরী ‘মহান্’ মহৎ ‘সঃ’
সেই ‘নৃপতিঃ’ রাজা ‘সামন্তচক্রঃ’ প্রান্তবর্তী রাজগণ ‘চ’ এবং
‘তং’ সেই ‘পার্শ্বে’ একদেশে ‘তস্মৈ’ তাহার ‘চ’ এবং ‘সা’ সেই ‘বিদগ্ধ-
পরিষৎ’ পণ্ডিতসভা ‘তাঃ’ সেই ‘শ্চন্দ্রবিদ্যাননাঃ’ চন্দ্রমুখীসকল
‘উন্নতঃ’ কিন্তু ‘সঃ’ সেই ‘চ’ এবং ‘রাজপুত্রনিবহঃ’ রাজকুমার-
সমূহ ‘তে’ সেই ‘বন্দিনঃ’ স্তুতিপাঠকসকল ‘তাঃ’ সেই ‘কথাঃ’
কথাসকল ‘সর্বং’ সমুদয় ‘যস্মৈ’ যাহার ‘বশাৎ’ বশে ‘অগাৎ’
গিরাছে ‘স্মৃতিপথং’ স্মরণ পথে ‘কালায়’ কালকে ‘তস্মৈ’ সেই
‘নমঃ’ নমস্কার। ৩৮ ॥

সেই মনোহর নগরী, সেই মহাবলপরাক্রান্ত রাজা, সে
সকল সামন্তগণ, রাজার পার্শ্ববর্তী সেই পণ্ডিতমণ্ডলী, সে
চন্দ্রবদনা কামিনী সকল, সেই সমস্ত উন্নত রাজপুত্রগণ, সে
স্তুতিপাঠকবর্গ, এবং সেই সমুদায় প্রবন্ধ, এই সমস্ত পূর্বত
বস্তু যে কালের কবলে স্মরণপথে পতিত হইয়াছে সে
মহাকালকে নমস্কার। ৩৮ ॥

যত্রানেকঃ কচিদপি গৃহে তত্র তিষ্ঠত্যৈকো
যত্রাপ্যেকস্তদনু বহুবস্ত্র নৈকোহপি চাস্তে ।
ইথঞ্জেমৌ রজন্যদিবসৌ দোলয়ন্ দ্বাবিবাক্ষৌ
কালঃ কাল্যা ভুবনফলকে ক্রীড়তি প্রাণিশারৈঃ । ৩৯

‘যত্র’ যে ‘অনেকঃ’ বহু ‘কচিদপি’ কোন ‘গৃহে’ আশ্রয়ে ‘তত্র’ তথায় ‘তিষ্ঠতি’ স্থিতি করিতেছে ‘অথ’ অনন্তর ‘একঃ’ একাকী ‘যত্র’ যে ‘অপি’ ও ‘একঃ’ একজন ‘তদনু’ তৎপশ্চাৎ ‘বহবঃ’ অনেক ‘তত্র’ তথায় ‘ন’ না ‘একঃ’ এক জন ‘অপি’ ও ‘চ’ এবং ‘অন্তে’ প্রলয়কালে ‘ইখং’ এই প্রকারে ‘চ’ এবং ‘ইমৌ’ এই ‘রজনদিবসৌ’ রাত্রি ও দিনকে ‘দোময়ন্’ আন্দোলন করিয়া ‘দৌ’ দুই ‘ইব’ যেন ‘অক্ষৌ’ পাশকদ্বয় ‘কালঃ’ মহাকাল ‘কাল্যা’ কালীর সহিত ‘ভুবনফলকে’ জগৎরূপ ফলকে ‘ক্ৰীড়তি’ ক্রীড়া করিতেছেন ‘প্রাণিশারৈঃ’ জন্তুগণ স্বরূপ বল দ্বারা । ৩৯ ॥

যে কোন গৃহে অনেকে অবস্থিতি করিত অধুনা তথায় এক ব্যক্তি মাত্র স্থিতি করিতেছে, এবং যে গৃহে এক ব্যক্তি ছিল কালক্রমে তথায় বহু লোক বাস করিতেছে, কিন্তু অন্তে এক জনও থাকিবেনা। এই প্রকারে মহাকাল কালীর সহিত জগৎফলকে রাত্রি দিব্য রূপ পাশকদ্বয় আন্দোলন করিয়া প্রাণী স্বরূপ বল দ্বারা ক্রীড়া করিতেছেন । ৩৯ ॥

আদিত্যশ্চ গতাগতৈঃ রহরহঃ সংক্ষীয়তে জীবনং

ব্যাপারৈঃ ক্লিষ্টকার্যভারগুরুভিঃ কালো ন বিজ্জায়তে ।

দৃষ্ট্বা জন্মজরাবিপত্তিমরণং ত্রাসশ্চ নোৎপদ্যতে

পীড়া মোহময়ীং প্রমাদমদিরামুন্মত্তভূতং জগৎ । ৪০ ॥

‘আদিত্যশ্চ’ সূর্য্যের ‘গতাগতৈঃ’ গমনাগমন দ্বারা ‘অহরহঃ’ প্রতিদিন ‘সংক্ষীয়তে’ ক্ষয় হইতেছে ‘জীবনং’ পরমাণুঃ ‘ব্যাপারৈঃ’ ক্রিয়া দ্বারা ‘ক্লিষ্টকার্যভারগুরুভিঃ’ অনেক কৰ্ম্মের ভার হেতুক গুরু ‘কালঃ’ সময় ‘ন’ না ‘বিজ্জায়তে’ জ্ঞাত হইতেছে ‘দৃষ্ট্বা’ দেখিয়া ‘জন্মজরাবিপত্তিমরণং’ উৎপত্তি বৃদ্ধাবস্থা বিপত্তি ও মৃত্যু ‘ত্রাসঃ’ ভয় ‘চ’ এবং ‘ন’ না ‘উৎপদ্যতে’ জন্মিতেছে ‘পীড়া’ পান করিয়া ‘মোহময়ীং’ মায়ারূপ ‘প্রমাদমদিরাঃ’ অনবধানতা রূপ মদিরা ‘উন্মত্তভূতং’ উন্মত্ত হইয়াছে ‘জগৎ’ ভুবন । ৪০ ॥

সূর্যের উদয়াস্ত দ্বারা প্রতিদিন পরমাযুঃ ক্ষয় হইতে প্রভূত গুরুতর কার্য্যে ব্যাপ্ত হইয়া কালও জ্ঞাত হইতে না, প্রাণীমাত্রেরই জন্ম জরা বিপত্তি মৃত্যু দেখিয়া কাহা ক্রাস জন্মিতেছে না; অতএব সমস্ত জগতই মায়া মদি পান করিয়া উন্মত্ত হইয়া গিয়াছে । ৪০ ॥

রাত্রিঃ সৈব পুনঃ সএব দিবসো মত্মা মুখা জন্তবো
ধাবন্ত্যুচ্চামিন স্তথৈব নিভূতং প্রারন্ধতত্তৎক্রিয়াঃ ।

ব্যাপারৈঃ পুনরুক্তভূতবিষয়ে রেবন্ধিধেনামুনা

সংসারেণ কদর্ধিতা বয়মহো মোহং ন জানীমহে । ৪১

‘রাত্রিঃ’ রজনী ‘স’ সেই ‘এব’ ই ‘পুনঃ’ পুনর্বার ‘সঃ’ সেই ‘এব’ ই ‘দিবসঃ’ দিন ‘মত্মা’ মানিয়া ‘মুখা’ বৃথা ‘জন্তবঃ’ জীবগণ ‘ধাবন্তি’ ধাবমান হইতেছে ‘উচ্চামিনঃ’ উদ্ভোগবিশিষ্ট ‘তথা’ সেইরূপ ‘এব’ ই ‘নিভূতং’ নির্জনে ‘প্রারন্ধতত্তৎক্রিয়াঃ’ সেইসেই কৰ্ম্ম আরম্ভ করিয়া ‘ব্যাপারৈঃ’ কার্য্যসমূহদ্বারা ‘পুনরুক্ত-ভূতবিষয়েঃ’ বারম্বার একপ্রকার বিষয়ক ‘এবন্ধিধেন’ এইপ্রকার ‘অমুনা’ এই ‘সংসারেণ’ সংসারকর্তৃক ‘কদর্ধিতাঃ’ প্রতারিত ‘বয়ম্’ আমরা ‘অহো’ আশ্চর্য্য ‘মোহং’ অবিদ্যা ‘ন’ না ‘জানী-মহে’ জানিতেছি । ৪১ ॥

যে দিবারাত্র গত হইতেছে পুনর্বার তাহাই আসিতে
এই প্রকার বৃথা মানিয়া জীবগণ উচ্চোগপূর্ব্বক নির্জনে
আপন আপন কার্য্য আরম্ভ করিতেছে এবং বারম্বার এ
প্রকার ক্রিয়াতেই ব্যাপ্ত হইতেছে, সংসার কর্তৃক এ
রূপে প্রতারিত হইয়া আমরা অবিদ্যার প্রভাব কিছু
বুঝিতেছি না, কি আশ্চর্য্য! । ৪১ ॥

ন ধাতং পদমীশ্বরশ্চ বিধিবৎ সংসারবিচ্ছিত্তয়ে

স্বর্গদ্বারকবাটপাটনপটুর্ধর্ম্মোহপি নোপার্জিতঃ ।

নারীপীনপয়োধরোরুয়ুগলং স্বপ্নেহপি নালিঙ্গিতং

মাতুঃ কেবলমেব যৌবনবনচ্ছেদে কুঠারা বয়ম্ । ৪২ ॥

‘ন’ না ‘ধ্যাতং’ ধ্যান করিয়াছি ‘পদং’ পদ ‘ঐশ্বরস্তা’ ঐশ্বরের
 ‘বিধিবৎ’ যথাবিধি ‘সংসারবিচ্ছিন্তয়ে’ সংসার বিচ্ছেদের নিমিত্ত
 ‘স্বর্গদ্বারকবাটপাটনপটুঃ’ স্বর্গদ্বারের কবাট উদ্ঘাটনে সমর্থ
 ‘ধর্মঃ’ পুণ্য ‘অপি’ ও ‘ন’ না ‘উপার্জিতঃ’ উপার্জন করিয়াছি
 ‘নারীপীনপয়োধরোরুযুগলং’ নারীদিগের পীন পয়োধর ও উরু-
 যুগল ‘স্বপ্নে’ স্বপ্নাবস্থায় ‘অপি’ ও ‘ন’ না ‘আলিঙ্গিতং’ আলিঙ্গন
 করিয়াছি ‘মাতুঃ’ জননীর ‘কেবলং’ কেবল ‘এব’ ই ‘যৌবনবন-
 ছেদে’ যৌবনরূপ বনের ছেদনে ‘কুঠারাঃ’ কুঠার ‘বয়ম্’
 আমরা । ৪২ ॥

সংসার বন্ধ মুক্তির নিমিত্ত যথাবিধি ব্রহ্মপদ ধ্যান করি-
 লাম না, স্বর্গ দ্বারের কবাট উদ্ঘাটন নিমিত্ত ধর্মও উপা-
 র্জন করিলাম না, নারীদিগের পীন পয়োধর ও উরুযুগল
 স্বপ্নেও আলিঙ্গন করিলাম না, কেবল জননীর যৌবনারণ্য
 ছিন্ন করিবার জন্য আমরা কুঠার স্বরূপ হইয়া জন্ম গ্রহণ
 করিয়াছি । ৪২ ॥

নাভ্যস্তা ভূবি বাদিবৃন্দদমনী বিছা। বিনীতোচিতা।
 খজ্জাগ্রৈঃ করিকুম্ভপীঠদমনৈ নাকং ন নীতং যশঃ ।
 কান্তাকোমলপল্লবধররসঃ পীতো ন চন্দ্রোদয়ে
 তারুণ্যং গতমেব নিষ্ফলমহো শূন্যালয়ে দীপবৎ । ৪৩ ॥

‘ন’ না ‘অভ্যস্তা’ অভ্যাস করিলাম ‘ভূবি’ পৃথিবীতে ‘বাদি-
 বৃন্দদমনী’ প্রতিবাদীদিগের দমন কারিণী ‘বিদ্যা’ শাস্ত্রজ্ঞান ‘বিনী-
 তোচিতা’ বিনয়শালী ব্যক্তির কর্তব্য ‘খজ্জাগ্রৈঃ’ খজ্জের অগ্র-
 ভাগ দ্বারা ‘করিকুম্ভপীঠদমনৈঃ’ হস্তের কুম্ভপীঠের দমন কারী
 ‘নাকং’ স্বর্গে ‘ন’ না ‘নীতং’ পাওয়াইলাম ‘যশঃ’ কীর্ত্তি ‘কান্তা-
 কোমলপল্লবধররসঃ’ কামিনীর কোমল পল্লবতুল্য অধরের রস
 ‘পীতঃ’ পান করিলাম ‘ন’ না ‘চন্দ্রোদয়ে’ চন্দ্র উদয় হইলে
 ‘তারুণ্যং’ যৌবনাবস্থা ‘গতম্’ গত হইল ‘এব’ ই ‘নিষ্ফলম্’ বিফল
 ‘অহো’ দুঃখসূচক ‘শূন্যালয়ে’ শূন্য গৃহে ‘দীপবৎ’ দীপতুল্য । ৪৩ ॥

এই ভূমণ্ডলে প্রাতিবাদীদিগের দমনকারিণী অথচ বি
তজনের অবশুশিক্ষণীয়া বিদ্যার অভ্যাস করিলাম না, হ
কুম্ভপীঠের দমন সমর্থ খজ্ঞাগ্র দ্বারা স্বর্গ পর্য্যন্ত গাি
কীর্ত্তি লাভ করিতে পারিলাম না, চন্দ্রোদয়ে কামি
কোমল পল্লব তুল্য অধরের স্নুধা পান করিতেও পাই
না, কি ছুংখের বিষয়! আমাদের যৌবনাবস্থা শূন্য
দীপালোকের ন্যায় বিফলেই গমন করিল। ৪৩ ॥

বিদ্যা নাধিগতা কলঙ্করহিতা বিত্তঞ্চ নোপার্জিতং
শুশ্রুষাপি সমাহিতেন মনসা পিত্রোর্ন সম্পাদিতা।
আলোলায়তলোচনা যুবতয়ঃ স্বপ্নেহপি নালিঙ্গিতাঃ
কালোহয়ং পরপিণ্ডোলুপতয়া কাকৈরিব প্রেষিতঃ। ৪

‘বিদ্যা’ শাস্ত্র জ্ঞান ‘ন’ না ‘অধিগতা’ প্রাপ্তহইলাম ‘কলঙ্ক
রহিতা’ নিষ্কলঙ্ক ‘বিত্তং’ ধন ‘চ’ এবং ‘ন’ না ‘উপার্জিতং’ উপার্জ
করিলাম ‘শুশ্রুষা’ সেবা ‘অপি’ ও ‘সমাহিতেন’ নিবিষ্ট ‘মনস
মনে ‘পিত্রোঃ’ পিতা মাতার ‘ন’ না ‘সম্পাদিতা’ করিলাম ‘আলো
লায়তলোচনাঃ’ ঈষৎ চঞ্চল দীর্ঘ নয়ন ‘যুবতয়ঃ’ যুবতীদিগকে
‘স্বপ্নে’ স্বপ্নাবস্থায় ‘অপি’ ও ‘ন’ না ‘আলিঙ্গিতাঃ’ আলিঙ্গন করি
লাম ‘কালঃ’ জীবনকাল ‘অয়ং’ এই ‘পরপিণ্ডোলুপতয়া’ পরে
অগ্নে সাতিশয় লোভী ‘কাকৈঃ’ কাক ‘ইব’ ঞায় ‘প্রেষিতঃ
প্রেরিত হইল। ৪৪ ॥

নিষ্কলঙ্ক বিদ্যা লাভ করিতে পারিলাম না, ধন উপার্জ
করিতে পারিলাম না, নিবিষ্টমনে পিতা মাতার সেবা করি
পারিলাম না, চঞ্চল-দীর্ঘ-নয়ন। যুবতী দিগকে স্বপ্নে
আলিঙ্গন করিলাম না, আমরা কাকের ন্যায় কেব
পরায় ভোজনে লোলুপ হইয়া এই জীবন কাল যাপ
করিলাম। ৪৪ ॥

বয়ং যেভ্যো জাতা শ্চিরপরিগতা এব খলু তে
সমা যে হস্মাকং বা স্মৃতিবিষয়তাং তেহপি গমিতাঃ ।
বয়ং সম্প্রত্যেতে প্রতিদিবসমাসন্নপতনাঃ
গতা স্তুল্যাবস্থাং সিকতিলনদীতীরতরুভিঃ । ৪৫ ॥

‘বয়ং’ আমরা ‘যেভ্যঃ’ যাঁহাদের হইতে ‘জাতাঃ’ জন্মিয়াছি
‘শ্চিরপরিগতাঃ’ বহুকাল গিয়াছেন ‘এব’ ই ‘খলু’ নিশ্চয় ‘তে’
তাঁহারা ‘সমাঃ’ সমবয়স্ক ‘যে’ যাহারা ‘হস্মাকং’ আমাদের ‘বা’
অথবা ‘স্মৃতিবিষয়তাং’ স্মরণের বিষয়ত্ব ‘তে’ তাঁহারা ‘অপি’ ও
‘গমিতাঃ’ পাইয়াছে ‘বয়ং’ আমরা ‘সম্প্রতি’ এক্ষণে ‘এতে’ এই
‘প্রতিদিবসন্’ প্রতিদিন ‘আসন্নপতনাঃ’ নিকট পতন ‘গতাঃ’ পাই-
য়াছি ‘স্তুল্যাবস্থাং’ সমান অবস্থা ‘সিকতিলনদীতীরতরুভিঃ’ বালু-
কাময় নদীতীরস্থ বৃক্ষের । ৪৫ ॥

আমরা যাঁহাদের হইতে জন্মিয়াছি বহুকাল হইল তাঁহারা
গত হইয়াছেন, যাঁহারা আমাদের সমবয়স্ক তাঁহারাও স্মৃতি-
পথে অবতীর্ণ হইয়াছেন, কিন্তু আমরা এক্ষণে বালুকাময়
নদীতীরস্থ তরুর তুল্য হইয়াছি, প্রতিদিনই পতন-নিকট-
বর্তী হইতেছি । ৪৫ ॥

‘আয়ুর্ বর্ষশতং নৃণাং পরিমিতং রাত্রৌ তদর্কং গতং
তস্মার্কশ্চ পরশ্চ চার্কমপরং বালহরুদ্ধয়য়োঃ ।

শেষং ব্যাধিবিয়োগচ্ছুঃখমহিতং সেবাদিভি নীর্ষয়েত
জীবে বারিতরুচঞ্চলতরে সৌখ্যং কুতঃ প্রাণিনাম্ । ৪৬ ॥

‘আয়ুঃ’ জীবিতকাল ‘বর্ষশতং’ একশত বৎসর ‘নৃণাং’ মনুষ্য-
দিগের ‘পরিমিতং’ পরিমাণ হইয়াছে ‘রাত্রৌ’ রজনীতে ‘তদর্কং’
তাঁহার অর্ক ‘গতং’ গত হইল ‘তস্মা’ সেই ‘অর্কশ্চ’ অর্কের
‘পরশ্চ’ অর্থাৎ ‘চ’ এবং ‘চার্কম্’ অর্ক ‘অপরং’ অপর ‘বালহরুদ্ধ-
য়য়োঃ’ বাল্যাবস্থা ও বৃদ্ধাবস্থাতে ‘শেষং’ অবশিষ্ট ‘ব্যাধিবিয়োগ-

ছঃখসহিতং' রোগ ও বিচ্ছেদছঃখের সহিত 'সেবাদিভিঃ' সেবাচি
 দ্বারা 'নীযতে' যাপন হইতেছে 'জীবে' জীবনকালে 'বারিতরঙ্গ
 চঞ্চলতরে' জলের তরঙ্গ তুল্য সাতিশয় চঞ্চল 'সৌখ্যং' সুখ 'কুতঃ
 কোথায়' 'প্রাণিনাম্' প্রাণীদের। ৪৬ ॥

মনুষ্যের জীবনকাল উর্দ্ধসংখ্যা শতবর্ষ, তাহার অর্দ্ধভ
 নিদ্রাবস্থায় গত হয়, অন্যান্যের অর্দ্ধাংশ বাল্যাবস্থা ও রুদ
 বস্থায় যায়, অবশিষ্ট যৎকিঞ্চিৎ যাহা রহিল তাহাও ব্য
 ও বিয়োগের ছঃখে ব্যথিত হইয়া পরের উপাসনাদি কা
 নীত হয়; সুতরাং প্রাণী দিগের জলতরঙ্গ তুল্য চঞ্চল
 জীবন কালের মধ্যে সুখ সম্ভোগ কোথায়? । ৪৬ ॥

ক্ষণং বালো ভূত্বা ক্ষণমপি যুবা কামরসিকঃ

ক্ষণং বিত্তেহীনঃ ক্ষণমপি চ সম্পূর্ণবিভবঃ ।

জরাজীর্ণেরষ্টে নট ইব বলীমণ্ডিততনুঃ

নরঃ সংসারান্তে বিশতি যমধানীযবনিকাম্ । ৪৭ ॥

'ক্ষণং' কিয়ৎকাল 'বালঃ' বালক 'ভূত্বা' হইয়া 'ক্ষণম্' ক্ষণকাল
 'অপি' ও 'যুবা' যৌবনাবস্থা 'কামরসিকঃ' কামরসঙ্গ 'ক্ষণং
 কিছু কাল 'বিত্তেঃ' ধন 'হীনঃ' রহিত 'ক্ষণং' কিঞ্চিৎকাল 'অপি
 ও 'চ' এবং 'সম্পূর্ণবিভবঃ' অতুল ঐশ্বর্যশালী 'জরাজীর্ণেঃ' বৃদ্ধা
 বস্থায় ক্ষণ 'অষ্টেঃ' অঙ্গ বিশিষ্ট 'নটেঃ' নানাবেশধারী 'ইব
 ন্যায় 'বলীমণ্ডিততনুঃ' লোল মাংসে ভূষিত শরীর 'নরঃ' মনুষ্য
 'সংসারান্তে' সংসার অবসানে 'বিশতি' প্রবেশ করে 'যমধানী
 যবনিকাম্' যমালয় রূপ তিরস্করিণীর মধ্যে। ৪৭ ॥

কখন বালক, কখন যুবা, কখন নির্ধন, কখন বা বিপু
 ধনবান্ এবং শেষাবস্থায় জরাজীর্ণ অঙ্গের সহিত মনুঃ
 গণ, নানাবেশধারী নৃত্যকারী নটের ন্যায় যমালয়রূপ যবা
 কার মধ্যে প্রবিষ্ট হয় । ৪৭ ॥

ত্বং রাজা বয়মপ্যুপাসিতগুরুপ্রজ্ঞাভিমানোন্নতাঃ
 খ্যাতস্ত্বং বিভবৈ র্ষশাংসি কবয়ো দিক্ষু প্রতম্বস্তি নঃ ।
 ইথং মানধনাতিদূরমুভয়োরপ্যাবয়োরন্তরং
 যদ্যস্মান্ন পরাঙ্গুখোহসি বয়মপ্যেকান্ততো নিস্পৃহাঃ । ৪৮ ॥

‘ত্বং’ তুমি ‘রাজা’ ভূপতি ‘বয়ম্’ আমরা ‘অপি’ ও ‘উপাসিত-
 গুরুপ্রজ্ঞাভিমানোন্নতাঃ’ গুরুর উপাসনাবশতঃ লক্ষ জ্ঞানের অভি-
 মানে উন্নত ‘খ্যাতঃ’ বিখ্যাত ‘ত্বং’ তুমি ‘বিভবৈঃ’ সম্পত্তি দ্বারা
 ‘র্ষশাংসি’ স্মখ্যাতি ‘কবয়ঃ’ কবিগণ ‘দিক্ষু’ নানা দিকে ‘প্রতম্বস্তি’
 বিস্তার করিতেছেন ‘নঃ’ আমাদের ‘ইথং’ এই রূপ ‘মানধনাতি-
 দূরম্’ মান ও ধন দ্বারা অত্যন্ত অন্তর ‘উভয়োঃ’ উভয়ের ‘অপি’
 ও ‘আবয়োঃ’ আনাদিগের ‘অন্তরং’ প্রভেদ ‘যদি’ যদি ‘অস্মান্ন’
 আমাদের প্রতি ‘পর্যাঙ্গুখঃ’ বিমুখ ‘অসি’ হও ‘বয়ম্’ আমরা
 ‘অপি’ ও ‘একান্ততঃ’ নিতান্ত ‘নিস্পৃহাঃ’ স্পৃহা শূন্য । ৪৮ ॥

তুমি রাজা বলিয়া উন্নত, আমরাও গুরুলক্ষ জ্ঞানাভি-
 মানে উন্নত; তুমি ধন সম্পত্তি দ্বারা বিখ্যাত, আমাদেরও
 স্মখ্যাতি কবিগণ নানা দিকে বিস্তার করিয়া থাকেন; এইরূপ
 মান ও ধন দ্বারা তোমাতে আমাতে অত্যন্ত প্রভেদ, যদি
 তুমি আমাদের প্রতি পর্যাঙ্গুখ হইতে পার বটে, কিন্তু
 আমরাও নিতান্ত নিস্পৃহ (অর্থাৎ তোমার নিকট কোন
 অভিলাষ রাখি না) । ৪৮ ॥

অহৌ বা হারে বা বলবতি রিপৌ বা স্কুহুদি বা

মর্গৌ বা লোষ্ট্রে বা কুমুমশয়নে বা দূশদি বা ।

তৃণে বা স্ত্রেণে বা মম সমদৃশৌ যান্তি দিবসাঃ

কদা পুণ্যেহরণ্যে গিব শিব শিবেতি প্রলপতঃ । ৪৯ ॥

‘অহৌ’ সর্পে ‘বা’ অথবা ‘হারে’ ভূষণ বিশেষে ‘বা’ অথবা ‘বল-
 বতি’ বলবান্ ‘রিপৌ’ শত্রুতে ‘বা’ অথবা ‘স্কুহুদি’ বান্ধবে ‘বা’

অথবা 'মর্গে' রত্ন বিশেষে 'বা' অথবা 'লোকে' মৃৎপিণ্ডে 'বা' অথবা 'কুসুমশয়নে' পুষ্পশয্যায় 'বা' অথবা 'দৃশদি' প্রস্তরে 'বা' অথবা 'তৃণে' তৃণেতে 'বা' অথবা 'স্কন্ধে' কাস্তাসক্ত ব্যক্তিতে 'বা' অথবা 'মম' আমার 'সমদৃশঃ' সমদর্শী 'যাস্তি' বাইবে 'দিবসঃ' দিন সকল 'কদা' কবে 'পুণ্যে' পবিত্র 'অরণ্যে' বনে 'শিব শিব-শিবৈতি' শিব শিব শিব এই 'প্রজপতঃ' বলিতে বলিতে । ৪৯ ॥

সর্পে বা হারে, শত্রু বা মিত্রে, রত্নখণ্ডে বা মৃৎপিণ্ডে পুষ্পশয়নে বা প্রস্তরে, তৃণে বা স্কন্ধে জনে, সর্বত্র সমদর্শ হইয়া পুনঃপুনঃ শিব নাম করত পুণ্য অরণ্য মধ্যে কবে আমার দিন সকল অতিবাহিত হইবেক ? । ৪৯ ॥

একাকী নিস্পৃহঃ শান্তঃ পাণিপাত্রো দিগম্বরঃ ।

কদা শস্তো ভবিষ্যামি কৰ্ম্মনির্মূলনক্ষমঃ । ৫০ ॥

'একাকী' একক 'নিস্পৃহঃ' কামনা শূন্য 'শান্তঃ' শান্তিযুক্ত 'পা-নিপাত্রঃ' হস্ত পাত্র 'দিগম্বরঃ' নগ্ন 'কদা' কবে 'শস্তো' হে শিব 'ভবিষ্যামি' হইব 'কৰ্ম্মনির্মূলনক্ষমঃ' পাপ পুণ্য নির্মূলনে সমর্থ । ৫০ ॥

হে শিব! কবে আমি একাকী, স্পৃহা শূন্য, সদা শান্তিযুক্ত, দিগম্বর হইয়া পাপ পুণ্য সমূহের নির্মূলনে সমর্থ হইব এবং হস্তদ্বয় মাত্র আমার ভোজনপাত্র স্বরূপ থাকিবেক । ৫০ ॥

পাণিং পাত্ৰয়তাং নিসর্গশুচিনা ভৈক্ষ্যেণ সন্তুষ্যতাং
যত্র কাপি নিষীদতাং বহুতৃণং বিশ্বং মুহুঃ পশ্যতাম্ ।
অত্যাগেহপি তনোরথগুপরমানন্দাববোধস্পৃহাং
মর্ত্য্যঃ কোপি শিবপ্রসাদমূলভাং সম্প্রস্মৃতে যোগিনাম্ । ৫১

'পানিং' হস্তকে 'পাত্ৰয়তাং' পাত্র করিতেছেন 'নিসর্গশুচিনা' স্বাভাবিক শুদ্ধ 'ভৈক্ষ্যেণ' ভিক্ষায়ের দ্বারা 'সন্তুষ্যতাং' সন্তুষ্ট হইতেছেন 'যত্র' যে 'কাপি' কোন স্থানে 'নিষীদতাং' উপবেশন

করিতেছেন 'বহুত্বং' বহুবিধ ত্বং বিশিষ্ট 'বিশ্বং' জগৎ 'মুহুঃ' বারম্বার 'পশ্চ্যতাম্' দর্শন করিতেছেন 'অত্যাগে' ধ্বংস না হইলে 'অপি' ও 'তনোঃ' শরীরের 'অখণ্ডপরমানন্দাববোধস্পৃহাং' পূর্ণানন্দময় ব্রহ্মজ্ঞানের ইচ্ছা 'মর্ত্যঃ' মনুষ্য 'কোইপি' কোন 'শিবপ্রসাদস্বলভাং' শিবের প্রসন্নতায় সুলভ 'সম্পৎস্রতে' প্রাপ্ত হইবে 'যোগিনান্' যোগিদিগের । ৫১ ॥

যোগীগণ আপন হস্তকে পাত্র করিতেছেন, স্বভাবশুদ্ধ তিষ্ণান্ন দ্বারা সন্তুষ্ট হইতেছেন, যে কোন স্থলেই উপবেশন করিতেছেন, বারম্বার বহুবিধ ত্বং যুক্ত জগৎ দর্শন করিতেছেন। পূর্ণানন্দময় ব্রহ্মজ্ঞানের বাঞ্ছা করিতেছেন, কোন অনির্বচনীয় মনুষ্য শরীর পতনের পূর্বেই শিবের প্রসন্নতায় সুলভা যোগিদিগের তাদৃশী বাঞ্ছা প্রাপ্ত হইবেন । ৫১ ॥

অর্থানামীশিষ্যে ত্বং বয়মপিচ গিরামীশ্মাহে যাবদর্থং

শুরস্ত্বং বাদিদর্পজ্বরশমনবিধাবক্ষয়ং পাটবং মে ।

সেবন্তে দ্বাং ধনাঢ্যা মতিমহতয়ে মামপি শ্রোতুকামাঃ

ময্যপ্যাস্থা ন তে চেৎ দ্বয়ি মম নিতরামেব রাজন গতাশীৎ ॥৫২

'অর্থানান্' ধনের 'ঈশিষ্যে' ঈশ্বর 'ত্বং' তুমি 'বয়ম' আমরা 'অপি' ও 'গিরান্' বাক্যের 'ঈশ্মাহে' ঈশ্বর 'যাবদর্থং' অর্থযুক্ত 'শুরঃ' বীর 'ত্বং' তুমি 'বাদিদর্পজ্বরশমনবিধৌ' প্রতিবাদীদিগের অহঙ্কার জ্বরের ধ্বংস বিষয়ে 'অক্ষয়ং' অক্ষয়হীন 'পাটবং' পাটুতা 'মে' আমার 'সেবন্তে' সেবা করে 'দ্বাং' তোমাকে 'ধনাঢ্যাঃ' ধনিরা 'মতিমহতয়ে' মনোমালিন্যবিনাশার্থ 'মাম্' আমাকে 'অপি' ও 'শ্রোতুকামাঃ' শ্রবণেচ্ছাযুক্ত 'ময়ি' আমার প্রতি 'অপি' ও 'আস্থা' যত্ন 'ন' না 'তে' তোমার 'চেৎ' যদি 'দ্বয়ি' তোমার প্রতি 'মম' আমার 'নিতরাং' নিতান্ন 'এব' ই 'রাজন' হে ভূপতে 'গতা' বিগত 'আশীং' হইয়াছে ॥ ৫২ ॥

হে রাজন্! তুমি অর্থের ঈশ্বর, আমিও অর্থযুক্ত বাক্যে:
ঈশ্বর; তুমি বলবান্, আমিও প্রতিবাদীদিগের দৰ্প জ্বর বি-
নাশে সমর্থ; ধনীরা তোমাকে সেবা করে, শুশ্রুষু ব্যক্তির
মনো মালিন্য বিনাশার্থ আমাকেও সেবা করিয়া থাকে; যদি
আমার প্রতি তোমার যত্ন না হয়, তোমার প্রতিও আমার
নিতান্ত অযত্ন হইল। ৫২ ॥

বয়মিহ পরিতুষ্ঠা বল্কলৈ স্ত্বং ছুকুলৈঃ

সম ইহ পরিতোষণে নির্বিশেষে বিশেষঃ।

স তু ভবতু দরিদ্রো যস্ত তৃষণা বিশালা

মনসি চ পরিতুষ্ঠে কোহর্থবান্ কো দরিদ্রঃ। ৫৩ ॥

‘বয়ং’ আমরা ‘ইহ’ এই জগতে ‘পরিতুষ্ঠাঃ’ সন্তুষ্ট হইয়াছি
‘বল্কলৈঃ’ বৃক্ষদ্বক্ দ্বারা ‘স্ত্বং’ তুমি ‘ছুকুলৈঃ’ পট্টবস্ত্র দ্বারা ‘সমঃ’
তুল্য ‘ইহ’ এই ভুবনে ‘পরিতোষণঃ’ সন্তোষ ‘নির্বিশেষঃ’ অভেদ
জ্ঞান ‘বিশেষঃ’ প্রভেদ ‘সঃ’ সেই ‘তু’ কিন্তু ‘ভবতু’ হয় ‘দরিদ্রঃ’
নির্ধন ‘যস্ত’ যাহার ‘তৃষণা’ আশা ‘বিশালা’ বলবতী ‘মনসি’ মন
‘চ’ এবং ‘পরিতুষ্ঠে’ সন্তুষ্ট থাকিলে ‘কঃ’ কে ‘অর্থবান্’ ধনবান্
‘কঃ’ কে ‘দরিদ্রঃ’ নির্ধন। ৫৩ ॥

এই পৃথিবীতে আমরা বল্কল পরিধানে পরিতুষ্ঠ হই-
য়াছি, তুমি পট্টবস্ত্র পরিধান করিয়া সন্তুষ্ট হইতেছ; অতএব
সন্তোষ বিষয়ে তোমাতে আমাতে কিছুই বিশেষ নাই, কেবল
এই জগতে অভেদ জ্ঞানই আমার বিশেষ; ফলতঃ যাহার
তৃষণা বলবতী সেই ব্যক্তিই দরিদ্র, মন পরিতুষ্ঠ থাকিলে কে
ধনবান্ কে দরিদ্র?। ৫৩ ॥

ফলমলমশনায় স্বাছু পানায় তোয়ং

শয়নমবনিপৃষ্ঠে বাসসী বল্কলে চ।

ধনলবমধুপানক্রামিসর্কেন্দ্রিয়াণাম্

অবিনয়মনুমন্তুং নোৎসহে ছুর্জনানাম্। ৫৪ ॥

‘ফলং’ ফল ‘অন্নম্’ উপযুক্ত ‘অশনায়’ ভোজনের নিমিত্ত
 ‘স্বাদু’ মিষ্ট ‘পানায়’ পানার্থ ‘তোয়ং’ জল ‘শয়নম্’ শয়ন ‘অব-
 নিপৃষ্ঠে’ ভূতলে ‘বাসসী’ বস্ত্রযুগল ‘বল্কলে’ বল্কল যুগল ‘চ’
 এবং ‘ধনজনবমধুপানভ্রামিসর্কেজ্রিয়াণাম্’ যৎকিঞ্চিৎ ধনরূপ মধু
 পানে যাহাদের ইন্দ্রিয়গণ ভ্রাস্ত হইয়াছে ‘অবিনয়ম্’ ঔদ্ধত্য ‘অল্প-
 মস্তং’ অল্পমতি করিতে ‘ন’ না ‘উৎসহে’ উৎসাহ করি ‘ভূর্জ-
 নানাং’ ভূর্জনদিগের। ৫৩ ॥

ভোজনের নিমিত্ত অপরিপূর্ণ স্নানাদ ফল ও পানার্থ মধুর
 জল এবং শয়নার্থ ভূতল ও পরিধানার্থ বল্কল যুগল প্রস্তুত
 রহিয়াছে, অতএব যৎকিঞ্চিৎ ধন রূপ মদ্য পান দ্বারা অবশে-
 দ্বিয় ভূর্জনদিগের ঔদ্ধত্য সহ করিতে কোন মতেই উৎসাহ
 করি না। ৫৪ ॥

অশ্নীমহি বয়ং ভিক্ষা-মাশাবাসো বসীমহি।

শয়ীমহি মহীপৃষ্ঠে কুর্সীমহি কিমীশ্বরৈঃ। ৫৫ ॥

‘অশ্নীমহি’ ভোজন করি ‘বয়ং’ আমরা ‘ভিক্ষাম্’ ভিক্ষায়
 ‘আশাবাসঃ’ দিকরূপ বস্ত্র ‘বসীমহি’ পরিধান করি ‘শয়ীমহি’
 শয়ন করি ‘মহীপৃষ্ঠে’ ভূতলে ‘কুর্সীমহি’ করিব ‘কিম্’ কি
 ‘ঈশ্বরৈঃ’ ধনবান্ ব্যক্তি দ্বারা। ৫৫ ॥

আমরা ভিক্ষায় ভোজন করি, সদা দিগম্বর থাকি, ভূতলে
 শয়ন করি, ধনবান্দিগের নিকট কি প্রয়োজন?। ৫৬ ॥

ন নটা ন বিটা ন গায়কা নচ সত্যোত্তরবাদচুঞ্চবঃ।

নৃপ সংসদি তে হত্র কে বয়ং স্তনভারানমিতা ন যোষিতঃ। ৫৬ ॥

‘ন’ না ‘নটাঃ’ নর্তকগণ ‘ন’ না ‘বিটাঃ’ ধূর্তসকল ‘ন’ না ‘গায়-
 কাঃ’ গায়ক গণ ‘ন’ না ‘চ’ এবং ‘সত্যোত্তরবাদচুঞ্চবঃ’ অসত্য বাক্য
 কথনে বিখ্যাত ‘নৃপ’ হে রাজন্ ‘সংসদি’ সভায় ‘তে’ তোমার
 ‘অত্র’ এই ‘কে’ কে ‘বয়ং’ আমরা ‘স্তনভারানমিতাঃ’ স্তনের ভারে
 নত্নীভূতা ‘ন’ না ‘যোষিতঃ’ যুবতি গণ। ৫৬ ॥

আমরা নর্তক নহি, ধূর্ত নহি, গায়ক নহি, অসত্য বা
কখনে বিখ্যাত নহি, এবং পীনস্তনী যুবতীও নহি, হে রাঃ
তবে আমরা তোমার এই সভায় কে? (অর্থাৎ তোমার সভা
উপযুক্ত নহি)। ৫৬ ॥

বিপুলরুদয়ৈরীশৈঃ কৈশিচৎ জগৎ জনিতং পুরা

বিধৃতমপরৈর্দন্তুষ্ণানৈর্বিজিত্য তৃণং যথা ।

ইহ হি ভুবনান্যান্যো বীরাশ্চতুর্দশ ভুঞ্জতে

কতিপয়পুরস্বাম্যে পুংসাং কএমদজ্বরঃ । ৫৭ ॥

‘বিপুলরুদয়ৈঃ’ মহাশয় ‘ঈশৈঃ’ ঈশ্বর ‘কৈশিচৎ’ কোন ‘জগৎ’
বিশ্ব ‘জনিতং’ উৎপন্ন করিয়াছেন ‘পুরা’ পূর্বকালে ‘বিধৃতম্’ ধারণ
করিয়াছেন ‘অপরৈঃ’ অন্য ‘দন্তুঃ’ দান করিয়াছেন ‘চ’ এবং
‘অনৈঃ’ অন্য ‘বিজিত্য’ জয় করিয়া ‘তৃণং’ তৃণ ‘মথা’ মায় ‘ইহ’
এক্ষণে ‘হি’ নিশ্চয় ‘ভুবনানি’ ভুবন ‘অন্যে’ অন্য ‘বীরাঃ’ বীর-
পুরুষেরা ‘চতুর্দশ’ চৌদ্দ ‘ভুঞ্জতে’ ভোগ করিতেছেন ‘কতিপয়-
পুরস্বাম্যে’ কতগুলি গ্রামের আধিপত্যে ‘কঃ’ কি ‘এষঃ’ এই ‘নদ-
জ্বরঃ’ নদতীর উত্তাপ । ৫৭ ॥

পূর্বকালে কোন মহেশ্বর এই জগৎ সৃষ্টি করিয়াছেন
কোন কোন ব্যক্তি পালন করিয়াছেন, কেহ বা ইহা জয় করি-
তৃণ জ্ঞান পূর্বক অর্থাৎ করিয়াছেন ; এক্ষণেও কোন কো-
বীরপুরুষেরা চতুর্দশ ভুবন ভোগ করিতেছেন, তবে কতব-
গুলি গ্রামের আধিপত্য পাইয়া পুরুষদিগের কি নিমিত্ত
এত মত্ততার উত্তাপ? বলিতে পারি না! । ৫৭ ॥

অভুক্তায়াং যস্মাৎ ক্ষণমপি চ যাতং নুপশতৈঃ

ভুবস্বস্থা লাভে কইহ বহুমানঃ ক্ষিতিভৃতাম্ ।

তদংশস্বাপাংশে তদবয়বলেশেহপি পতয়ো

বিধাদে কর্তব্যে বিদধতি জড়াঃ প্রত্ন্যত মুদম্ । ৫৮ ॥

‘অভুক্তায়াং’ ভোগ না করিয়া ‘যস্মাং’ যাহা ‘ক্ষণম্’ ক্ষণকাল ‘অপিচ’ ও ‘যাতং’ গত হইয়াছে ‘নৃপশতৈঃ’ শত শত রাজারা ‘ভুবঃ’ পৃথিবীর ‘তস্মাঃ’ সেই ‘নাতে’ লাভ হইলে ‘কঃ’ কি ‘ইহ’ জগতে ‘বহুমানঃ’ অধিক মান ‘ক্ষতিভূতাম্’ ভূপতিদিগের ‘তদংশস্ত’ তাহার অংশের ‘অপি’ ও ‘অংশে’ খণ্ডে ‘তদবয়বলেশে’ তাহার অবয়বের কক্ষিমাতে ‘অপি’ ও ‘পত্যঃ’ পতি হইয়া ‘বিষাদে’ ছুঃখ ‘কর্ভব্যে’ করা উচিত ‘বিদধতি’ করে ‘জড়াঃ’ মুখ ‘প্রভ্যাত’ বৈপরীতে ‘মুদম্’ আচ্ছাদ । ৫৮ ॥

যে পৃথিবীকে ক্ষণমাত্রও ভোগ করিতে না পাইয়া শত শত রাজারা গত হইয়াছেন, সেই পৃথিবীর লাভে তাহা-দিগের এতই কি বহুতর মান হইতে পারে? বিশেষতঃ সেই পৃথিবীর শত শত অংশের একাংশ মাত্রের পতি হইয়া ছুঃখ প্রকাশ করাই উচিত, প্রভ্যাত মুখেরা আচ্ছাদই প্রকাশ করিয়া থাকে । ৫৮ ॥

পরেষাং চেতাংসি প্রতিদিবসমারাধ্য বহুধা

প্রসাদং কিং নেতুং বিশসি রুদয় ক্লেশমফলম্ ।

প্রসন্নো ব্রহ্মান্তঃ স্বয়মুদিতচিন্তামণিগুণে

বিবিক্তে সঙ্কল্পে কিমভিলষিতং পুষ্যাতি ন তে । ৫৯ ॥

‘পরেষাং’ অন্য অন্য ব্যক্তির ‘চেতাংসি’ মনকে ‘প্রতিদিবসম্’ প্রত্যহ ‘আরাধ্য’ আরাধনা করিয়া ‘বহুধা’ বহুপ্রকার ‘প্রসাদং’ প্রসন্নতা ‘কিং’ কেন ‘নেতুং’ লাভ করিবার নিমিত্ত ‘বিশসি’ প্রবেশ করিতেছ ‘রুদয়’ হে মন ‘ক্লেশম্’ ক্লেশ ‘অফলম্’ বৃথা ‘প্রসন্নো’ প্রসন্ন হইলে ‘ব্রহ্মি’ তুমি ‘অন্যঃস্বয়মুদিতচিন্তামণিগুণে’ অন্তরে স্বয়ং উৎপন্ন চিন্তামণিরূপ গুণ ‘বিবিক্তে’ বিবেচিত ‘সঙ্কল্পে’ সঙ্কল্পস্বরূপ ‘কিং’ কি ‘অভিলষিতং’ অভিলাষ ‘পুষ্যাতি’ জন্মে ‘ন’ না ‘তে’ তোমার । ৫৯ ॥

হে চিত্ত! তুমি প্রসাদ লাভের প্রত্যাশায় প্রত্যহ অন্য ব্যক্তির বহুপ্রকার মনস্তুষ্টি করিয়া কেন বৃথা ক্লেশ পাইতেছ?।

তুমি নিজে প্রসন্ন হইলে, তুমি নিজে শান্ত হইলে চিন্তামণি
রূপ গুণ স্বয়ং অন্তরে উদয় হইবে, তাহা হইলে তোমার
কি অভিলষিত সিদ্ধি না হইবে? । ৫৯ ॥

পরিভ্রমসি কিং বৃথা কচন চিত্ত বিশ্রাম্যতাম্
স্বয়ং ভবতি যদ্যথা ভবতি নান্যথা তত্তথা ।
অতীতমপি ন স্মরণপিচ ভাব্যসঙ্কল্পায়ন্
অতর্কিতগমাগমানমুভবস্ব ভোগানিহ । ৬০ ॥

‘পরিভ্রমসি’ ভ্রমণ করিতেছ ‘কিং’ কেন ‘বৃথা’ বিফল ‘কচন’
কোন স্থানে ‘চিত্ত’ হে মন ‘বিশ্রাম্যতাং’ বিশ্রাম কর ‘স্বয়ং’ আ-
পনি ‘ভবতি’ হয় ‘যৎ’ যাহা ‘যথা’ যে প্রকার ‘ভবতি’ হয় ‘ন’ না
‘অন্যথা’ অন্যপ্রকার ‘তৎ’ তাহা ‘তথা’ সেই প্রকার ‘অতীতম্’
ভূত ‘অপি’ ও ‘ন’ না ‘স্মরণ’ স্মরণ করিয়া ‘অপিচ’ এবং
‘ভাবি’ ভবিষ্যৎ ‘অসঙ্কল্পয়ন্’ চিন্তা না করিয়া ‘অতর্কিতগমাগমান্’
অনুমুভূত গমনাগমন বিশিষ্ট ‘অমুভবস্ব’ অমুভব কর ‘ভোগান্’
বিষয় ভোগ ‘ইহ’ এই সংসারে । ৬০ ॥

হে মন! তুমি কেন বৃথা ভ্রমণ করিতেছ? কোন নিকাপিত
স্থানে বিশ্রাম কর, স্বয়ংই যাহা যেক্রম হইবেক কদাপি তাহার
অন্যথা হইবেক না। অতএব গতানুস্মৃচনাও ভবিষ্যৎকল্পনা
না করিয়া এই সংসারে উপস্থিত বিষয় সকল ভোগ কর। বি-
ষয়ের স্থিতি বা অস্থিতি অগ্রে কেহই স্থির নিশ্চয় করিতে
পারে না। ৬০ ॥

এতস্মাৎ বিরমেদ্রিয়ার্থগহনাদায়াসকাদাশ্রয়াৎ
শ্রেয়োমার্গমশেষতুঃখশমনব্যাপারদক্ষং ক্ষণাৎ ।
আত্মীভাবমুপৈহি সন্ত্যজ নিজাং কল্লোললোলাং মতিং
মা ভূয়োভজ ভঙ্করাং ভবরতিং চেতঃ প্রসীদাধুনা । ৬১ ॥

‘এতস্মাৎ’ এই ‘বিরম’ বিশ্রাম কর ‘ইন্দ্রিয়ার্থগহনাং’ ইন্দ্রিয়-
ভোগ্য পদার্থে নিবিড় ‘আয়াসকাৎ’ আয়াসজনক ‘আশ্রয়াৎ’ স্থান
হইতে ‘শ্রেয়োমার্গম্’ মুক্তিমার্গ ‘অশেষদুঃখশমনব্যাপারদক্ষং’
নানা দুঃখের শমন কর্ষে পটু ‘ক্ষণাৎ’ ক্ষণমাত্রেই ‘আত্মাভাবম্’
আত্মস্বরূপ ‘উপৈহি’ প্রাপ্ত হও ‘সম্যজ্জ’ ত্যাগ কর ‘নিজাৎ’ স্বকীয়
‘কল্লোলজ্বালাং’ তরঙ্গতুল্য চঞ্চল ‘মতিং’ বুদ্ধি ‘মা’ না ‘ভূয়ঃ’
পুনর্বার ‘ভজ’ ভজনা কর ‘ভঙ্গুরাং’ ভঙ্গশীল ‘ভবরতিং’ সংসার-
বাসনা ‘চেতঃ’ হে চিত্ত ‘প্রসীদ’ প্রসন্ন হও ‘অধুনা’ এক্ষণে। ৬১ ॥

হে চিত্ত! এই ইন্দ্রিয়ভোগ্য পদার্থে পরিপূর্ণ ও আয়াস-
জনক স্থান হইতে প্রস্থান কর, শীঘ্র অশেষ দুঃখ দমনে
দক্ষ মুক্তিমার্গের আশ্রয় গ্রহণ কর, আত্মস্বরূপ অবগত
হও, স্বীয় তরঙ্গচঞ্চলা বুদ্ধি পরিত্যাগ কর, হে মন! এক্ষণে
প্রসন্ন হও, যেন আর পুনর্বার সংসারে আসক্ত হইতে
না হয়। ৬১ ॥

মোহং মার্জয় তান্মুপাশ্রয় রতিং চন্দ্রাঙ্কচূড়ামণৌ
চেতঃ স্বর্গতরঙ্গিনীতটভূবি ব্যাসঙ্গমঙ্গীকুরু ।
কো বা বীচিশু বুদ্ধদেযু চ তড়িল্লেক্ষাসু চ শ্রীযুচ
জ্বালাগ্রেযু চ পন্নগেষু চ সরিষর্গেষু চ প্রত্যয়ঃ । ৬২ ॥

‘মোহং’ মায়া ‘মার্জয়’ ত্যাগকর ‘তান্ম’ সেই ‘উপাশ্রয়’ আশ্রয়
কর ‘রতিং’ অনুরাগ ‘চন্দ্রাঙ্কচূড়ামণৌ’ অঙ্কচন্দ্রভূমণে ‘চেতঃ’ হে
মন ‘স্বর্গতরঙ্গিনীতটভূবি’ গঙ্গার তটভূমিতে ‘ব্যাসঙ্গম্’ আগমন
‘অঙ্গীকুরু’ স্বীকার কর ‘কঃ’ কি ‘বা’ ই ‘বীচিশু’ তরঙ্গেতে ‘বৃদ্-
দেযু’ জলবিশেষে ‘চ’ এং ‘তড়িল্লেক্ষাসু’ বিদগ্নতাতে ‘চ’ এবং
‘শ্রীযু’ সম্প্রতিতে ‘চ’ এবং ‘জ্বালাগ্রেযু’ অগ্নিশিখার অগ্রভাগে
‘চ’ এবং ‘পন্নগেষু’ সর্পেতে ‘চ’ এবং ‘সরিষর্গেষু’ নদী সমূহে ‘চ’
এবং ‘প্রত্যয়ঃ’ বিশ্বাস। ৬২ ॥

হে মন, মায়া ত্যাগ কর, পরমেশ্বরে অনুরক্ত হও, গঙ্গা: তটভূমিতে আশ্রয় গ্রহণ কর ; তরঙ্গে, জলবিশ্বে, বিদ্যুল্লতা: বা সম্পত্তিতে এবং অগ্নিজ্বালার অগ্রভাগে আর সর্পে ও নদী সমূহে বিশ্বাস কি ? (অর্থাৎ তরঙ্গাদির ন্যায় সকলই ক্ষণধ্বংসী এবং সর্প ও নদীর ন্যায় সকলই অপকারী) । ৬২ ॥

চেত শ্চিন্তয় মা রমাং সক্রুদিমামস্থায়িনীমাস্থয়া
ভূপালক্রকুটীকুটীরবিহরব্যাপারপণ্যাক্ষনাম্ ।
কন্থাকঞ্চুকিতাঃ প্রবিশ্ব ভবনদ্বারাণি বারাণসী-
রথ্যাপংক্তিয়ু পাণিপাত্রপতিতাং ভিক্ষামপেক্ষামহে । ৬৩ ॥

‘চেতঃ’ হে চিন্ত ‘শ্চিন্তয়’ চিন্তা কর ‘মা’ না ‘রমাং’ সম্পত্তি ‘সক্রুৎ’ একবার ‘ইমাং’ এই ‘অস্থায়িনীম্’ অস্থিরা ‘আস্থয়া’ যত্ন-দ্বারা ‘ভূপালক্রকুটীকুটীরবিহরব্যাপারপণ্যাক্ষনাম্’ রাজাদিগের জভঙ্গীরূপ গৃহে বিহার কার্যে বারনারী ‘কন্থাকঞ্চুকিতাঃ’ কন্থায় আবৃত ‘প্রবিশ্ব’ প্রবেশ করিয়া ‘ভবনদ্বারাণি’ গৃহ দ্বারে ‘বারাণসীরথ্যাপংক্তিয়ু’ কাশীর পথশ্রেণীতে ‘পাণিপাত্রপতিতাঃ’ হস্ত-রূপ পাত্রে পতিত ‘ভিক্ষাম্’ যাচিত দ্রব্য ‘অপেক্ষামহে’ অপেক্ষা করিতেছি । ৬৩ ॥

হে চিন্ত! তুমি ভূপালদিগের ভ্রুভঙ্গীরূপ মন্দিরে বিহারকারিণী বারাঙ্কনা স্বরূপ এই চঞ্চল সম্পত্তিকে একবারও আদরপূর্বক চিন্তা করিও না, আমি কন্থারূত শরীরে বারাণসীর পথপ্রান্তবর্তী গৃহস্থের দ্বারে দ্বারে প্রবেশ পূর্বক হস্তে পতিত ভিক্ষার প্রতীক্ষা করিতেছি । ৬৩ ॥

অগ্রে গীতং সরসকবয়ঃ পার্শ্বয়ো দ্ধাক্ষিণাত্যাঃ
পশ্চাৎ লীলাবলয়রণিতং চামরগ্রাহিণীনাম্ ।
যচ্ছস্তোবং কুরু ভবরসাস্বাদনে লম্পটত্বং
নো চেচ্চতঃ প্রবিশ সহসা নির্ঝিকল্পে সমাধৌ । ৬৪ ॥

‘অগ্রে’ সম্মুখে ‘গীতং’ গান ‘সরসকবয়ঃ’ রসজ্ঞ কবিগণ
পার্শ্ব্যোঃ’ উভয় পাশ্বে ‘দাক্ষিণাত্যাঃ’ দক্ষিণদেশীয় ‘পশ্চাৎ’
পশ্চাত্তাগে ‘জীলাবলয়রণিতং’ সলীল বলয় ধ্বনি ‘চামরপ্রািহনী-
নাম্’ চামরধারিণী দিগের ‘যদি’ যদি ‘অস্তি’ হয় ‘এবং’ এমন
‘কুরু’ কর ‘ভবরসাস্বাদনে’ সংসার রসের আস্বাদনে ‘লম্পটবুৎ’
লাম্পট্য ‘নো’ না ‘চেৎ’ যদি ‘চেতঃ’ হে চিন্ত ‘প্রবিশ’ প্রবেশ কর
‘সহসা’ শীঘ্রই ‘নির্ধিকল্পে’ নির্ধিকল্প ‘সমার্থো’ ধ্যানতে । ৬৩ ॥

যদি সম্মুখে মধুর সঙ্গীত, উভয় পাশ্বে রসজ্ঞ দক্ষিণ-
দেশীয় কবিগণ, পশ্চাত্তাগে চামরধারিণী কামিনী দিগের
বলয়ধ্বনি বিচ্যমান থাকে, তবে হে মন । তুমি সংসার সুখ
সম্ভোগে প্ররত্ত হও ; নতুবা অবিলম্বে একতান মনে পরমেশ্বর
ধ্যানে নিবিষ্ট হও । ৬৪ ॥

প্রাপ্তাঃ শ্রিয়ঃ সকলকামছুঘা স্ততঃ কিং
নাস্তং পদং শিরসি বিদ্বিষতাং ততঃ কিম্ ।
সম্পাদিতাঃ প্রণয়িনো বিভবা স্ততঃ কিং
কল্পং স্থিতাস্তনুভূতাং তনব স্ততঃ কিম্ । ৬৫ ॥

‘প্রাপ্তাঃ’ প্রাপ্ত হইয়াছি ‘শ্রিয়ঃ’ সম্পত্তি সকল ‘সকলকাম-
ছুঘাঃ’ সর্ব কামনা সিদ্ধিকারী ‘স্ততঃ’ তাহাতে ‘কিং’ কি ‘অস্তং’
অর্পণ করিয়াছি ‘পদং’ চরণ ‘শিরসি’ মস্তকে ‘বিদ্বিষতাং’ শত্রু-
বর্গের ‘ততঃ’ তাহাতে ‘কিম্’ কি ‘সম্পাদিতাঃ’ সম্পন্ন করিয়াছি
‘প্রণয়িনঃ’ বন্ধুর ‘বিভবাঃ’ ঐশ্বর্য্য ‘স্ততঃ’ তাহাতে ‘কিং’ কি
‘কল্পং’ বহুকাল ‘স্থিতাঃ’ স্থিত হইলে ‘স্তনুভূতাং’ শরীরী দিগের
‘তনবঃ’ শরীর ‘স্ততঃ’ তাহাতে ‘কিম্’ কি । ৬৫ ॥

সকল কামনা সিদ্ধিকরী সম্পত্তি প্রাপ্ত হইয়াছি তাহাতে
কি হইবেক, শত্রুবর্গের মস্তকে পদার্পণ করিয়াছি তাহাতেই
বা কি হইবেক, বন্ধু বান্ধব দিগকে ঐশ্বর্য্য সম্পন্ন করিয়াছি
তাহাতে কি হইবেক, জীবগণের শরীর চিরস্থায়ী হইলেই বা

কি হইবেক। (অর্থাৎ ইহার কিছুতেই নিত্য মুখ লাভ
হইবার সম্ভাবনা নাই)। ৬৫ ॥

ভক্তিভাবে মরণজন্মভয়ং হৃদিস্বং

স্নেহো ন বন্ধুযু ন মম্মথজা বিকারাঃ।

সংসর্গদোষরহিতা বিজনা বনাস্তাঃ

বৈরাগ্যমস্তি কিমতঃ পরমর্থনীয়ম্। ৬৬ ॥

‘ভক্তিঃ’ ভক্তি ‘ভাবে’ ঈশ্বরে ‘মরণজন্মভয়ং’ মৃত্যু ও জন্মের
ভয় ‘হৃদিস্বং’ হৃদয়ে স্থিত ‘স্নেহঃ’ বাৎসল্য ‘ন’ না ‘বন্ধুযু’ বন্ধু-
বর্গে ‘ন’ না ‘মম্মথজাঃ’ কামজন্ম ‘বিকারাঃ’ প্রকৃতির অন্তর্ধাভাব
‘সংসর্গদোষরহিতাঃ’ আসঙ্গ দোষ রহিত ‘বিজনাঃ’ নির্জন
‘বনাস্তাঃ’ বনভূমি ‘বৈরাগ্যম্’ বিষয়ে তুচ্ছজ্ঞান ‘অস্তি’ আছে
‘কিম্’ কি ‘অতঃ’ ইহার ‘পরম্’ পর ‘অর্থনীয়ম্’ প্রার্থনীয়। ৬৬ ॥

ঈশ্বরে ভক্তি, মনের মধ্যে জন্ম মৃত্যুর ভয়, আত্মীয়
স্বজনের প্রতি মমতা না থাকা, এবং কামজন্য বিকার না
হওয়া, সংসর্গ দোষ রহিত নির্জন বনভূমি, আর বিষয়ে
বৈরাগ্য, এই সমস্ত বর্তমান থাকিলে আর কি বস্তু প্রার্থনীয়
আছে?। ৬৬ ॥

তস্মাদনন্তমজরং পরমং বিকাশি

তৎ ব্রহ্ম চিন্তয় কিমেতিরসদ্বিকল্পৈঃ।

যশ্চানুষঙ্গিণ ইমে ভুবনাধিপত্য-

ভোগাদয়ঃ রূপণলোকমতা ভবন্তি। ৬৭ ॥

‘তস্মাৎ’ অতএব ‘অনন্তম্’ অবিনাশি ‘অজরং’ জরাশূন্য ‘পরমং’
উৎকৃষ্ট ‘বিকাশি’ প্রকাশমান ‘তৎ’ সেই ‘ব্রহ্ম’ পরমেশ্বর ‘চিন্তয়’
চিন্তা কর ‘কিম্’ কি ‘এতিঃ’ এই সমস্ত ‘অসদ্বিকল্পৈঃ’ মিথ্যা কল্পনা
দ্বারা ‘যশ্চ’ যাহার ‘অনুষঙ্গিণঃ’ সহচর ‘ইমে’ এই সকল ‘ভুব-
নাধিপত্যভোগাদয়ঃ’ ভুবনের আধিপত্য ও বিষয় ভোগাদি ‘রূপণ-
লোকমতাঃ’ ক্ষুদ্রলোকের অভীষ্ট ‘ভবন্তি’ হয়। ৬৭ ॥

অতএব জরা মরণ শূন্য প্রকাশমান সেই পরব্রহ্মের
চিন্তা কর, এই সমস্ত মিথ্যা কল্পনাতে কি হইবেক, ক্ষুদ্র
ব্যক্তি দিগের মনস্তৃষ্টিজনক ভুবনাধিপত্য ও বিষয় ভোগাদি
সমস্তই তাঁহার অধীন হইয়া রহিয়াছে । ৬৭ ॥

পাতালমাবিশসি যাসি নভো বিলজ্জ্যা

দিগ্গাণ্ডলং ভ্রমসি মানস চাপলেন ।

ভ্রান্ত্যাপি জাতু বিমলং কথমান্বনীনং

ন ব্রহ্ম সংস্মরসি নির্বৃতিমেষি কেন । ৬৮ ॥

‘পাতালম্’পাতালে ‘আবিশসি’ প্রবেশ করিতেছ ‘যাসি’ যাই-
তেছ ‘নভঃ’ আকাশ ‘বিলজ্জ্যা’ জঙ্ঘন করিয়া ‘দিগ্গাণ্ডলং’ চতুর্দিকে
‘ভ্রমসি’ ভ্রমণ করিতেছ ‘মানস’ হে মন ‘চাপলেন’ চঞ্চল স্বভাব-
বশতঃ ‘ভ্রান্ত্যা’ ভ্রম ক্রমে ‘অপি’ ও ‘জাতু’ কদাচিৎ ‘বিমলং’
নির্মল ‘কথম্’ কেন ‘আন্বনীনং’ আন্বস্থিত ‘ন’ না ‘ব্রহ্ম’
পরমেশ্বরকে ‘সংস্মরসি’ স্মরণ করিতেছ ‘নির্বৃতিম্’ শান্তি ‘এষি’
পাইবে ‘কেন’ কিসে । ৬৮ ॥

হে মন! তুমি চপল স্বভাব বশতঃ রসাতলে প্রবেশ করি-
তেছ, নভোমণ্ডল লঙ্ঘন করিয়া গমন করিতেছ, এবং চতু-
র্দিকে ভ্রমণ করিতেছ, কিন্তু আপনার নিকটবর্তী নির্মল
পরমাত্মাকে কদাচিৎ ভ্রমক্রমেও কেন মনে করিতেছ না, তবে
আর কিসে স্বচ্ছন্দ লাভ করিবে? । ৬৮ ॥

কিং বেদৈঃ স্মৃতিভিঃ পুরাণপঠনৈঃ শাস্ত্রৈঃ মহাবিস্তরৈঃ

স্বর্গগ্রামকুটানিবাসফলদৈঃ কর্মাক্রিয়াবিভ্রমৈঃ ।

মুক্তৈকং ভবদুঃখভাররচনাবিধ্বংসকালানলং

স্বানন্দপদপ্রকাশকলনং শেযা বর্ণিষ্যন্তয়ঃ । ৬৯ ॥

‘কিং’ কি ‘বেদৈঃ’ বেদ দ্বারা ‘স্মৃতিভিঃ’ ধর্মসংহিতা দ্বারা

‘পুরাণপঠনৈঃ’ পুরাণ পাঠ দ্বারা ‘শাস্ত্রৈঃ’ শাস্ত্র দ্বারা ‘মহাবি-

স্তরৈঃ' অতিবিস্তীর্ণ 'স্বর্গগ্রামকুটীনিবাসফলদৈঃ' স্বর্গস্বরূপ ক্ষুদ্র-
গ্রামে নিবাস রূপ ফলপ্রদ 'কর্ম্ম ক্রিয়াবিভ্রমৈঃ' পুণ্য কর্ম্ম ও পুণ্য
ক্রিয়া বিলসিত দ্বারা 'মুক্তা' ত্যাগ করিয়া 'একং' এক 'ভবদ্বুঃখ-
ভাররচনাবিধ্বংসকালানলং' সংসারদ্বুঃখাতিশয় বিস্তারের বিধ্বংস
বিষয়ে কালাগ্নিতুল্য 'স্বানন্দপদপ্রকাশকলনং' স্বীয় আনন্দ
স্থানের প্রকাশক 'শেষাঃ' অবশিষ্ট সমুদায় 'বনিথুন্তয়ঃ' বণিকের
ব্যবসায়। ৬১ ॥

সংসার দুঃখ তারের পরিহার কারণ আনন্দময় প্রকাশ-
মান সেই এক পরমেশ্বর ব্যতিরেকে শ্রুতি স্মৃতি বেদ পুরাণ
ও অন্যান্য শাস্ত্র সমূহ দ্বারা কি হইবেক, স্বর্গস্বরূপ ক্ষুদ্র গ্রামে
বাসরূপ ফল জনক কর্ম্মকাণ্ড দ্বারাই বা কি হইবেক, এ
সমস্ত বণিকের ব্যবসায় মাত্র । ৬২ ॥

গাত্রং সঙ্কুচিতং গতিবিগলিতা ভ্রষ্টা চ দন্তাবলী
দৃষ্টি নশ্চতি বর্দ্ধতে বধিরতা বক্তৃৎ লালায়তে ।
বাক্যং নাদ্রিয়তে চ বান্ধবজনো ভার্য্যা ন শুশ্রুষতে
হা কৰ্চ্চং পুরুষস্য জীর্ণবয়সঃ পুত্রোহপ্যমিত্রায়তে । ৭০ ॥

'গাত্রং' শরীর 'সঙ্কুচিতং' সঙ্কোচ প্রাপ্ত হইয়াছে 'গতিঃ' গমন-
শক্তি 'বিগলিতা' নষ্ট হইয়াছে 'ভ্রষ্টা' পতিত হইয়াছে 'চ'
এবং 'দন্তাবলী' দন্তপংক্তি 'দৃষ্টিঃ' দর্শনশক্তি 'নশ্চতি' নষ্ট
হইতেছে 'বর্দ্ধতে' বাড়িতেছে 'বধিরতা' শ্রবণশক্তিহীনত্ব 'বক্তৃৎ'
মুখ 'চ' এবং 'লালায়তে' লালপূর্ণ হইতেছে 'বাক্যং' কথা 'ন'
না 'আদ্রিয়তে' আদর করে 'চ' এবং 'বান্ধবজনঃ' বন্ধুবর্গ 'ভার্য্যা'
পত্নী 'ন' না 'শুশ্রুষতে' শুশ্রুষা করে 'হা' খেদোক্তি 'কৰ্চ্চং'
ক্লেশ 'পুরুষস্য' পুরুষের 'জীর্ণবয়সঃ' বৃদ্ধ 'পুত্রঃ' পুত্র 'অপি' ও
'অমিত্রায়তে' অনাত্মীয় তুল্য ব্যবহার করিতেছে । ৭০ ॥

গাত্র সঙ্কোচ প্রাপ্ত হইয়াছে, গতিশক্তি রহিত হইয়াছে,
দন্তপংক্তি পতিত হইয়াছে, দৃষ্টিশক্তি নষ্ট হইতেছে, বধিরতা

বুদ্ধি পাইতেছে, মুখও লালপূর্ণ হইতেছে; বন্ধুবর্গ আর
বাক্যে আদর করে না, ভার্য্যাও শুষ্কতা করেনা; হা! বুদ্ধ
ব্যক্তির কি ক্লেশ! পুত্রও অনাক্ষীরের ন্যায় ব্যবহার করে। ৭৮॥

বর্ণং সিতং পরিকলয্য শিরোরুহাণাং
স্থানং জরাপরিভবস্ত তদেব পুংসাম্।
আরোপিতাস্থিকলং পরিকৃত্য যাস্তি
চণ্ডালকুপমিব দূরতরং তরুণ্যঃ। ৭৯ ॥

‘বর্ণং’ বর্ণ ‘সিতং’ শ্বেত ‘পরিকলয্য’ দেখিয়া ‘শিরোরুহাণাং’
কেশ সকলের ‘স্থানং’ স্থান ‘জরাপরিভবস্ত’ জরা দ্বারা পরিভবের
‘তং’ সেই ‘এব’ ই ‘পুংসাম্’ পুরুষ দিগের ‘আরোপিতাস্থি-
কলং’ নিষ্কিণ্ড অস্থিখণ্ড ‘পরিকৃত্য’ পরিত্যাগ করিয়া ‘যাস্তি’
গমন করে ‘চণ্ডালকুপম্’ চণ্ডালের কুপ ‘ইব’ তুল্য ‘দূরতরং’
অতিদূরে ‘তরুণ্যঃ’ যুবতীরা। ৭৯ ॥

তরুণীগণ বুদ্ধ দিগের শুক্ল কেশ সমূহ দর্শন করিয়া, অস্থি-
খণ্ডে পরিপূর্ণ চণ্ডালকুপ জ্ঞানে তাহাদিকে অতিদূর হইতে
পরিত্যাগ পূর্বক প্রস্থান করে, ইহা অপেক্ষা পুরুষদিগের
বুদ্ধাবস্থায় আর কি ছুরবস্থা হইতে পারে। ৭৯ ॥

যাবৎ স্বস্থমিদং শরীরমরুজং যাবজ্জরা দূরতো
যাবচ্ছেন্দ্రిয়শক্তিরপ্রতিহতা যাবৎ ক্ষয়ো নাযুষঃ।
আয়শ্চৈয়সি তাবদেব বিজুযা কার্য্যঃ প্রযত্তো মহান্
সন্দীপ্তে ভবনেতু কুপখননং প্রত্যুচ্ছমঃ কীদৃশঃ। ৭৯ ॥

‘যাবৎ’ যে পর্য্যন্ত ‘স্বস্থম্’ সুস্থ ‘ইদং’ এই ‘শরীরম্’ দেহ ‘অরুজং’
রোগশূন্য ‘যাবৎ’ যে পর্য্যন্ত ‘জরা’ বার্দ্ধক্য ‘দূরতঃ’ দূরে ‘যাবৎ’
যে পর্য্যন্ত ‘চ’ এবং ‘ইন্দ্రిয়শক্তিঃ’ ইন্দ্రిয়ের সামর্থ্য ‘অপ্রতিহতা’
অব্যাহত ‘যাবৎ’ যে পর্য্যন্ত ‘ক্ষয়ঃ’ নাশ ‘ন’ না ‘আয়ুষঃ’

জীবনের 'আত্মপ্রায়সি' আপন মঙ্গলে 'ভাবৎ' সে পর্য্যন্ত 'এব' নিশ্চয় 'বিদ্বা' বিদ্বান্ ব্যক্তি 'কার্য্যঃ' করিবেন 'প্রযত্নঃ' যত্ন 'মহান্' অভ্যন্ত 'সন্দীপ্তে' দীপ্ত হইলে 'ভবনে' গৃহ 'তু' কিন্তু 'কুপ-খননং' কুপখননের 'প্রতি' প্রতি 'উদ্যমঃ' উদ্যোগ 'কীদৃশঃ' কি প্রকার। ৭২ ॥

যাবৎ শরীর সুস্থ ও নীরোগ থাকে, যাবৎ বুদ্ধাবস্থা উপস্থিত না হয়, যাবৎ ইন্দ্রিয়শক্তি অব্যাহত থাকে, যাবৎ জীবনের ক্ষয় না হয়, বিদ্বান্ ব্যক্তির ভাবৎকাল মধ্যেই আপন মঙ্গল সাধনে সাতিশয় যত্নবান্ হওয়া বিধেয়; নতুবা অনলে গৃহ প্রজ্বলিত হইলে কুপ খননের উদ্যোগ করা কি প্রকার (অর্থাৎ কোন কার্য্যকারক হয় না)। ৭২ ॥

তপশ্চান্তঃ সন্তঃ কিমধিনিবসামঃ স্মরনদীং
 গুণোদারান্ দারান্নুত পরিচরামঃ সবিষয়ান্ ।
 পিবামঃ শাস্ত্রৌঘান্নুত বিবিধকাব্যামৃতরসান্
 ন বিদ্বাঃ কিং কুর্মাঃ কতিপয়নিমেষায়ুষি জনে । ৭৩ ॥

'তপশ্চান্তঃ' তপশ্চা করত 'সন্তঃ' হইয়া 'কিন্' কি 'অধিনিবসামঃ' বাস করি 'স্মরনদাং' গঙ্গাতে 'গুণোদারান্' গুণযুক্ত 'দারান্' ভার্য্যাগণ 'উত' কিম্বা 'পরিচরামঃ' সেবা করি 'সবিষয়ান্' বিষয় সহিত 'পিবামঃ' পান করি 'শাস্ত্রৌঘান্' শাস্ত্রসমূহ 'উত' কিম্বা 'বিবিধকাব্যামৃতরসান্' নানাবিধ কাব্য শাস্ত্রের অমৃত রস 'ন' না 'বিদ্বাঃ' জানি 'কিং' কি 'কুর্মাঃ' করি 'কতিপয়নিমেষায়ুষি' কতক নিমেষমাত্র জীবন 'জনে' মনুষ্য। ৭৩ ॥

তপশ্চায় রত হইয়া গঙ্গাতীরে বাস করি, কি, গুণদার্যা-গুণবতী ভার্য্যার সহিত বিষয় ভোগ করি, অথবা শাস্ত্রালোচনা বা কাব্যামৃত রস পান করি, মনুষ্যের জীবনকাল কতিপয় নিমেষ মাত্র হওয়াতে, কি করি কিছুই বুঝিতে পারি না। ৭৩ ॥

দুরারাম্যঃ স্বামী তুরগচলচিত্তাঃ ক্ষিত্তিভুজো
 বয়ধঃ শ্বূলেচ্ছাঃ স্মমহতি পদে বন্ধমনসঃ ।
 জরা দেহে মৃত্যু হরতি দয়িতং জীবিতমিদং
 সখে নান্যৎ শ্রেয়ো জগতি বিদুষামত্র তপসঃ ।৭৪॥

‘দুরারাম্যঃ’ দুঃখে আরাধনীয় ‘স্বামী’ প্রভু ‘তুরগচলচিত্তাঃ’
 ঘোটকের ন্যায় চঞ্চলচিত্ত ‘ক্ষিত্তিভুজঃ’ রাজা সকল ‘বয়ং’ আমরা
 ‘চ’ এবং ‘শ্বূলেচ্ছাঃ’ বিপুলভিলাষী ‘স্মমহতি’ অতিমহৎ ‘পদে’
 স্থানে ‘বন্ধমনসঃ’ আসক্তচিত্ত ‘জরা’ বৃদ্ধাবস্থা ‘দেহে’ শরীরে
 ‘মৃত্যুঃ’ যম ‘হরতি’ হরণ করিতেছে ‘দয়িতং’ প্রিয় ‘জীবিতম্’
 জীবন ‘ইদং’ এই ‘সখে’ হে মিত্র ‘ন’ না ‘অন্যৎ’ পর ‘শ্রেয়ঃ’
 মঙ্গল ‘জগতি’ জগতে ‘বিদুষাং’ বিদ্বান্দিগের ‘অত্র’ এই ‘তপসঃ’
 তপস্যার । ৭৪ ॥

প্রভুর আরাধনা অতি কষ্টসাধ্য, রাজারা ঘোটকের
 ন্যায় চঞ্চলচিত্ত, আমরাও উচ্চপদাকাঙ্ক্ষী অল্প প্রার্থনা
 করিনা, শরীরে বার্দ্ধক্য, যম এই প্রিয় জীবন হরণ করিতেছে ;
 অতএব হে সখে! এই জগতে বিদ্বান্দিগের তপস্যার পর
 মঙ্গলকর বস্তু আর কিছুই নাই ।৭৪॥

রম্যং হর্ষ্যতলং ন কিং বসতয়ে শ্রাব্যং ন গেয়াদিকং
 কিম্বা প্রাণসমাসমাগমস্মুখং নৈবাধিকপ্রীতয়ে ।
 কিন্তু ভ্রান্তপতঙ্গপক্ষপবনব্যালোলদীপাকুর-
 ছায়াচঞ্চলমাকলয়া সকলং সন্তো বনান্তং গতাঃ ।৭৫॥

‘রম্যং’ মনোরম ‘হর্ষ্যতলং’ ক্রীড়াভবন ‘ন’ না ‘কিং’ কি
 ‘বসতয়ে’ বাসার্থ ‘শ্রাব্যং’ শ্রবণযোগ্য ‘ন’ না ‘গেয়াদিকং’ গীত-
 বাদ্যাদি ‘কিম্বা’ অথবা ‘প্রাণসমাসমাগমস্মুখং’ প্রাণিনি মন্তো-
 স্মুখ ‘ন’ না ‘এব’ ই ‘অধিকপ্রীতয়ে’ প্রচুর প্রীতির নিমিত্ত
 ‘কিন্তু’ কিন্তু ‘ভ্রান্তপতঙ্গপক্ষপবনব্যালোলদীপাকুর-
 ছায়াচঞ্চলমাকলয়’ ভ্রমণকারী পতঙ্গের পক্ষ পবনে ব্যাকুলিত দীপকলিকার ছায়ার

ছায় চঞ্চল 'আকলযা' জানিয়া 'সকলং' সমুদায় 'সহঃ' সাধুরা
'বনান্তং' বনভূমি 'গতাঃ' গমন করিয়াছেন । ৭৫ ॥

রমণীয় ক্রীড়াভবন কি উত্তম বাসযোগ্য নহে, গীত
বাছাদি কি সুশ্রাব্য নহে, প্রণয়িনীসন্তোগ সুখ কি অধিক
প্রীতিকর নহে; কিন্তু এই সমুদয় বিষয়, ভ্রমণকারী পতঙ্গের
পক্ষপবনে ব্যাকুলিত দীপকলিকার ন্যায় ক্ষণধ্বংসী জানিয়া
সাধু জনেরা বন গমন করেন । ৭৫ ॥

আসংসারং ত্রিভুবনমিদং চিন্ততাং তাত তাদৃক্
নৈবান্মাকং নয়নপদবীং শ্রোত্রমার্গং গতৌ বা ।
যোহয়ং ধন্তে বিষয়করিণীগাঢ়গূঢ়াভিমান-
ক্ষীবস্থান্তঃকরণকরিণঃ সংযমালানলীলাম্ । ৭৬ ॥

'আসংসারং' সংসার অবধি 'ত্রিভুবনম্' ত্রিলোক 'ইদং' এই
'চিন্ততাং' অন্বেষণকারী 'তাত' হে মান্য 'তাদৃক্' তাদৃশ 'ন' না
'এব' ই 'অন্মাকং' আনাদের 'নয়নপদবীং' নেত্র পথ 'শ্রোত্রমার্গং'
শ্রবণ গথ 'গতঃ' প্রাপ্ত 'বা' কিয়া 'বঃ' যে 'অয়ং' এই 'ধন্তে'
ধারণ করিয়াছে 'বিষয়করিণীগাঢ়গূঢ়াভিমানক্ষীবস্থান্' বিষয়রূপ
হস্তিনীর সহিত গাঢ় আলিঙ্গন দ্বারা অভিমানে মত্ত 'অন্তঃকরণ-
করিণঃ' মন রূপ হস্তীর 'সংযমালানলীলাম্' বন্ধন স্তম্ভ লীলা । ৭৬ ॥

আমরা সৃষ্টিকাল অবধি ত্রিভুবন ভ্রমণ করিলাম, তাদৃশ
ব্যক্তি কখন নয়নপথে বা শ্রুতিপথে পতিত হইলেন না,
যিনি বিষয়-করিণীর সহিত গাঢ় আলিঙ্গনে উন্মত্ত চিত্তরূপ
করীর বন্ধন স্তম্ভ লীলা ধারণ করিয়াছেন । ৭৬ ॥

জীর্ণাএব মনোরথাশ্চ হৃদয়ে যাতঞ্চ তৎ যৌবনং
হস্তাঙ্ঘ্রেষু গুণাশ্চ বন্দ্যফলতাং যাতা গুণজৈর্বিদা ।
কিং যুক্তং সহসাত্ত্বাপৈতি বলবান্ কালঃ কুতান্তোহক্ষমী
ন ধাতং মদনান্তুকাজ্জিযুগলং মুক্তেস্তু নান্যা গতিঃ । ৭৭ ॥

‘জীর্ণাঃ’ ক্ষীণ হইয়াছে ‘এব’ ই ‘মনোরথাঃ’ অভিলাষ সকল ‘চ’ ও ‘হৃদয়ে’ মনে ‘যাতং’ গিয়াছে ‘চ’ এবং ‘তং’ সে ‘যৌবনং’ যৌবনাবস্থা ‘হস্ত’ খেদে ‘অঙ্গেষু’ অবয়ব সকলে ‘গুণাঃ’ গুণ সকল ‘চ’ এবং ‘বক্ষ্যক্ষমতাং’ নিষ্ফলতা ‘যাতাঃ’ প্রাপ্ত হইয়াছে ‘গুণক্লেঃ’ গুণগ্রাহী ‘বিনা’ ব্যতিরেকে ‘কিং’ কি ‘যুক্তং’ উচিত ‘সহসা’ শীঘ্র ‘অভ্যুপৈতি’ উপস্থিত হইতেছে ‘বলবান্’ বলশালী ‘কালঃ’ মৃত্যু ‘কৃতান্তঃ’ নাশকর্তা ‘অক্ষমী’ ক্ষমারহিত ‘ন’ না ‘ধ্যাতং’ ধ্যান করিলাম ‘মদনাস্তুকাঙ্ক্ষিযুগলং’ শিবের চরণদ্বয় ‘মুক্তেঃ’ মোক্ষের ‘তু’ কিন্তু ‘ন’ না ‘অন্যা’ অন্য ‘গতিঃ’ উপায় । ৭৭ ॥

মনোরথ সকল বিরত হইয়াছে, যৌবনকাল গত হইয়াছে, গুণগ্রাহী ব্যতিরেকে গুণ সকল বিফল হইয়াছে, এক্ষণে কি করা উচিত, বলবান্ ছুরন্ত মৃত্যুকাল নিকটবর্তী হইতেছে, শিবের চরণদ্বয় চিন্তা করিলাম না, কিন্তু মুক্তির আর উপায়ান্তর নাই । ৭৭ ॥

মহেশ্বরে বা জগতামধীশ্বরে
জনর্দনে বা জগদন্তুরাঙ্গনি ।
ন বস্তুভেদপ্রতিপত্তিরস্তি মে
তথাপি ভক্তিস্তরুণেন্দুশেখরে । ৭৮ ॥

‘মহেশ্বরে’ মহাদেবে ‘বা’ কিম্বা ‘জগতাম্’ জগতের ‘অধীশ্বরে’ প্রভু ‘জনর্দনে’ নারায়ণে ‘বা’ অথবা ‘জগদন্তুরাঙ্গনি’ জগতের অন্তরাঙ্গা ‘ন’ না ‘বস্তুভেদপ্রতিপত্তিঃ’ বস্তুভেদজ্ঞান ‘অস্তি’ আছে ‘মে’ আমার ‘তথাপি’ তবুও ‘ভক্তিঃ’ ভক্তি ‘তরুণেন্দুশেখরে’ চন্দ্রকলাভূষণ । ৭৮ ।

জগতের অধীশ্বর মহেশ্বরে অথবা জগতের অন্তরাঙ্গা নারায়ণে আমার বাস্তবিক ভেদজ্ঞান নাই, তথাপি চন্দ্রশুভ ভূষণ শিবের প্রতি আমার অচলা ভক্তি আছে । ৭৮ ॥

স্কুরৎস্কারজ্যোৎস্নাধবলিততলে কাপি পুলিনে
 সুখাসীনাঃ শান্তধনিষু রজনীষু ছ্যাসরিভঃ ।
 ভবাত্তোগোদ্বিগ্নাঃ শিব শিব শিবেষুচ্চবচসঃ
 কদা যাস্যামোহন্তর্গতবহ্লবাপ্পাকুলদৃশঃ । ৭৯ ॥

‘স্কুরৎস্কারজ্যোৎস্নাধবলিততলে’ প্রকাশমান বিস্তীর্ণ জ্যোৎস্না
 দ্বারা শুক্লীভূত নিম্নভাগ ‘কাপি’ কোন ‘পুলিনে’ চড়াতে ‘সুখা-
 সীনাঃ’সুখোপবিষ্ট ‘শান্তধনিষু’ নিরস্ত শব্দ ‘রজনীষু’ রাত্রিকালে
 ‘ছ্যাসরিভঃ’ গঙ্গার ‘ভবাত্তোগোদ্বিগ্নাঃ’ সংসারাতোগে উদ্বিগ্ন ‘শিব
 শিব শিবেষু’ শিব শিব শিব এই বলিয়া ‘উচ্চবচসঃ’ উচ্চৈঃস্বরে
 ‘কদা’ কবে ‘যাস্যামঃ’ হইব ‘অন্তর্গতবহ্লবাপ্পাকুলদৃশঃ’ অন্তঃ-
 স্থিত বিস্তর বাষ্প দ্বারা আকুল লোচন । ৭৯ ॥

স্কূর্ত্তমান বিস্তীর্ণ কৌমুদী দ্বারা শুক্লীভূত সুরনদীপুলিনে
 নিঃশব্দ নিশীথে সুখাসীন হইয়া সংসারের বাহুল্য প্রযুক্ত
 উদ্বিগ্ন চিত্তে উচ্চৈঃস্বরে বারম্বার শিব নাম করিতে করিতে
 কবে আমরা অন্তর্গত বাষ্প ভরে ব্যাকুল-দৃষ্টি হইব (অর্থাৎ
 শিবের প্রেমে মগ্ন হইব) । ৭৯ ॥

বিতীর্ণে সর্বস্বেষে তরুণকরণাপূর্ণহৃদয়াঃ
 তরন্তঃ সংসারং বিরসপরিণামাবধিগতম্ ।
 কদা পুণ্যারণ্যে পরিণতশরচ্ছন্দকিরণাঃ
 ত্রিযামা নেয্যামো হরচরণচিহ্নৈকশরণাঃ । ৮০ ॥

‘বিতীর্ণে’ বিতরণ হইলে ‘সর্বস্বেষে’ সমুদায় ধন ‘তরুণকরণা-
 পূর্ণহৃদয়াঃ’ হৃদয় করুণা রসে পূর্ণহৃদয় ‘তরন্তঃ’ উত্তীর্ণ হইয়া
 ‘সংসারং’ সংসার ‘বিরসপরিণামাবধিগতং’ নীরস পরিণামের
 প্রাপ্তগত ‘কদা’ কবে ‘পুণ্যারণ্যে’ পবিত্র বনে ‘পরিণতশরচ্ছন্দ-
 কিরণাঃ’ শরৎকালীন পূর্ণ চন্দ্রকিরণে পরিপূর্ণ ‘ত্রিযামাঃ’ রাত্রি-
 সকল ‘নেয্যামঃ’ যাপন করিব ‘হরচরণচিহ্নৈকশরণাঃ’ শিবের চরণ
 চিহ্নেতে আশ্রয় করিয়া । ৮০ ॥

কবে আমি সৰ্ব্বস্ব বিতরণ পূৰ্ব্বক করুণা পূৰ্ণ হৃদয়ে এই
পরিণামনীরস সংসার উত্তীর্ণ হইয়া কেবল শিবের চরণার-
বিন্দে আশ্রয় লইয়া কোন পুণ্য অরণ্যে শারদীয় পূৰ্ণ শশি-
কিরণে পরিপূৰ্ণ যামিনী সকল যাপন করিব । ৮০ ॥

কদা বারাণশ্চামমরতটিনীরোধসি বসন্
বসানঃ কৌপীনে শিরসি নিদধানোহঞ্জলিপুটম্ ।
অয়ে গৌরীনাথ ত্রিপুরহর শস্তো ত্রিনয়ন
প্রসীদেতি ক্রোশন্ নিমিষমিব নেষ্যামি দিবসান্ । ৮১ ॥

‘কদা’ কবে ‘বারাণশ্চাম্’ বারাণসীতে ‘অমরতটিনীরোধসি’
গঙ্গাতীরে ‘বসন্’ বাস করত ‘বসানঃ’ পরিধান করিয়া ‘কৌপীনে’
কৌপীনদ্বয় ‘শিরসি’ মস্তকে ‘নিদধানঃ’ ধারণ করত ‘অঞ্জলি-
পুটম্’ করপুট ‘অয়ে’ হে ‘গৌরীনাথ’ পার্শ্বতীক্ষর ‘ত্রিপুরহর’
ত্রিপুরাসুর হন্য ‘শস্তো’ শিব ‘ত্রিনয়ন’ ত্রিনেত্র ‘প্রসীদ’ প্রসন্ন হও
‘ইতি’ ইহা ‘ক্রোশন্’ শব্দ করত ‘নিমিষম্’ নিমেষ মাত্র ‘ইব’
ন্যায় ‘নেষ্যামি’ যাপন করিব ‘দিবসান্’ দিন সকল । ৮১ ॥

কবে আমি কৌপীনধারী হইয়া বারাণসীর গঙ্গাতীরে
বাস করত মস্তকে অঞ্জলি ধারণ পূৰ্ব্বক হে গৌরীনাথ! হে
ত্রিপুরারে! হে ত্রিনয়ন! হে শস্তো! প্রসন্ন হও এইরূপ কীর্তন
করিতে করিতে দিবস সকল নিমেষ তুল্য ক্ষেপণ করিব । ৮১ ॥

স্নাত্বা গাঈঙ্গঃ পয়োভিঃ শুচিকুম্ভফলৈরর্চয়িত্বা বিভো ত্বাং
ধ্যয়ে ধ্যানং নিবেশ্য ক্ষিতধরকুহরগ্রাবশয্যানিবল্লঃ !
আন্নারামঃ ফলাশী গুরুবচনরতস্ত্বৎপ্রসাদাৎ স্মরারে
দুঃখং মোক্ষ্যে কদাহং সমকরচরণে পুংসি সেবাসমুখম্ । ৮২ ॥

‘স্নাত্বা’ স্নান করিয়া ‘গাঈঙ্গঃ’ গঙ্গাসম্বন্ধীয় ‘পয়োভিঃ’ জল-
দ্বারা ‘শুচিকুম্ভফলৈঃ’ পবিত্র পুষ্প ফল দ্বারা ‘অর্চয়িত্বা’ পূজা
করিয়া ‘বিভো’ হে প্রভো ‘ত্বাং’ তোমাকে ‘ধ্যয়ে’ চিন্তনীয়

পদার্থে ‘ধানং’ মন ‘নিবেশ্য’ নিবেশ করিয়া ‘ক্ষিতধরকুহরপ্রাব-
শয্যানিঘণঃ’ গিরিগঙ্ঘরে প্রস্তরাসনে আসীন ‘আত্মারামঃ’ পরমা-
ত্নাতে রমণকারী ‘ফলাশী’ ফলভক্ষক ‘গুরুবচনরতঃ’ গুরুর বচন-
কারী ‘ত্বংপ্রসাদাৎ’ তোমার অমুগ্রহ হেতু ‘স্মরারে’ হে মদন-
দগন ‘দ্বঃখং’ ক্লেণ ‘মোক্শ্যে’ ত্যাগ করিব ‘কদা’ কবে ‘অহং’
আমি ‘স-মকরচরণে’ কামনা বিশিষ্ট ‘পুংসি’ পুরুষে ‘সেবাসমুখম্’
সেবাজনিত । ৮২ ॥

হে বিভো! কবে আমি স্নানের পর গঙ্গাজল ও পবিত্র
পুষ্প ফল দ্বারা তোমাকে অর্চনা করিয়া গিরিগঙ্ঘরস্ব
পাষণ আসনে উপবেশনপূর্বক চিন্তনীয় পদার্থ স্বরূপ
তোমাতে মন অর্পণ করিব, এবং হে কামশমন! তোমার
অনুগ্রহে গুরুর আজ্ঞা পালনে তৎপর ও ফল আহারী
হইয়া কেবল পরমাত্মাতেই রতি করত সংসারী পুরুষের
সেবা জনিত ক্লেশ হইতে মুক্ত হইব । ৮২ ॥

মহীশয্যাশয্যা বিপুলমুপধানং ভুজলতা
বিতানঞ্চাকাশং ব্যজনমনুকুলোহয়মনিলঃ ।
স্কুরদীপশ্চন্দ্রো বিরতিবনিতাসঙ্কমুদিতঃ
সুখং শান্তঃ শেতে মুনিরতনুভূতিনু প ইব । ৮৩ ॥

‘মহীশয্যাশয্যা’ পৃথিবীরূপ শয্যায় শয়ন ‘বিপুলং’ বৃহৎ ‘উপ-
ধানং’ বাজিশ ‘ভুজলতা’ হস্তবল্লী ‘বিতানং’ চন্দ্রাতপ ‘চ’ এবং
‘আকাশং’ অন্তরীক্ষ ‘ব্যজনম্’ তালবৃন্ত ‘অনুকুলঃ’ অপ্রতিকূল
‘অয়ম্’ এই ‘অনিলঃ’ বায়ু ‘স্কুরদীপঃ’ প্রকাশমান দীপ ‘চন্দ্রঃ’
শশী ‘বিরতিবনিতাসঙ্কমুদিতঃ’ বিশ্রান্তি রূপ কাম্বা সঙ্গে হৃষ্ট
‘সুখং’ সুখে ‘শান্তঃ’ শান্তিগুণযুক্ত ‘শেতে’ শয়ন করেন ‘মুনিঃ’
তপস্বী ‘অতনুভূতিঃ’ অনল্প বিভব সম্পন্ন ‘নৃপঃ’ রাজা ‘ইব’
অ্যায় । ৮৩ ॥

পৃথিবীশয্যায় শয়ন, বৃহৎ বাহুলতা উপধান, আকাশ-

প্রদীপ ; এইরূপ বিভবযুক্ত শাস্তচিত্ত মুনি বিরতি বনিতার
সহিত মুদিত হইয়া সমৃদ্ধ সম্পত্তিশালী রাজার ন্যায় সুখে
শয়ন করিয়া থাকেন । ৮৩ ॥

কৌপীনং শতখণ্ডজর্জরতরং কস্থা পুনস্তাদৃশী
নৈশ্চিন্ত্যং নিরপেক্ষভৈক্ষ্যমশনং নিদ্রা শ্মশানে বনে ।
স্বাতন্ত্র্যেণ নিরঙ্কুশং বিহরণং স্বান্তং প্রশান্তং সদা
স্বৈর্য্যং যোগমহোৎসবেহপিচ যদি ত্রৈলোক্যরাজ্যেন কিম্ । ৮৪

‘কৌপীনং’ চীর বসন ‘শতখণ্ডজর্জরতরং’ শত শত খণ্ড এবং
সাতিশয় জীর্ণ ‘কস্থা’ কস্থা ‘পুনঃ’ এবং ‘তাদৃশী’ তক্রপ ‘নৈশ্চি-
ন্ত্যং’ নিশ্চিন্ততা ‘নিরপেক্ষভৈক্ষ্যম্’ অপেক্ষা শূন্য ভিক্ষান্ন ‘অশনং’
ভোজন ‘নিদ্রা’ শয়ন ‘শ্মশানে’ প্রেতভূমিতে ‘বনে’ অরণ্যে
‘স্বাতন্ত্র্যেণ’ স্বাধীনতায় ‘নিরঙ্কুশং’ অবারিত ‘বিহরণং’ বিহার
‘স্বান্তং’ মন ‘প্রশান্তং’ শান্তিযুক্ত ‘সদা’ সর্বদা ‘স্বৈর্য্যং’ স্থিরতা
‘যোগমহোৎসবে’ যোগরূপ মহা উৎসবে ‘অপি’ ও ‘চ’ এবং ‘যদি’
যদি ‘ত্রৈলোক্যরাজ্যেন’ ত্রিলোকের রাজত্বে ‘কিম্’ কি প্রয়ো-
জন । ৮৪ ॥

জীর্ণ শতখণ্ড চীর বসন, এবং তাদৃশ কস্থা, নিশ্চিন্ততা,
অপেক্ষা শূন্য ভিক্ষান্ন ভক্ষণ, বনে বা শ্মশানে শয়ন, আত্ম-
বশে অব্যাঘাতে সর্বত্র ভ্রমণ, সর্বদা প্রশান্ত অন্তঃকরণ এবং
যোগরূপ মহোৎসবে চিন্তের স্থিরতা, যদি এ সমস্ত বিচ্যমান
থাকে তবে ত্রৈলোক্যের রাজ্যে কি প্রয়োজন । ৮৪ ॥

ভুঃ পর্য্যাক্ষো নিজভুজলতা কন্দুকং খং বিতানং
দীপ শ্চন্দ্রো বিরতিবনিতালকসঙ্কপ্রমোদঃ ।
দিক্কাশ্মাভিঃ পবনচমরৈর্বীজ্যমানঃ সমস্তাৎ
ভিক্ষুঃ শেতে নৃপ ইব ভুবি ত্যক্তসর্কস্পৃহোহপি । ৮৫ ॥

‘ভূঃ’ ভূমি ‘পর্যাক্ষঃ’ খটা ‘নিজভুজলতা’ আপন বাহুবলী
 ‘কন্দুকং’ বালিশ ‘খং’ আকাশ ‘বিতানং’ চন্দ্রাতপ ‘দীপঃ’
 প্রদীপ ‘চন্দ্রঃ’ শশী ‘বিরতিবনিতালকসঙ্গপ্রমোদঃ’ বিশ্রান্তি-
 রূপ কান্তা সঙ্গে সন্মুখ ‘দিক্কাস্তাভিঃ’ দিকরূপ কামিনীরা ‘পবন-
 চমটৈঃ’ বায়ুরূপ চানর দ্বারা ‘বীজ্যমানঃ’ ব্যজন করিতেছে ‘সমস্তাৎ’
 চারিদিকে ‘ভিক্ষুঃ’ ভিক্ষাকারী ‘শেতে’ শয়ন করেন ‘নৃপঃ’ রাজা
 ‘ইব’ ন্যায় ‘ভুবি’ পৃথিবীতে ‘ত্যক্তসর্বস্পৃহঃ’ সকল অভিনায
 ভাগ করিয়া ‘অপি’ ও। ৮৫ ॥

এই ভূমণ্ডলে ভিক্ষু ব্যক্তি সমুদায় মনোরথ পরিত্যাগ
 করিয়াও রাজার ন্যায় শয়ন করিয়া থাকেন, পৃথিবীই তাঁহার
 পর্যাক্ষ, নিজ বাহুলতা উপাধান, গগণমণ্ডল চন্দ্রাতপ, এবং
 চন্দ্রই প্রদীপ ; বিশ্রান্তিরূপ কান্তার সঙ্গে তিনি প্রমোদ লাভ
 করেন, এবং দিক্ স্বরূপ কামিনীরা তাঁহার চতুর্দিকে সমী-
 রণ স্বরূপ চানর ব্যজন করিতে থাকে। ৮৫ ॥

ব্রহ্মাণ্ডে মণ্ডলীমাত্রং কো লোভোহয়ং মনস্বিনঃ ।

শফরীক্ষুরিতেনাক্কেঃ ক্ষুরিতা জাতু জায়তে । ৮৬ ॥

‘ব্রহ্মাণ্ডঃ’ জগৎ ‘মণ্ডলীমাত্রং’ মণ্ডলাকার মাত্র ‘কঃ’ কি ‘লোভঃ’
 লিপ্সা ‘অয়ং’ এই ‘মনস্বিনঃ’ পণ্ডিতের ‘শফরীক্ষুরিতেন’ পুটি
 মাছের লক্ষ ঝাম্প দ্বারা ‘অক্কেঃ’ সমুদ্রের ‘ক্ষুরিতা’ চঞ্চলতা
 ‘জাতু’ কদাচিৎ ‘জায়তে’ জন্মায় । ৮৬ ॥

এই ব্রহ্মাণ্ড কেবল মণ্ডলাকার মাত্র, ইহাতে পণ্ডিতের
 কেন লোভ হইবে ; শফরীর ক্ষুরিত দ্বারা গভীর সমুদ্রে
 কি কখন চঞ্চলতা জন্মিতে পারে ? । ৮৬ ॥

যদাসীদজ্ঞানং স্মরতিমিরসংস্কারজনিতং

তদা দৃষ্টং নারীময়মিদমশেষং জগদপি ।

ইদানীমস্মাকং পটুতরবিবেকাঙ্গনজুষাৎ

‘যদা’ যখন ‘আসীৎ’ ছিল ‘অজ্ঞানং’ মোহ ‘স্মরতিগিরসং-
স্কারজনিতং’ কামরূপ অন্ধকার সম্পর্কে জাত ‘তদা’ তখন ‘দৃষ্টিং’
দেখিতাম ‘নারীময়ম্’ স্ত্রীময় ‘ইদম্’ এই ‘অশেষং’ সমস্ত ‘জগৎ’
ব্রহ্মাণ্ড ‘অপি’ ই ‘ইদানীম্’ এক্ষণে ‘অস্মাকং’ আমাদের
‘পটুতরবিবেকাঙ্গনজুযাং’ স্ননিপুণ বিবেকরূপ কঙ্কনধারী ‘সমী-
ভূতা’ সমান হইয়াছে ‘দৃষ্টিঃ’ দর্শন ‘ত্রিভুবনম্’ ত্রিলোক ‘অপি’ ও
‘ব্রহ্ম’ ঐশ্বর ‘মমুতে’ দেখিতেছি। ৮৭ ॥

যখন আমাদের কামাকার-জনিত অজ্ঞান ছিল
তখন এই সমস্ত জগতই নারীময় দর্শন করিতাম, এক্ষণে
স্বামরা বিবেকরূপ কঙ্কন ধারণ করিয়া সর্বত্র সমদৃষ্টি হই-
য়াছি, ত্রিভুবনই আমাদের ব্রহ্মময় বোধ হইতেছে। ৮৭ ॥

রম্যা শচন্দ্রমরীচয় স্তৃণবতী রম্যা বনান্তস্থলী

রম্যাং সাধুসভাসমাগমসুখং কাব্যোয়ু রম্যাঃ কথাঃ।

কোপোপাহিতবাপ্পবিন্দু তরলং রম্যাং প্রিয়ায়া মুখং
সর্বং রম্যমনিত্যতামধিগতং চিত্তে ন কিঞ্চিৎ পুনঃ। ৮৮ ॥

‘রম্যাঃ’ রমণীয় ‘শচন্দ্রমরীচয়ঃ’ শশি কিরণ ‘স্তৃণবতী’ তৃণযুক্ত
‘রম্যা’ রমণীয় ‘বনান্তস্থলী’ বনপ্রান্তভূমি ‘রম্যাং’ রমণীয় ‘সাধু-
সভাসমাগমসুখং’ সঙ্জন সভায় সমাগম সুখ ‘কাব্যোয়ু’ কাব্যশাস্ত্রে
‘রম্যাঃ’ রমণীয় ‘কথাঃ’ বাক্য ‘কোপোপাহিতবাপ্পবিন্দু’ কোপ
জনিত ঘর্মবিন্দু ‘তরলং’ চঞ্চল ‘রম্যাং’ রমণীয় ‘প্রিয়ায়াঃ’ প্রিয়ত-
মার ‘মুখং’ বদন ‘সর্বং’ সকল ‘রম্যম্’ রমণীয় ‘অনিত্যতাম্’
অস্থায়িত্ব ‘অধিগতং’ প্রাপ্ত ‘চিত্তে’ মনে ‘ন’ না ‘কিঞ্চিৎ’ কিছুই
‘পুনঃ’ কিন্তু। ৮৮ ॥

কৌমুদী রমণীয়, তৃণশালিনী বনান্তভূমি রমণীয়, সঙ্জন-
সভায় সমাগমসুখ রমণীয়, কাব্য শাস্ত্রের কথা সকল রমণীয়,
প্রণয়কোপ জনিত বাপ্পবিন্দু ভূষিত চঞ্চল প্রিয়তমার বদন

রমণীয়; কিন্তু এ সমস্ত রমণীয় বস্তুই অচিরস্থায়ী হওয়াতে মনে কিছুই রমণীয় বোধ হয় না। ৮৮॥

ভিক্ষাশী জনমধ্যসঙ্করহিতঃ স্বায়ত্তচেষ্ঠঃ সদা
হানাদানবিভিন্নবর্ণরহিতঃ কশ্চিৎতপস্বী স্থিতঃ ।
রথ্যাকীর্ণবিশীর্ণজীর্ণবসনৈরাস্মাতকন্বাধরো
নির্মানো নিরহঙ্কৃতিঃ শমস্বধাতোগৈকবদ্ধস্পৃহঃ । ৮৯॥

‘ভিক্ষাশী’ ভিক্ষামতোজী ‘জনমধ্যসঙ্করহিতঃ’ লোকমধ্যে সঙ্গ-শূন্য ‘স্বায়ত্তচেষ্ঠঃ’ স্বাধীন কর্ম ‘সদা’ সর্বদা ‘হানাদানবিভিন্ন-বর্ণরহিতঃ’ ত্যাগ ও গ্রহণ বিষয়ে পৃথক্ বর্ণ বিহীন ‘কশ্চিৎ’ কোন ‘তপস্বী’ যোগী ‘স্থিতঃ’ আছেন ‘রথ্যাকীর্ণবিশীর্ণজীর্ণবসনৈঃ’ পথে নিষ্কণ্ড ছিন্ন পুরাতন বস্ত্রদ্বারা ‘আস্মাতকন্বাধরঃ’ প্রস্তুতকন্বাধারী ‘নির্মানঃ’ মানহীন ‘নিরহঙ্কৃতিঃ’ অহঙ্কারহীন ‘শমস্বধা-তোগৈকবদ্ধস্পৃহঃ’ শান্তিরূপ অমৃত ভোগেই স্পৃহা যুক্ত। ৮৯ ॥

ভিক্ষামতোজী, সর্ব-জন-সমাজের সঙ্গ শূন্য, সদা স্বাধীন, দান আদান বিষয়ে বর্ণভেদ জ্ঞান হীন, পথপ্রান্ত-পতিত ছিন্ন জীর্ণ বসন দ্বারা প্রস্তুত কন্বাধারী, মান ও অহঙ্কার হীন, কেবল শান্তি রূপ অমৃত ভোগেই স্পৃহাবান্ কোন পুরুষ তপস্যায় রত আছেন। ৮৯ ॥

মাত মৌদ্দিনী তাত মারুত সখে জ্যোতিঃ স্ববন্ধো জল
ভ্রাত বোয়াম নিবন্ধ এব ভবতামন্ত্যঃ প্রণামাঞ্জলিঃ ।
যুষ্ণৎসঙ্কবশোপজাতমুকুতোদ্রেকক্ষুরমির্মল-
জ্বালাপান্তসমস্তমোহমহিমা লীয়ে পরে ব্রহ্মাণি । ৯০॥

‘মাতঃ’ হে জননি ‘মৌদ্দিনী’ পৃথিবী ‘তাত’ হে পিতঃ ‘মারুত’ পবন ‘সখে’ হে বন্ধো ‘জ্যোতিঃ’ তেজঃ ‘স্ববন্ধো’ নিজ সখা ‘জল’ বারি ‘ভ্রাতঃ’ হে ভাই ‘বোয়াম’ আকাশ ‘নিবন্ধঃ’ করিলাম ‘এষঃ’ এই ‘ভবতাম’ তোমাদের নিকট ‘অন্ত্যঃ’ শেষ ‘প্রণামাঞ্জলিঃ’

প্রণামার্থে অঞ্জলি 'মুগ্ধৎসম্ভবশোপজাতস্মৃক্ভোদ্রেকক্ষুরমির্শল-
জ্বালাপাস্তসমস্তমোহমহিমা' তোমাদের সঙ্গাধীন জনিত পুণ্য পুঞ্জ
হেতুক ক্ষুর্ভিমান্ নির্মল তেজঃ দারা দূরীকৃত সমস্ত মোহ মাহাজ্যা
'লীয়ে' লীন হই 'পরে' পরম 'ব্রহ্মণি' ব্রহ্মেতে । ৯০ ॥

হে জননি বসুন্ধরে ! হে তাত মারুত ! হে সখে তেজঃ !
হে বস্কো জল ! হে ভ্রাতঃ আকাশ ! কুতাঞ্জলি হইয়া তো-
মাদিগকে এই চরম প্রণাম করিলাম, তোমাদিগের সংসর্গ
সমুদ্ভূত পুণ্যপুঞ্জ দ্বারা আমার নির্মল জ্ঞান জ্যোতিঃ ক্ষুর্ভি
পাইয়া সমস্ত মোহাস্ককার দূরীভূত করিয়াছে, অতএব
পরম ব্রহ্মে লীন হই । ৯০ ॥

স্বাদিষ্ঠং মধুনো ঘৃতাচ্চ রসবৎ যৎ প্রস্রবত্যক্ষরং
দৈবী বাগমৃতান্ননো রসবত স্তেনৈব তৃপ্তা বয়ম্ ।
কুক্ষৌ যাবদিমে ভবন্তি ধৃতয়ে তিষ্কাহুতাঃ শক্তবঃ
তাবদাস্মকৃতাজ্জনৈ নহি ধনৈ বৃত্তিঃ সমীহামহে । ৯১ ॥

'স্বাদিষ্ঠং' সুস্বাদ 'মধুনঃ' মধুঅপেক্ষা 'ঘৃতাৎ' ঘৃত অপেক্ষা
'চ' এবং 'রসবৎ' রসযুক্ত 'যৎ' যে 'প্রস্রবতি' ক্ষরিত হয় 'অক্ষরং'
অবিনশ্বর 'দৈবী' দেবসম্বন্ধীয় 'বাক্' বাণী 'অমৃতান্ননঃ' অমৃতরূপ
হইতে 'রসবতঃ' রস যুক্ত 'তেন' তদ্বারা 'এব' ই 'তৃপ্তাঃ' তৃপ্ত হই
'বয়ম্' আমরা 'কুক্ষৌ' উদরে 'যাবৎ' যে পর্য্যন্ত 'ইমে' এই সকল
'ভবন্তি' হয় 'ধৃতয়ে' ধৃতিনিমিত্ত 'তিষ্কাহুতাঃ' তিষ্কাদ্বারা উপা-
র্জিত 'শক্তবঃ' শক্তসকল 'তাবৎ' সেপর্য্যন্ত 'দাস্মকৃতাজ্জনৈঃ'
দাসম্ভদ্বারা উপার্জিত 'নহি' না 'ধনৈঃ' ধনদ্বারা 'বৃত্তিঃ' জীবিকা
'সমীহামহে' চেষ্টা করি । ৯১ ॥

রসযুক্ত অমৃতময় পরমাত্রা হইতে মধু ও ঘৃত অপেক্ষা
সুস্বাদ ও সরস যে অবিনশ্বর দৈব বাক্য নির্গত হয় আমরা
তাহাতেই পরিভূপ্ত রহিয়াছি ; অতএব প্রাণধারণোপযোগী
এই তিষ্কোপার্জিত শক্ত সকল যে পর্য্যন্ত উদরে থাকিয়া

দৈর্ঘ্য বিধান করে তাবৎ আর দাসত্ব পূর্বক উপার্জিত বিত্ত
দ্বারা জীবিকা নির্বাহ করিতে অভিলাষী নহি । ১১ ॥

হিংসাশূন্যমযত্নলভ্যমশনং বায়ুঃকৃতো বেদসা
ব্যালানাং পশবশ্চ তৃণাঙ্কুরভুজঃ পুষ্টাঃ স্থলীশায়িনঃ ।
সংসারার্ণবলজ্জনক্ষমধিয়াং বৃত্তিঃ কৃত্য সা নৃণাং
যামন্থেষয়তাং প্রযান্তি সহসা সর্কে সমাপ্তিং গুণাঃ । ১২ ॥

‘হিংসাশূন্যম্’ হিংসা রহিত ‘অযত্নলভ্যম্’ অনায়াসলভ্য
‘অশনং’ ভোজন ‘বায়ুঃ’ পবন ‘কৃতঃ’ করিয়াছেন ‘বেদসা’ বি-
ধাতা ‘ব্যালানাং’ সর্পদিগের ‘পশবঃ’ পশু সকল ‘তৃণাঙ্কুরভুজঃ’
তৃণের অঙ্কুর ভোজী ‘পুষ্টাঃ’ স্থূল ‘স্থলীশায়িনঃ’ অকৃত্রিমভূমি-
শায়ী ‘সংসারার্ণবলজ্জনক্ষমধিয়াং’ সংসার সমুদ্র উত্তরণে সমর্থ-
বুদ্ধি ‘বৃত্তিঃ’ জীবিকা ‘কৃত্য’ করিয়াছেন ‘সা’ সেই ‘নৃণাং’ মনুষ্যা-
দিগের ‘যাম্’ যাহা ‘অন্থেষয়তাং’ অন্থেষণ করত ‘প্রযান্তি’
প্রাপ্ত হয় ‘সহসা’ হঠাৎ ‘সর্কে’ সকল ‘সমাপ্তিং’ শেষ ‘গুণাঃ’ গুণ
সকল । ১২ ॥

বিধাতা হিংসাশূন্য অনায়াস-লভ্য পবনকে সর্পদিগের
ভক্ষ্য বস্তু করিয়াছেন, এবং নব তৃণাঙ্কুর পশুগণের ভক্ষ্যবস্তু
নিরূপণ করিয়াছেন, তাহারা ভূমিতে শয়ন করে এবং রুচি
পুষ্টাঙ্গ । কিন্তু সংসার সমুদ্র উত্তীর্ণ হইতে সমর্থ বুদ্ধি শালী
মনুষ্যা দিগের যে জীবিকা নির্দ্ধারিত করিয়াছেন কেবল তাহা-
রই অন্থেষণ করিতে করিতে ইহাদিগের সমস্ত গুণই পর্য্য-
বসিত হইতেছে । ১২ ॥

কৃশঃ কাণঃ খণ্ডঃ শ্রবণরহিতঃ পুচ্ছবিকলো
ব্রণী পূয়ক্লিন্নঃ ক্রিমিকুলশতৈরান্নততনুঃ ।
ক্ষুধাক্ষমো জীর্ণঃ পিঠরককপালার্দিতগলঃ
শুনীমন্ত্বেতি শ্বা হতমপি নিহন্ত্যেব মদনঃ । ১৩ ॥

‘কৃশঃ’ ক্ষীণ ‘কাণঃ’ কাণা ‘খঞ্জঃ’ ‘খোঁড়া’ ‘শ্রবণরহিতঃ’ বধির
‘পুচ্ছবিকলঃ’ লাজুল রহিত ‘ব্রণী’ ক্ষতযুক্ত ‘পুয়ক্রিমঃ’ পুয়-
দ্বারা ক্লেদযুক্ত ‘ক্রিমিকুলশতৈঃ’ শত শত ক্রিমিগণে ‘আবৃত্তম্নঃ’
ব্যাপ্তশরীর ‘ক্ষুধাক্ষমঃ’ ক্ষুধার্ত ‘জীর্ণঃ’ বৃদ্ধ ‘পিঠরককপালা-
দ্বিতগলঃ’, ভগ্ন কলসীর গলভাগ দ্বারা পীড়িত গজ ‘শুনীম্’ কুকু-
রীর ‘অবেতি’ অনুগমন করে ‘শা’ কুকুর ‘হতং’ নষ্টকে ‘অপি’
ও ‘নিহন্তি’ নষ্ট করে ‘এব’ ই ‘মদনঃ’ কন্দর্প । ৯৩ ॥

ক্ষীণকায়, দৃষ্টিহীন, খঞ্জ, শ্রবণহীন, বিকলপুচ্ছ, ক্ষতশরীর,
পূয়ক্লেদযুক্ত, শত শত কুমিব্যাপ্ত, ক্ষুধার্ত, জীর্ণ, গলদেশে ভগ্ন
কলসীর গলভাগ লগ্ন হওয়াতে সাতিশয় পীড়িত, এতাদৃশ
কুকুরটাও শুনীর অনুগমন করিতে থাকে, কি আশ্চর্য্য!
মৃতকম্প ব্যক্তিকেও কন্দর্প আক্রমণ করিয়া থাকেন । ৯৩ ॥

মৃতপিণ্ডে জলরেখয়া বলয়িতঃ সর্বোহপায়ং নম্বণুঃ

স্বীয়ীকৃত্য তমেব সংযুগশতৈঃ রাজ্যাংগণা ভুঞ্জতে ।

দহন্তে দদতোহথবা কিমপরে ক্ষুদ্রা দরিদ্রা ভূশং

ধিক্তিতান্ পুরুষাধমান্ ধনলবং তেভ্যোহপি বাঞ্ছন্তি যে । ৯৪ ॥

‘মৃতপিণ্ডঃ’ মৃত্তিকার পিণ্ড ‘জলরেখয়া’ জলের রেখা দ্বারা
‘বলয়িতঃ’ বেষ্টিত ‘সর্বঃ’ সকল ‘অপি’ ই ‘অয়ং’ এই ‘নম্বু’ ভো
‘অণুঃ’ ক্ষুদ্র ‘স্বীয়ীকৃত্য’ আত্মসাৎ করিয়া ‘তম্’ তাহা ‘এব’ ই
‘সংযুগশতৈঃ’ শত শত যুক্ত দ্বারা ‘রাজ্যাং’ রাজ্যদিগের ‘গণাঃ’ সমূহ
‘ভুঞ্জতে’ ভোগ করে ‘দহন্তে’ দক্ষ হয় ‘দদতঃ’ দাতারা ‘অথবা’
কিয়া ‘কিং’ কি ‘অপরে’ অন্য অন্য ‘ক্ষুদ্রাঃ’ নীচ ‘দরিদ্রাঃ’
নির্ধনেরা ‘ভূশং’ অত্যন্ত ‘ধিক্তিতান্’ পুত্রঃ পুত্রঃ নিন্দা ‘তান্’
সেই ‘পুরুষাধমান্’ অধম পুরুষ দিগকে ‘ধনলবং’ ধনের কণা
‘তেভ্যঃ’ তাহাদের নিকট হইতে ‘অপি’ ও ‘বাঞ্ছন্তি’ বাঞ্ছা
করে ‘বে’ যাহারা । ৯৪ ॥

এই সমস্ত ভূমণ্ডল জলরেখায় বেষ্টিত একটা ক্ষুদ্র মৃত-
পিণ্ডমান ভূপতিবা শত শত যুদ্ধ দ্বারা উচ্চ আত্মসাৎ করিয়া

ভোগ করিয়া আসিতেছে, ইহা দান করিতে হইলে তাহা-
দেরও কষ্ট বোধ হয়। কিছু দান করিতে হইলে যে ক্ষুদ্র
ব্যক্তির অত্যন্ত কষ্ট বোধ করে তাহার আর সন্দেহ নাই;
সেই ক্ষুদ্রদিগের নিকটে যে নরাধমেরা ধন কণার প্রত্যাশা
করে তাহাদিগকে শত শত ধিক্ ৯৪ ॥

দদত দদত গালী গালিমন্তো ভবন্তো।

বয়মপি তদভাবাৎ গালিদানেহসমর্থাঃ।

জগতি বিদিতমেতৎ দীয়তে বিদ্যমানং

নহি শশকবিষাণং কোহপি কস্মৈ দদাতি। ৯৫ ॥

‘দদত’ দাও ‘দদত’ দাও ‘গালীঃ’ গালি ‘গালিমন্তো’ গালি-
বিশিষ্ট ‘ভবন্তো’ তোমরা ‘বয়ম্’ আমরা ‘অপি’ ও ‘তদভাবাৎ’
তাহা না থাকতে ‘গালিদানে’ গালিদান বিষয়ে ‘অসমর্থাঃ’ অক্ষম
‘জগতি’ ভুবনে ‘বিদিতম্’ খ্যাত ‘এতৎ’ ইহা ‘দীয়তে’ দেয়
‘বিদ্যমানং’ বর্তমান ‘নহি’ না ‘শশকবিষাণং’ শশকের শৃঙ্গ
‘কোহপি’ কেহ ‘কস্মৈ’ কাহাকে ‘দদাতি’ দেয়। ৯৫ ॥

তোমরা গালি দাও, তোমাদের গালি আছে, কিন্তু
আমাদের গালি নাই বলিয়া আমরা তাহা দিতে অক্ষম;
বেহেতু ইহা ভুবনে বিখ্যাত আছে যে, বিদ্যমান বস্তুই দান
করিয়া থাকে, না থাকিলে কেহ কাহাকে দিতে পারেনা। ৯৫ ॥

স্বধর্মপীড়ামবিচিন্ত্য যোহয়ম্ মৎপাপশুদ্ধার্গ মিহপ্রবৃত্তঃ।

নচেৎক্ষমামপ্যহমত্রকুর্যাম্ মত্তঃকৃতঘ্নো বদকীদৃশোহন্যঃ। ৯৬

‘স্বধর্মপীড়াম্’ স্বীয় ধর্মের বাধা ‘অবিচিন্ত্য’ চিন্তা না করিয়া
‘যঃ’ যিনি ‘অয়ম্’ এই ‘মৎপাপশুদ্ধার্গ’ আমার পাপশুদ্ধির
নিমিত্ত ‘ইহ’ এখানে ‘প্রবৃত্তঃ’ প্রবৃত্ত হন ‘ন’ না ‘চেৎ’ যদি
‘ক্ষমাং’ ক্ষমা ‘অপি’ ও ‘অহং’ আমি ‘অত্র’ এ বিষয়ে ‘কুর্যাম্’
করি ‘মত্তঃ’ আমাহইতে ‘কৃতঘ্নঃ’ বিশ্বাসঘাতক ‘বদ’ বল ‘কীদৃশঃ’

আপনার ধর্মহানি বিবেচনা না করিয়া যে ব্যক্তি আমার
পাপশুদ্ধির নিমিত্ত যত্নবান হয়েন (অর্থাৎ আমাকে গালি
তিরস্কার দেন) আমি ক্ষমা না করিয়া যদি তাঁহার প্রতি কুপিত
হই তবে আমাব্যতীত কৃতঘ্ন আর কিপ্রকার হইতে পারে? ৯৬

পুরা বিদ্বত্তাসীদমলিনধিয়াং ক্লেশহতয়ে
গতা কালেনাসৌ বিষয়সুখসিদ্ধৌ বিষয়িণাম্ ।
ইদানীং সম্প্রক্ষ্য ক্ষিতিলবভুজঃ শাস্ত্রবিমুখান্
অহো কক্চং সাপি প্রতিদিনমধোহধঃ প্রবিশতি । ৯৭ ॥

‘পুরা’পূর্বে ‘বিদ্বত্তা’বিদ্যাবত্তা ‘আসীৎ’ছিল ‘অমলিনধিয়াং’
নির্মলবুদ্ধিদিগের ‘ক্লেশহতয়ে’ ক্লেশনাশের নিমিত্ত ‘গতা’ গিয়া-
ছে ‘কালেন’ কালক্রমে ‘অসৌ’ উহা ‘বিষয়সুখসিদ্ধৌ’ বিষয়-
সুখের সিদ্ধিনিমিত্ত ‘বিষয়িণাম্’ বিষয়িদিগের ‘ইদানীং’ এক্ষণে
‘সম্প্রক্ষ্য’ দেখিয়া ‘ক্ষিতিলবভুজঃ’ পৃথিবীকণার ভোক্তাদিগকে
‘শাস্ত্রবিমুখান্’ শাস্ত্রবিষয়ে বিমুখ ‘অহো’ খেদে ‘কক্চং’ ছঃখ
‘সা’ সে ‘অপি’ ও ‘প্রতিদিনম্’ প্রত্যহ ‘অধোহধঃ’ অধঃ অধঃ
‘প্রবিশতি’ প্রবেশ করিতেছে । ৯৭ ॥

পূর্বকালে বিদ্যা বিদ্বান্ দিগের ছঃখ দূরীকরণ নিমিত্ত
হইত, কাল সহকারে তাহা বিষয়ি দিগের বিষয় সুখ সিদ্ধির
নিমিত্ত হইয়াছিল ; কিন্তু এক্ষণে উহা ক্ষুদ্র রাজা দিগকে
শাস্ত্রবিমুখ দেখিয়া দিন দিন অধঃ পতিত হইতেছে । ৯৭ ॥

স জাতঃ কোহপাসীৎ মদনরিপুণা মূর্খী ধবলং
কপালং যশ্চোচ্চৈর্বিনিহিতমলঙ্কারবিধয়ে ।
নৃভিঃ প্রাগত্রাণপ্রবণমতিভিঃ কৈশ্চিদধুন।
নমদ্বিঃ কঃ পুংসাময়মতুলদর্পজ্বরভরঃ । ৯৮ ॥

‘সঃ’ সেই ‘জাতঃ’ জাত ‘কোহপি’ কোন ‘আসীৎ’ হইয়াছেন
‘মদনরিপুণা’ মহাদেব ‘মূর্খী’ মস্তকে ‘ধবলং’ খেতবর্ণ ‘কপালং’

মস্তকের খুলি 'যস্য' বাহার 'উচ্চঃ' উচ্চ 'বিনিহিতম্' অর্পণ করিয়াছেন 'অহঙ্কারবিধয়ে' ভূষণ বিধানার্থ 'নৃভিঃ' মনুষ্যদ্বারা 'প্রাণজ্ঞানপ্রবণমতিভিঃ' প্রাণরক্ষার্থ নতমানস 'কৈশ্চিৎ' কতগুলি 'অধুনা' এক্ষণে 'ননদ্বিঃ' প্রণামকারী 'কঃ' কি 'পুংসাম্' পুরুষদিগের 'অয়ম্' এই 'অতুলদর্পজ্বরভরঃ' অত্যন্ত অহঙ্কার জ্বরের ভার । ৯৮ ॥

মহাদেব বাহার মস্তকের ধবলবর্ণ কপাল ভূষণ বিধানার্থ শিরে ধারণ করিয়াছেন সেই ব্যক্তিই যথার্থ জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন ; নতুবা কতকগুলি লোক প্রাণ রক্ষার্থ বিনীতভাবে প্রণাম করিতেছে বলিয়া, এক্ষণে পুরুষদিগের এ কি প্রবল অহঙ্কার জ্বরের প্রাচুর্য্যব । ৯৮ ॥

যদা কিঞ্চিজ্জোহহং দ্বিপইব মদাক্ষঃ সমভবং

তদা সর্ষজ্জোহস্মীত্যভবদবলিপ্তং মম মনঃ ।

যদা কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ গুরুজনসকাশাদধিগতং

তদা মূর্খোহস্মীতি জ্বরইব মদো মে ব্যপগতঃ । ৯৯ ॥

'যদা' যখন 'কিঞ্চিজ্জঃ' কিঞ্চিৎজ্ঞানবান্ 'অহং' আমি 'দ্বিপঃ' হস্তী 'ইব' ন্যায় 'মদাক্ষঃ' মস্ততায় অন্ধ 'সমভবং' হইয়াছিলাম 'তদা' তখন 'সর্ষজ্জঃ' সকলজ্ঞানবান্ 'অগ্নি' হইয়াছি 'ইতি' এইরূপ 'অভবং' হইয়াছিল 'অবলিপ্তং' অহঙ্কৃত 'মম' আমার 'মনঃ' মন 'যদা' যখন 'কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ' কিছু কিছু 'গুরুজনসকাশাৎ' গুরুজনের নিকটে 'অধিগতং' জানিলাম 'তদা' তখন 'মুখঃ' মুট 'অগ্নি' আমি 'ইতি' এইহেতু 'জ্বরঃ' জ্বর 'ইব' ন্যায় 'মদঃ' অহঙ্কার 'মে' আমার 'ব্যপগতঃ' নষ্ট হইল । ৯৯ ॥

যখন অগ্নি জ্ঞানবান্ হইয়াই হস্তীর ন্যায় মদাক্ষ হইয়াছিলাম তখন আমি সর্ষজ্জ এই বলিয়া আমার চিত্ত গর্বিত হইয়াছিল । কিন্তু যখন গুরুজনের নিকটে যৎকিঞ্চিৎ

অবগত হইলাম তখন আপনাকে মুর্থ বোধ করিলাম সুতরাং
ছরের ন্যায় আমার অহঙ্কার দুরীভূত হইল । ৯৯ ॥

মানে হস্তাঘিনি খণ্ডিতে চ বসুনি ব্যার্থে প্রয়াতেহর্থিনি
ক্ষীণে বন্ধুজনে গতে পরিজনে নষ্টে শনৈ যৌ বনে ।
যুক্তং কেবলমেতদেব স্মৃধিয়াং যজ্জঙ্কুকন্যাপয়ঃ-
পূতগ্রাবগিরীন্দ্রকন্দরদরীকুঞ্জে নিবাসঃ ক্চিৎ । ১০০ ॥

'মানে' মান্যতা 'হস্তাঘিনি' অপ্রতিষ্ঠিত হইলে 'খণ্ডিতে' নষ্ট-
হইলে 'চ' এং 'বসুনি' ধন 'ব্যার্থে' নিষ্ফল 'প্রয়াতে' প্রস্থান
করিলে 'অর্থিনি' যাচক ব্যক্তি 'ক্ষীণে' ক্ষয় হইলে 'বন্ধুজনে'
বন্ধু বর্গ 'গতে' গত হইলে 'পরিজনে' পরিবার 'নষ্টে' গত হইলে
'শনৈঃ' ক্রমে ক্রমে 'যৌবনে' তরুণাবস্থা 'যুক্তং' উচিত 'কেবলম্'
কেবল 'এতৎ' ইহা 'এব' ই 'স্মৃধিয়াং' পণ্ডিতদিগের 'যৎ' যে
'জঙ্কুকন্যাপয়ঃপূতগ্রাবগিরীন্দ্রকন্দরদরীকুঞ্জে' জ'হুবীর জঙ্গল
দ্বারা পবিত্রিত পাষণ পূর্ণ হিমালয় গুহা এবং গঙ্গারের কুঞ্জে 'নিবাসঃ' বাসকরা
'ক্চিৎ' কোন । ১০০ ॥

যখন মান্যতার হানি হয়, যখন ধন-শূন্য হইতে হয়,
যখন যাচকগণ অভিলাষ সিদ্ধি না হওয়াতে বিমুখ হইয়া
প্রস্থান করে, যখন বন্ধু জন ক্ষয় হয়, যখন পরিবারবর্গ নষ্ট
হয়, যখন ক্রমশঃ যৌবনাবস্থা অতীত হয়, তখন গঙ্গাজল
দ্বারা পবিত্রিত পাষণ পূর্ণ হিমালয় গুহা ও গঙ্গারস্থিত কোন
নিকুঞ্জে অবস্থিতি করা ধীরদিগের অবশ্য কর্তব্য । ১০০ ॥



শুদ্ধিপত্র ।

	শুদ্ধ ।	পৃষ্ঠ ।	পংক্তি ।
অশুদ্ধ ।	শুদ্ধ ।		
সাহস্কৃত	অহস্কৃত	২	৭
জন্মিতেছে	জন্মাইতেছে	২	১৬
উন্মলিত	উন্মূলিত	৭	২৬
কৌতুজযাং	কৌতুকজুযাং	৯	২৬
স্ফুটোজ্জলচন্দ্রিকা	স্ফুটোজ্জলচন্দ্রিকা	১৩	২০
যে সকল	যে সকল	১৮	৩
যৌবনলালসা	যৌবনলালসাঃ	২২	১১
মহীপৃষ্ঠে	মহীপৃষ্ঠে	৩৭	১৭

